CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-07 ■ 11 October, 2025 ■ আগরতলা ১১ অক্টোবর, ২০২৫ ইং ■ ২৪ আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কলমচেরায় চোরাচালান রোধে বিএসএফের অভিযান

গুলিতে এক দুষ্কৃতী আহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। শুক্রবার রাত প্রায় ৮টা ৪৫ মিনিট নাগাদ কলমচেরা সীমান্ত চৌকি (বিওপি) এলাকার কাছে চোরাচালানের একটি বড় প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দেয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। জানা গেছে, ওই সময় বিএসএফ টহলদারী দল প্রায় ১৫ থেকে ২০ জন দুষ্কৃতীকে চোরাচালানের চেষ্টা করতে দেখে।

বিএসএফ জওয়ানরা বাধা দিতে গেলে দুষ্কৃতীরা তাঁদের ঘিরে ফেলে এবং শারীরিকভাবে আক্রমণ চালায়। এমনকি এক জওয়ানের অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ারও চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। আত্মরক্ষার্থে বিএসএফ তিন রাউন্ড গুলি চালিয়েছে।

এই ঘটনায় সুমন মিয়া নামে এক দুষ্কৃতী বুকে গুলিবিদ্ধ হয়। তাঁর পিতার নাম আবুল কাশিম এবং বাড়ি কলমচৌড়ার করলাতলা গ্রামে। আহত সুমন মিয়াকে তড়িঘড়ি করে আগরতলার জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে, যেখানে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে, সীমান্তে অবৈধ চোরাচালান রোধে অভিযান জোরদার করা হয়েছে এবং ঘটনাটির বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

২৩ অক্টোবর বন্‌ধের ডাক তিপ্রাসা সিভিল সোসাইটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। আগামী ২৩ অক্টোবর ২৪ ঘণ্টা বনধের ডাক দিয়েছে তিপ্রাসা সিভিল সোসাইটি। আগামী ১৩ অক্টোবর এই বনধ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কালীপূজাকে সামনে রাখে সেই বনধ আগামী ২৩ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, ৮ দফা দাবির ভিত্তিতে এই ২৪ ঘণ্টা বনধের ডাক দিয়েছে তিপ্রাসা সিভিল সোসাইটি। এই দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দিক নির্দেশনা অনুসারে ত্রিপুরায় বেআইনি অনুপ্রবেশকারী বিদেশিদের সনাক্ত করতে অবিলম্বে প্রশাসনিক অপারেশন শুরু করতে হবে। প্রতিটি জেলায় অবিলম্বে 'ডিটেনশন ক্যাম্প' তৈরি করতে হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশনা অনুসারে বিএসএফ, আসাম রাইফেলস এর অফিসার ও জওয়ানদের নিয়ে 'স্পেশাল টাস্ক ফোর্স' গঠন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পর্ষদের পরীক্ষার ফি বৃদ্ধি নিয়ে এক মঞ্চে রাম, বাম ও ডান ছাত্র সংগঠন

প্রতিবাদের ঝড়ে টালমাটাল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি) এবার সরব হয়েছে। শুক্রবার দিন এবিভিপির ছাত্রনেতারা ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সভাপতির নিকট একটি স্মারকলিপি প্রদান করে ফি বৃদ্ধির হার কমানোর জোর দাবি জানিয়েছেন।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এবিভিপি প্রদেশ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় গৌরব দাস, প্রদেশ মিডিয়া সংযোজক কৌশিক দেবনাথ ও প্রদেশের অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ। স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফি বৃদ্ধি শিক্ষার্থীদের উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি করছে। এজন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে ফি হ্রাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

ছাত্র নেতারা স্মারকলিপিতে উল্লেখ করেন, "শিক্ষা সকলের অধিকার, আর অর্থের কারণে শিক্ষার পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া মোটেও কাম্য নয়। তাই পরীক্ষা ফি বৃদ্ধি দ্রুত পুনর্বিবেচনার দাবি আমরা জানাচ্ছি।"

শুধুমাত্র এবিভিপি-ই নয়, আজ অন্যান্য ছাত্র সংগঠন যেমন বাম ছাত্র সংঘ এবং ন্যাশনাল স্টুডেন্টস' ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া (এনএসইউআই) ও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে।

শিক্ষার্থীদের মাঝে এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে তারা আছেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। এই বিষয়টি শিক্ষার অধিকার ও সামাজিক ন্যায়ের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত হওয়ায় আগামী দিনে এর প্রতি জোরদার আন্দোলনের সম্ভাবনা প্রকাশ করছে।

এদিকে, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফি ছয়টি ক্যাটাগরিতে বাড়ানো হয়েছে। এরই প্রতিবাদে আজ শিক্ষা ভবনের সামনে এসএফআই-টিএসইউ - র ডাকে এক বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন শিক্ষা ভবনে ধর্নায় বসেন বাম ছাত্রযুবরা।

ছাত্র যুব নেতৃত্বরা অভিযোগ করে বলেন, রাজ্য সরকার সরকারের বিভিন্ন প্রচারাভিযানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করলেও শিক্ষা খাতে খরচ করার টাকা নেই। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে জানানো হয়েছে, পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নের জন্যে শিক্ষকদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করা হবে, সেই কারণেই ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে। দপ্তরের এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন নেতৃত্বরা। আগামী দিনেও এই আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন নেতৃত্ব গণ।

উল্লেখ্য, এতদিন মাধ্যমিক স্তরে পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার ফি ছিল ১৩০ টাকা এবং ভোকেশনাল ফি ৭৫ টাকা, মোট ২০৫ টাকা। নতুন নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষার ফি বেড়ে হয়েছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুক্রবার ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতিকে ডেপুটেশন দিচ্ছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ।

পরিকল্পিত ভাবে আগামী প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিতে চাইছে সরকার ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফি বৃদ্ধির ঘোষণাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। বৃহস্পতিবার পর্ষদের সাংবাদিক সম্মেলনের পর থেকেই ছাত্র সংগঠনগুলি প্রতিবাদে সরব হয় এবং শাসক ও বিরোধী উভয়ে ই নিজ নিজ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

এই বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা ফি বৃদ্ধির যৌক্তিকতা তুলে ধরে বলেন, প্রয়োজনের স্বার্থেই ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফি বৃদ্ধি করতে হয়েছে। তিনি আরও দাবি করেন, দেশের অন্যান্য বোর্ডের তুলনায় ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফি এখনও অনেক কম রাখা হয়েছে। এত বছর পর সামান্য ফি বৃদ্ধি করার বিষয়টির যৌক্তিকতা রয়েছে বলেই পর্ষদ এটি বৃদ্ধি করেছে বলে দাবি মুখ্যমন্ত্রীর।

তবে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের পরই কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি সরাসরি শাসক দলকে আক্রমণ করে বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যের বিকাশকে পেছন দিকে ফেলে দিতে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফি বৃদ্ধি করেছে।

বিরোধী দলনেতার মতে, শিক্ষার সামগ্রিক হাল নিয়ে সরকারের কোনো মাথা ব্যথা নেই। তাঁর অভিযোগ, মানুষ শিক্ষিত হলে সচেতন হবে। তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টির যে রাজনীতি এবং রাজনৈতিক দর্শন তা এগিয়ে নেওয়া যাবে না। যার জন্য অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিতে চাইছে সরকার।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, যদিও বলা হয় পর্ষদ স্বাধীন, কিন্তু সরকারের আঙ্গুলি হেলন ছাড়া এবং সরকারের মদত ও সঙ্গতি ছাড়া ফি বৃদ্ধি হয় না। জিতেন্দ্র চৌধুরী রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত মান নিয়েও প্রশ্ন তোলেন এদিন।

সমৃদ্ধ ত্রিপুরা গড়তে সকলের সহযোগিতার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। শহর আগরতলাকে স্মার্ট সিটি রূপে গড়ে তোলার পাশাপাশি ত্রিপুরাকে স্মার্ট রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার কাজ করছে রাজ্য সরকার। আগরতলাকে স্মার্ট সিটি হিসেবে গড়ে তুলতে দীর্ঘ বছরের পুরনো অবৈজ্ঞানিক প্রয়প্রণালী ব্যবস্থা সহ অন্যান্য নাগরিক পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে নতুন করে গড়ে তোলার কাজ চলছে। আজ আগরতলার মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ লেক পুনরুজ্জীবন প্রকল্পের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী ফলক উন্মোচন করে প্রকল্পগুলির উদ্বোধন করেন। তিনি এমবিবি কলেজের সায়েন্স বিল্ডিং প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপন করেন।

কলেজ লেকে পুনরুজ্জীবন বা সৌন্দর্য্যায়ণ প্রকল্পে ৩১ একর জয়গা জুড়ে প্রায় ৭০ হাজার নানা প্রজাতির গাছ লাগানো হয়েছে। লেইকের জলের উপর পেন্টন ব্রিজ তৈরী করা হয়েছে। তাছাড়া কাফেটোরিয়া, ওপেন জিম, শিশুদের খেলার জায়গা, স্কাল্পচার, ফুডকোর্ট ফাউন্টেন প্লাজা, যোগা কেন্দ্র সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গড়ে তোলা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার স্বচ্ছতার সঙ্গে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ রূপায়ণ করছে। আগরতলা শহরের উন্নয়নে প্রয়প্রণালী ব্যবস্থা সহ লিংক রোড তৈরী, লাইট হাউজ প্রজেক্ট গড়ে তোলা হচ্ছে। আগরতলায় আরেকটি উড়াল পুল গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বিগত কয়েক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জওয়ানের রহস্য মৃত্যু ঃ চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস (টিএসআর)-এর সপ্তম ব্যাটালিয়নের এক জওয়ানের রহস্যজনক মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে জম্পুইজলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশার বিরুদ্ধে একজোট

তিন নেশাকারবারীকে গ্রামছাড়া করল লালটিলার বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর ।। নেশামুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে এক নজিরবিহীন পদক্ষেপ নিলেন খোয়াই জেলার উত্তর রামচন্দ্রঘাট লালটিলা এলাকার মানুষ। দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মাদক ব্যবসা ও সেবনের অভিযোগে তিনজন নেশা কারবারিকে গ্রামছাড়া করলেন এলাকাবাসী।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত রাতে এলাকাবাসীর উদ্যোগে তিনজন ড্রাগ ব্যবসায়ী ও সেবনকারীকে হাতে নাতে ধরে ফেলা হয়। পরে তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেন স্থানীয়রা। বহুদিন ধরে এই ব্যক্তিরা এলাকায় মাদক বিক্রি ও সেবনের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্কুলছাত্রী অপহরণ পলাতক অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেলাঘর, ১০ অক্টোবর ।। নলচর এলাকায় পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ুয়া এক নাবালিকা স্কুলছাত্রী অপহরণের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মেলাঘর ও আশপাশের এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে মেলাঘর থানার অন্তর্গত নলচর বড়মুড়া ওএনজিসি এলাকায়।

অভিযোগ, সুজিত দেব নামে এক যুবক ফুসলিয়ে ওই নাবালিকা ছাত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। নাবালিকা মেয়েটির পরিবার জানিয়েছে, দুর্গাপূজার দশমীর দিন বাড়ির সামনে খেলতে থাকা অবস্থায় সুজিত দেব মেয়েটিকে ফুসলিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভুয়ো খবর ছড়ানোর অভিযোগে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১০ অক্টোবর ।। ভুয়ো খবর ছড়ানোর অভিযোগে ধর্মনগর থানায় দায়ের হলো মামলা, আর তাতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সমগ্র ধর্মনগর শহরে। ঘটনাটি ঘটেছে বিবিআই ময়দান সংলগ্ন এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ধর্মনগর কামেশ্বর নিবাসী নীতীশ দেবের মোটরবাইকটি তাঁর ছোট ভাই দোকান থেকে কিছু জিনিসপত্র কিনতে গিয়ে বিবিআই ময়দানের পাশে রেখে যান। কিছুক্ষণ পরই সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয় এক বিভ্রান্তিকর পোস্ট। 'এসটি নিউজ' নামের একটি ফেসবুক পেজে প্রকাশিত হয় খবরওই মোটরবাইকটি নাকি মাদক কারবারের সঙ্গে যুক্ত!

খবরটি সামাজিক মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তেই পরিচিতদের মাধ্যমে ঘটনাটি জানতে পারেন নীতীশ দেবের ভাই নিরুপম দেব। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বড় ভাই নীতীশ দেবকে বিষয়টি অবগত করেন। পরবর্তীতে শুক্রবার সকালে নীতীশ দেব ধর্মনগর থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানে মাদক

জামাতাকে খুনের অভিযোগ শ্বশুরের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর ।। বিষ মেশানো মাদক পান করিয়ে জামাতাকে খুনের অভিযোগ শ্বশুরের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে সিধাই থানা এলাকায়। মৃতের নাম সুমন পাল। অভিযুক্ত শ্বশুরের নাম প্রদীপ গৌড়।

ঘটনার বিবরণে পরিবার সূত্রে জানা যায়, সুমন পালের স্ত্রী দীর্ঘদিন ধরেই বাপের বাড়িতে থাকেন। তাদের ছোট্ট একটি সন্তান রয়েছে। স্ত্রীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দীপাবলি ঃ ব্যস্ত মৃৎশিল্পীরা

ডটকমের যুগে টিকে থাকার লড়াই মাটির প্রদীপের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১০ অক্টোবর ।। আর মাত্র কয়েক দিনের অপেক্ষা, তারপরই আলোর উৎসব দীপাবলি। দীপাবলিতে জগত সংসারের মঙ্গল কামনায় মাটির প্রদীপ প্রজ্বলন আমাদের চিরাচরিত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু আধুনিকতার ছোঁয়ায় এখন সেই ঐতিহ্য যেন ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। রঙিন বৈদ্যুতিক আলো, ব্যাটারিচালিত বাতি, ও বিভিন্ন নকশার মোমবাতির ভিড়ে মাটির প্রদীপ আজ যেন টিকে থাকার লড়াই লড়ছে।

তবুও এখনো রয়েছেন কিছু মানুষ, যারা পরম্পরাগতভাবে এই ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে আছেন। তেমনই একজন তেলিয়ামুড়ার করইলং এলাকার মৃৎশিল্পী স্বপন রুদ্র পাল। দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে তিনি নিজ হাতে তৈরি করে চলেছেন নানান আকৃতির মাটির প্রদীপ। দীপাবলি আসলেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন তিনি ও তাঁর পরিবার। তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও একসঙ্গে কাজ করে মাটির প্রদীপ তৈরি করেন।

সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় স্বপন বাবু জানান, "চাহিদা আছে ঠিকই, কিন্তু যোগান দেওয়া বেশ কঠিন হয়ে পড়ছে। কারণ কাঁচামাল, মাটি, রং, জ্বালানির দাম অনেক বেড়ে গেছে। তবুও মাটির প্রদীপের দাম খুব বেশি বাড়ানো যাচ্ছে না, তাই আগের মতো লাভও হচ্ছে না।"

তাঁর কথায় ফুটে ওঠে অভিমান মিশ্রিত বাস্তবতা"গরজের খাতিরেই এই শিল্পটা ধরে রেখেছি। কিন্তু এখন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এই ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।" তবুও আশাবাদী স্বপন বাবু।

প্রতি বছরের মতো এ বছরও তিনি বেশ কিছু অর্ডার পেয়েছেন, দিনরাত কাজ চলছে তাঁর কর্মশালায়। তবে তিনি মনে করেন, সরকার ও প্রশাসন যদি মৃৎশিল্পীদের জন্য বিশেষ সহায়তা বা আর্থিক প্রণোদনা দেয়, তাহলে এই ঐতিহ্য টিকে থাকবে আরও শক্তভাবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই শিল্পকে রক্ষা করতে হলে সরকারি ও সামাজিক উদ্যোগ জরুরি। কারণ মাটির প্রদীপ শুধু একখণ্ড মাটির পাত্র নয়এটি আমাদের সংস্কৃতির প্রতীক, ঐতিহ্যের আলোকবর্তিকা। আজকের দিনে প্রয়োজন কেবল একটিই"আধুনিক আলোর যুগেও মাটির প্রদীপ যেন নিভে না যায়।"

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা,১১ অক্টোবর,২০২৫ ইং
২৪ আশ্বিন, শনিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

প্রবীণরা সমাজের বোঝা নয়

ইতিহাস মানেই বিস্ময় ও কৌতূহল! কত ঘটনা ও দুর্ঘটনা মিলিয়া মিশিয়া যে তৈরি হয় মানবসভ্যতার স্বতন্ত্র ইতিহাস, লড়াইয়ের ইতিহাস, তাহার ইয়ত্তা নাই! একেবারে স্বতন্ত্র বিশেষত্ব নিয়া টিকিয়া থাকে ইতিহাসের প্রতিটি দিনই। দিনটি হয়তো সাক্ষী থাকিয়াছিল মানবসভ্যতাকে একেবারে খোলনলচে বদলাইয়া দেওয়া কোনও আবিষ্কারের। অথবা, হয়তো ওই দিনে জন্মগ্রহণ বা মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন মানবসভ্যতার ইতিহাসকে নাড়া দেওয়ার মত কোনও ব্যক্তিত্ব। কিংবা, হয়তো কোনও ভয়াবহ ঘটনা বা দুর্ঘটনায় স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল গোটা বিশ্ব তথা এই দেশ। এমনই প্রতিটি দিনকে এবার থেকে আমরা দেখিব ইতিহাসের চোখে।বিগত বছরগুলিতে আজকের দিনে ঘটিয়াছে অনেকগুলি ঘটনা। সারা বিশ্বের বয়স্ক নাগরিকদের অধিকার প্রদান করা খুবই জরুরি বিষয়। প্রতি বছরে এই দিনটিকে বিশেষভাবে উদযাপন করা হয়।বার্ধক্য মানেই কম-বেশি শরীরে নানা সমস্যা। ক্ষেত্রবিশেষে ঘিরিয়া ধরে মনের নানা অসুখও। একাকিত্ব ও হতাশা যাহার অন্যতম। এমন অবস্থায় কী ভাবে ভাল থাকিবেন প্রবীণরা? প্রথমেই জানিয়া রাখা দরকার, যে কোনও বয়সের মানুষেরই শরীর ও মনে সুস্থ থাকিবার অধিকার রহিয়াছে। বস্তুত প্রবীণদের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও সাম্যের অধিকার তুলিয়া ধরিতে হইবে। বয়স বাড়িলে চিকিৎসকরা ওষুধের মাধ্যমে কিছু সাপ্লিমেন্ট নিতে সুপারিশ করিতে পারেন। ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি, ভিটামিন বি৬ বা ভিটামিন বি১২ নেওয়া যেতে পারে। এগুলি নিয়মিত নেওয়া দরকার। এতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। তবে অবশ্যই সবটা চিকিৎসকের পরামর্শ মানিয়া নেওয়া উচিত। আজকের এই দিনে সকলকে মনে রাখিতে হইবে বৃদ্ধ পিতা মাতারা জীবন যৌবন উজার করিয়া সন্তানকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছেন। তাহাদের সেই প্রতিদান ফিরাইয়া দিতে হইবে। প্রত্যেক মা-বাবায় সন্তানের কাছে এটি দাবী করিতেই পারেন। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হইল বর্তমান নিউক্লিয়াস ফ্যামিলি বা ছোট পরিবারে স্বামী স্ত্রী ও সন্তান ছাড়া বৃদ্ধ পিতা মাতাও পরিবারের বোঝা হিসাবে পরিগণিত হইতেছেন। ইহা কোনভাবেই কাম্য হইতে পারে না। এই ধরনের প্রবণতা বৃদ্ধি পাইবার ফলশ্রুতিতে বৃদ্ধাশ্রম এর সংখ্যা দ্রুত বাড়িতেছে। অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা কত না যন্ত্রণা বুকে চাপিয়া জীবনের শেষ দিনগুলি কাটাইতেছেন তাহা ওইসব বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রিত পিতা-মাতা ছাড়া অন্যদের পক্ষে অনুভব করা সত্যিই কঠিন বিষয়। মনে রাখিতে হইবে আজ যারা পিতা-মাতা আগামী দিন তারা কিন্তু বৃদ্ধ হইবে। এখন যদি তারা বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে সঠিক পরিষেবা না দেন তাহা হইলে তাহাদের সন্তানরা যে চিত্র স্বচক্ষে দেখিতেছে ভবিষ্যতে কিন্তু তাহারাও সেই আচরণই করিবে। নিজেকেও বৃদ্ধাশ্রমে যাইতে হইতে পারে। অতএব সাধু সাবধান। বৃদ্ধ পিতা-মাতার প্রতি অনুকরণের অবহেলা চলিবে না। মনে রাখিতে হইবে খাল কাটিয়া কুমির আনিবার চেষ্টা করিলে সেই খালে পরিয়া নিজেদেরকে হাবুডুবু খাইতে হইবে।

উদয়পুরে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস -২০২৫ অনুষ্ঠিত

।নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১০ অক্টোবর: আজ উদয়পুর গোমতী জেলা পরিষদ অফিসের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হলো আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস -২০২৫। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের অর্থ, পরিকল্পনা, সমন্বয় এবং তথ্য দপ্তরের মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা পরিষদের জেলা সভাধিপতি দেবল দেবরায়, কাকরাবন- শালগরা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, উদয়পুর পুর পরিষদের পুর পিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা বিজন চক্রবর্তী, গোমতি জেলা সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের উপ-অধিকর্তা সনজিৎ রূপিণীসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। অনুষ্ঠানে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জলন করেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথি বৃন্দ।
মুখ্য আলোচনা করেন রাজ্যের অর্থ ,পরিকল্পনা, সমন্বয় দপ্তরের মন্ত্রী প্রনজিৎসিংহ রায়। রাজ্যের অর্থ ,পরিকল্পনা, সমন্বয় দপ্তরের মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় প্রবীণ নাগরিকদের সম্মান এবং তাদের ভরণ পোষণ সম্পর্কিত বিস্তৃত তথ্য তুলে ধরেন।
এছাড়াও উল্লিখিত বক্তারা প্রত্যেকেই আদর্শ সমাজ গঠনে প্রবীণ নাগরিকদের সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের সুস্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেওয়া প্রত্যেকটি ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। গোমতি জেলা পরিষদের কনফারেন্স হলে কানায় কানায় পরিপূর্ণ প্রবীণ নাগরিক, মহাবিদ্যালয়,বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ,দপ্তরের কর্মচারীবৃন্দ সবাই আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উপলক্ষে উপস্থিত প্রবীণদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। পরবর্তী সময়ে জেলা শ্রেষ্ঠ ৯০ উর্ধ প্রবীণ সম্মাননা পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় টেপানিয়া ব্লকের ছাতারিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আব্দুল মালেকের হাতে। সম্মাননা দশ হাজার টাকার চেক এবং উত্তরীয় পরিয়ে তাদের সম্মানিত করা হয়। জেলা শ্রেষ্ঠ কর্মজীবন সম্মান পেয়েছেন ৭০ বছর উর্ধ কিল্লা ব্লকের পূর্ব কুপিলং গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিপদ জমাতিয়া, যিনি একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং জমাতিয়া হদার সদস্য।জেলা শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সৃজন সম্মানে সম্মানিত করা হয় কাকড়াবন ব্লকের দক্ষিণ রানী গ্রাম পঞ্চায়েতের ষাট বছরের উর্ধ বিমল মুরাসিং- যিনি রামায়ণ, মহাভারত এবং বৈষ্ণবীয় সঙ্গীত ককবরক ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। এছাড়া জেলা শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সাহসিকতা সম্মাননা প্রদান করা হয় কাকরাবন ব্লকের গুপ্ত দেববর্মাকে।উনি একজন প্রাক্তন সৈনিক। সৈনিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কর্মজীবনে সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পরও দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন হোম বা বৃদ্ধাশ্রম থেকে আগত প্রবীণ নাগরিকদের সম্মাননা দেয়া হয়। বিশ্ব প্রবীণ দিবস হিসেবে অনুষ্ঠানে আগত ষাট ঊর্ধ ব্যক্তিদের সমাজ কল্যাণ এবং সমাজ শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে সম্মানিত করায় উপস্থিত সকলেই আপ্লুত হয়ে পড়েন। আগামী দিনেও এই ধরনের অনুষ্ঠান জারি থাকবে বলে সমাজ কল্যাণ এবং সমাজ শিক্ষা দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে।

তামাকমুক্ত যুব অভিযান ৩.০ উদ্বোধন হল আজ বিলোনিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১০ অক্টোবর: আজ ১০ অক্টোবর, বেলা ১২ টা তিরিশ মিনিটে অগ্নিবীণা কমিউনিটি হলে জেলা পর্যায়ে তামাকমুক্ত যুব অভিযান ৩.০ উদ্বোধনের আয়োজন করা হয়েছে। ৯ অক্টোবর নিউ দিল্লিতে জাতীয় পর্যায়ে এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে। শেষ দুটি কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং গত বছর ত্রিপুরা ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে সেরা কর্মক্ষম রাজ্যের স্বীকৃতি পেয়েছে। এ বছরও ৬০ দিনের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। মাননীয় সভাধিপতি দীপক দত্ত জনগণকে তামাক সেবন থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।
ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর মোহম্মদ সাজ্জাদ পি, আইএএস জানান যে, তামাক সেবন সীমিত না করা পর্যন্ত ভারতে মৃত্যুহার আরও বেশি হবে যা বর্তমানে বছরে ১৩ লক্ষ। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জ্যোতির্ময় দাস ৬০ দিনের অভিযানে পরিচালিত কর্মসূচির বিস্তারিত বর্ণনা দেন যার মধ্যে রয়েছে তামাকমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তামাকমুক্ত গ্রাম দীক্ষা, তামাক ঞ্চঞ্চঙ আইন ২০০৩ অভিযান এবং আরও বেশি সংখ্যক সচেতনতামূলক কর্মসূচি। অন্যান্য বিশিষ্টজনের মধ্যে বিলোনিয়া পুর পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ এবং দীপায়ন চৌধুরী, সায়ন্তন দত্ত, নকুল পাল উপস্থিত ছিলেন।

দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের অনুপ্রেরণা স্বামী বিবেকানন্দ

বিমলকুমার শীট

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান (১৮৮৮-১৯৭৫) দু জনই ভারতবসীর কাছে বেশ পরিচিত নাম। প্রথম জন একজন হিন্দু সন্ন্যাসী, দার্শনিক ও লেখক। দ্বিতীয় জন হলেন শিক্ষাবিদ, দার্শনিক ও রাষ্ট্রনায়ক। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন (১২ জানুয়ারি)-কে জাতীয় যুবদিবস হিসাবে পালন করা হয় আর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের জন্মদিন ভারতে শিক্ষক দিবস হিসাবে পালন করা হয়। ১৯৬২ সালে রাধাকৃষ্ণানের কাছে ছাত্ররা তাঁর জন্মদিনটি পালন করতে চাইলে তিনি উত্তরে বলেন, 'তোমরা যদি ওই ৫ সেপ্টেম্বর তারিখটাকে আমার জন্মদিন হিসাবে পালন না করে, একে শিক্ষক-দিবস হিসাবে উদযাপন কর তবে আমি গর্ববোধ করব'। এর আগে শিক্ষকতার ন্যায় মহান পেশায় নিযুক্ত শিক্ষকদের জন্য কোনো দিবস পালন করা হত না। সেই বছরই প্রথম ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস হিসাবে উদযাপিত হয়। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের সারস্বত চর্চা ও দর্শন ভাবনা স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ছিল।

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ভেলোরের ভুর্হিস কলেজ ও মাদ্রাজে খ্রিস্টান কলেজে অধ্যয়ন করে ১৯০৯ সালে দর্শনে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। কোনো কোনো খ্রিস্টান মিশনারিদের একটি ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে বেদান্ত দর্শনে নীতিবোধের কোনো স্থান নেই। রাধাকৃষ্ণান এমএ পরীক্ষায় যে গবেষণা নিবন্ধ পেশ করেন, তার বিষয় ছিল বেদান্তে নীতিশাস্ত্রের ভূমিকা। এটি ছিল খ্রিস্টান মিশনারিদের ধারণার ওপর মুখের মতো জবাব। রাধাকৃষ্ণানের অধ্যাপক এ জি হগ তাঁর গবেষণা নিবন্ধ পড়ে এতখানি মুগ্ধ হয়েছিলেন যে এমএ পরীক্ষায় ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগ করেন। অল্প সময়ের মধ্যে রাধাকৃষ্ণানের অধ্যাপনার খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১৮ সালে তিনি মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়, তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে অধ্যাপনা করেন। তারপর অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৩১-৩৬) ও বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ (১৯৩৯-৪৮) অলঙ্কৃত করেন। দেশে বিদেশে নানা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে দর্শনের ওপর বক্তৃতা দিয়েছেন এবং সেখান থেকে নানা উপাধি পেয়েছেন। ব্রিটিশ সরকারও রাধাকৃষ্ণানকে 'নাইটহুড'

উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। ১৯০৬-১৯১২ এই পর্বে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের জীবনে সারস্বত চর্চা ও দর্শন ভাবনার ক্ষেত্রে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। এই দুটি ঘটনা তাঁর জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। প্রথমটি ছিল স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত লাভ এবং এরপর তাঁর মনে এক উথালপাথাল অনুভূতির সঞ্চার হলো। যে দোলাচল তাঁকে পীড়িত করেছিল সেই বালক বয়স থেকে তা যেন এক লহমায় দূর হলো।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'মনে রেখো পাশ্চাত্যকে দেওয়ার অনেক কিছু আছে তোমাদের' এ কথা রাধাকৃষ্ণানকে উজ্জীবিত করেছিল। বিবেকানন্দের দেশপ্রেম, বিবেকানন্দের সাহস, তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী রাধাকৃষ্ণান আত্তীকরণ করে ফেললেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে (১৮৯৩) বিভিন্ন ধর্মের প্রথম সারির বক্তাদের যেভাবে বিবেকানন্দ অতি সহজে পরাজিত করে ভারতবর্ষের গৌরব তুলে ধরেছিলেন তাতে রীতিমতো রোমাঞ্চিত বোধ করলেন তিনি। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে পরবর্তী সময়ে অকুণ্ঠচিত্তে রাধাকৃষ্ণান সেদিনের মনোভাবের কথা লিখেছেন, 'বিবেকানন্দের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত না হলে আমার জীবনটা একেবারে অন্যরকম হয়ে যেত।'

বিবেকানন্দের বলা 'উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্যবরাণ নিবোধত' কঠোপনিষদের এই কথা তাঁকে ভারতবাসী বলে গর্ববোধ করতে শেখাল। বিবেকানন্দ সংস্কৃতে প্রখর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি না থাকলে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে সম্যক ধারণা হয় না। রাধাকৃষ্ণান সংস্কৃত ও হিন্দি খুব যত্ন করে অধ্যয়ন করেছিলেন। তাই তাঁর পক্ষে বিবেকানন্দের মূল ভাবনাকে আত্মস্থ করা সহজ হয়েছিল। সারাটা জীবন রাধাকৃষ্ণান বিবেকোনন্দকে অনুসরণ করে এগিয়ে গিয়েছেন।

১৯৬৩ সালে ২০ জানুয়ারি কলকাতায় স্বামী বিবেকানন্দের শতাব্দী জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করতে গিয়ে রাধাকৃষ্ণান বলেছিলেন 'যখন আমি ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাস অথবা তার কাছাকাছি কোনো ক্লাসের ছাত্র ছিলাম, তখন আমরা অদম্য উৎসাহে স্বামীজির পত্রাবলী বহু সংখ্যায় নকল করে ছাত্র সমাজের মধ্যে বিতরণ করতাম। স্বামীজির রচনাবলী পড়ে যে রোমাঞ্চ অনুভব করেছি, যে আশার আলোক দেখেছি, যে আত্মপ্রত্যয়ের সন্ধান পেয়েছি, তা তুলনাহীন। স্বামীজির রচনাবলীর মধ্যে এক অসামান্য সম্মোহনী শক্তি ছিল, যা তরুণ চিত্তকে অতি সহজে আকৃষ্ট করত। তাঁর রচনাবলী পড়ে আমরা তরুণ বয়সেই উপলব্ধি করেছি যে, তিনি যে ধর্মের কথা বলতেন সেটা মানুষ গড়ার ধর্ম। তিনি তাঁর জীবন দিয়ে স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন যে, ধ্যানের জগৎ আর সমাজসেবার জগৎ এ দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ নয়, একই সত্যের এপিঠ আর ওপিঠ। স্বামীজি উপলব্ধি করেছিলেন যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই অপরিমেয় আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। সেই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে মানুষ ধীরে ধীরে নিজেকে পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। এই পরিপূর্ণতা অবাধ অর্থসঞ্চয়ের মধ্যে নেই, নেই খ্যাতি আর প্রতিপত্তির মধ্যে। এই পরিপূর্ণতা রয়েছে মানুষের হৃদয়কন্দরে, যেখানে অসীমের স্পর্শ মানুষকে নিরন্তর এমন প্রেরণা দেয়, যাতে সে বহু মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে পারে, জীবকে শিবরূপে উপসনা করতে পারে'।

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীগীতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, গীতার মূল শিক্ষা তিনটি আত্মশক্তি, আত্মবিশ্বাস ও নিষ্কাম কর্ম। রাধাকৃষ্ণান একে জীবনের সংকল্প বাক্য রূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাই দেখা গেছে যখনই যেখান থেকে নতুনতর দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান এসেছে, তিনি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যাচাই করে নিয়েছেন এতে তাঁর মূল সারস্বত লক্ষের বিচ্যুতি ঘটবে কিনা। স্বামী বিবেকানন্দকে অনুসরণ করেই তিনি হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থগুলি মূল সংস্কৃতে পড়েছিলেন। রাধাকৃষ্ণান নিজেই লিখেছেন যে, উপনিষদ, গীতা, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি সবই তিনি পড়েছিলেন। এঁদের উপর শঙ্করাচার্য, রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক প্রমুখ প্রধান আচার্যদের ভাষ্যগুলিও মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেন। এর খুব প্রয়োজন ছিল। কারণ, এই সব আচার্যদের মত অবলম্বন করেই বেদান্ত দর্শন গড়ে উঠেছে। পোলে, ম্যাক্সমুলার প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মাধ্যমে উপনিষদ বহির্বিশ্বে প্রচার ও আদৃতি লাভ করে। সে কারণে উপনিষদ বা বেদান্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ধর্মবিজ্ঞান-চর্চার সংযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু। এটি স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বুঝেছিলেন, তেমনই বুঝেছিলেন রাধাকৃষ্ণান। তবে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান শ্রীঅরবিন্দের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। ঈশ্বর এবং ব্রহ্ম সম্পর্কে দার্শনিকদের চুলচেরা মতপার্থক্য রয়েছে। রাধাকৃষ্ণান সেই সমস্যার সমাধানকল্পে বলেছেন যে, ঈশ্বর এবং ব্রহ্ম উভয়েই চিৎশক্তি। ব্রহ্ম দেশকাল রহিত, অব্যয়। ঈশ্বর সেই ব্রহ্মেরই একটি প্রকাশ বা একটি ভঙ্গিমাত্র। এই সিদ্ধান্তে আসার মূলে স্বামী বিবেকানন্দ যেমন, তেমনই শ্রীঅরবিন্দও তাঁকে প্রভাবিত করেছেন। শ্রীঅরবিন্দের প্রতি তিনি প্রকাশ্যে ঋণ স্বীকার না করলেও তাঁর অজস্র রচনাবলীর মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের প্রভাব সুস্পষ্ট।

ভানুসিংহ থেকে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীতে ছিলেন মুগ্ধ

স্বপনকুমার মণ্ডল

গত সংখ্যার পর।। লাইব্রেরিতে খুঁজে খুঁজে বহু পুরনো জীর্ণ পুঁথি থেকে প্রাচীন কবি ভানুসিংহের কবিতা 'কাপি করিয়া' আনার কথা বলে প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহে আগ্রহী বন্ধুকে দেখিয়ে বিশ্বাস করানোর প্রয়াসী হয়েছিলেন কিশোর কবি। এতে সেই বন্ধুর ভানুসিংহকে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের চেয়েও বড় কবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর কাছে ধরা দেন। তাতে অবশ্য প্রশংসা শংসায় এসে ঠেকে। বন্ধুটির 'নিতান্ত মন্দ হয়নি' নামমাত্র মূল্যায়ন স্বাভাবিক হয়ে আসে। অন্যদিকে 'ভারতী'তে প্রকাশকালেই জার্মানীর প্রবাসী ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে এদেশের গীতিকাব্যের তুলনা করে যে চটি বই লিখেছিলেন, তার মধ্যে ভানুসিংহকে 'প্রাচীন পদকর্তারূপে' 'প্রচুর সম্মান দিয়েছিলেন' যা 'কোনো আধুনিক কবির ভাগ্যে সহজে জোটে না' বলে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'জীবনস্মৃতি'তে জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, 'এই গ্রন্থখানি লিখিয়া তিনি ডাক্তার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।' আসলে রবীন্দ্রনাথ যে ভানুসিংহের কবিতা লিখে ভানুসিংহের কৃতিত্ব প্রদর্শনের মাধ্যমে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছিলেন, সেকথা শুধু প্রকাশের উৎকর্ষেই উচ্ছ্বাসিত হয়ে ফলাও

করে বলেননি, তার মধ্যে তাঁর আত্মপ্রকাশের অভিনব আয়োজনের সার্থকতাও ছিল।

যা বালককবি চ্যাটার্টন প্রাচীন কবির আড়ালে থেকেই কবিখ্যাতি নিঃস্ব করে ফেলেছিলেন, তাই রবীন্দ্রনাথ স্বকীয় কবিপ্রতিভায় প্রাচীন কবিকে আধুনিকতায় নবজন্ম দিয়েছেন। সেখানে তাঁর সচেতন সাধনা ও সৃষ্টির অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী যিনি চ্যাটার্টনের কথা রবীন্দ্রনাথকে অল্পবিস্তর জানিয়েছিলেন, সেই বালককবিকে নিয়েও তাঁর গবেষণা অচিরেই 'ভারতী'তে (আষাঢ় ১২৮৬) 'চ্যাটার্টন বালককবি' নামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে পণ্ডিতমহলের মূল্যায়নে ফাঁক ও ফাঁকি থেকে অনুমানের অসারতা নিয়ে ভানুসিংহের পরিচয় নিয়ে যাতে রহস্য আরও ঘনীভূত না হয়, এজন্য রবীন্দ্রনাথ 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' প্রকাশের সমকালেই 'নবজীবন' (শ্রাবণ ১২৯১) পত্রিকায় সব্যঙ্গে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' লিখেছেন। এটি আবার তাঁর প্রথম ব্যঙ্গরচনাও। অন্যদিকে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর কথাতে ভর করেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভানুসিংহের কবিতায় আত্মনিয়োগ করে সফলতা পেয়েছেন, একথাও যথার্থ নয়। কৈশোরেই তাঁর মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি তীব্র অনুরাগ লক্ষণীয়। সেখানে বিদ্যাপতির ব্রজবুলি ভাষার প্রতি দুর্বার আকর্ষণের মূলে শুধু ভাষাগত দুর্বোধ্যতা রহস্যময়তাকেই দায়ী করলে ভুল হবে। রবীন্দ্রনাথ যদিও সেদিকেই আমাদের দৃষ্টিকে সক্রিয় করে তুলেছেন। অথচ তা হলে সেই চর্চা বেশিদূর অগ্রসর হতে পারত না। রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র ভূমিকার (১৯৪০) শেষে স্পষ্ট করে বলেছেন, 'এ কথা বলে রাখি ভানুসিংহের পদাবলী ছোটো বয়স থেকে অপেক্ষাকৃত বড়ো বয়স পর্যন্ত দীর্ঘকালের সূত্রে গাঁথা।' সেক্ষেত্রে কবিখ্যাতি পাওয়ার পরেও রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহের প্রতি একাত্মতাবোধকে নিবিড় করে তুলেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র প্রথম সংস্করণের (১৮৮৪) আখ্যাপত্রে কবি নিজেকেই 'প্রকাশক' হিসাবে বিজ্ঞাপিত করেছেন। সবদিকেই ভানুসিংহের কবিতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের সযত্নে লালিত উদ্যোগের মধ্যে তাঁর নিছক প্রাচীন কবির কবিখ্যাতির লক্ষ্য যে ছিল না, অচিরেই তার পরিচয় মেলে। আসলে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতিই তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধাবোধ ও তীব্র আকর্ষণ তাঁর তন্নিষ্ঠ অনুসন্ধিৎসা ও নিরবচ্ছিন্ন অধ্যবসায়ের মধ্যেই প্রতীয়মান। সেখানে বয়সোচিত জ্ঞানের অভাবে নয়, তাঁর স্বকীয় অসাধারণত্বকে সঙ্গী করেই রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহের বিস্তার ঘটেছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনকথা'য় রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি মুগ্ধতার কথা বলেও তাতে তাঁর 'কাব্যরস-উপভোগ'-এর বাইরে বৈষ্ণবতত্ত্ব বোঝবার বয়স ও আগ্রহ তখনো হয়নি' বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। অথচ সেই রবীন্দ্রনাথই ক্রমশ সেই বৈষ্ণবতত্ত্বে সুদক্ষ হয়ে উঠেছিলেন বলেই প্রভাতকুমারই তার অব্যবহিত পরের বাক্যেই বলেছেন, 'তাঁর অসংখ্য কবিতায় বৈষ্ণবীয় ভাব ও ভাষা এমনভাবে মিশে আছে যে, লোকে ভুল করে ভাবতেও পারে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ অর্থে বুঝি বৈষ্ণব ছিলেন।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভানুসিংহের 'শাঙনগগনে ঘোর ঘনঘটা, 'বার বার সখি, বারণ করনু,/ না যাও মথুরাধাম' বা 'মরণ রে/ তুঁহু মম শ্যামসমান' প্রভৃতি পদে সেই ভাবের বিস্তার রবীন্দ্রনাথকেও বৈষ্ণব কবি মনে হয়। শুধু তাই নয়, পদগুলির মধ্যে সুরের ব্যঞ্জনায় গানের অস্তিত্বে অভিনব আবেদন বয়ে আনার প্রতি সুকুমার সেন সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-এ (চতুর্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স) তিনি আরও জানিয়েছেন, 'এই গানগুলির দ্বারাই রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম জনসাধারণের কাছে পরিচিত হইয়াছিলেন।' অন্যদিকে বৈষ্ণব পদাবলী গভীরভাবে আত্মস্থ করেছিলেন বলেই তো রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহের মাধ্যমে নিজেকে বিস্তার করতে পেরেছিলেন। 'জীবনস্মৃতি'-তেও তাঁর সত্যান্বেষণী মনের কথা নিজেই ব্যক্ত করেছেন তিনি, 'গাছের বীজের মধ্যে যে-অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ও মাটির নীচে যে-রহস্য অনাবিষ্কৃত, তাহার প্রতি যেমন যেমন একটি একান্ত কৌতূহল বোধ করিতাম, প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা সম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই ভাবটা ছিল।' সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি যে বিদ্যাপতি বা তাঁর ব্রজবুলি ভাষার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, অন্যান্য পদকর্তাদের পদেও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছিল, তা সহজেই অনুমেয়। ভানুসিংহের ভাষায় বিদ্যাপতি বা ব্রজবুলি প্রকট হয়ে উঠলেও ভাবে চণ্ডীদাসের প্রভাবও সেখানে বর্তমান। 'মরণ রে / তুঁহু মম শ্যামসমান' রাধাবিরহের জনপ্রিয় পদটিতে চণ্ডীদাসের ছায়া সুস্পষ্ট।

অন্যদিকে শুধু ভানুসিংহের কবিতাতেই নয়, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের মধ্যেও তাঁর বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধিৎসা বেরিয়ে এসেছে। 'আলোচনা'র (১৮৮৫) বৈষ্ণব কবির গান', 'সমালোচনা'র (১৮৮৮) 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি', 'বসন্তরায়' প্রভৃতি প্রবন্ধে তার পরিচয় বর্তমান। বৈষ্ণব কবিতার গান'-এ রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের আধারে স্বর্গের পরিচয়কে নিবিড় করে তুলে ধরেছেন। সেখানে জ্ঞানদাসের গানের উদ্ধৃতিতে তা মূর্ত করে তুলেছেন। আবার ' চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কবিত্বের পার্থক্যই শুধু স্পষ্ট করে তোলেননি, দ্বিতীয়জনের চেয়েও প্রথমজনের কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বকে বিশদে আলোচনা করেছেন। 'বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি'র মূল্যায়ন বাংলায় বৈষ্ণব পদাবলীর আলোচনায় পথনির্দেশ হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, 'বসন্তরায়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতি ও বসন্তরায়ের মধ্যে পার্থক্য রচনা করে বসন্তরায়ের ব্রজবুলি ভাষা ও তাঁর কবিত্বের সুখ্যাতি করেছেন। প্রবন্ধের বইদুটিকে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী সময়ে অগ্রাহ্য করলেও বৈষ্ণব পদাবলীর আলোচনায় সেগুলি অমূল্য সম্পদে পরিণত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মননে বৈষ্ণব পদাবলী সুদীর্ঘকাল সক্রিয় ছিল। সময়ান্তরে তিনি তাতে মনোযোগীও হয়েছেন। 'আধুনিক সাহিত্য'(১৯০৭) -এর 'বিদ্যাপতির রাধিকা'র মধ্যে তার পরিচয় মেলে। সেটি 'সাধনা' পত্রিকায় ১২৯৮-এর চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তার মধ্যেও চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির রাধার তুলনামূলক আলোচনা বর্তমান। শুধু তাই নয়, সেখানে বিদ্যাপতির রাধার চিরনবীন প্রেমের ভূমিকার পরে চণ্ডীদাসের চিরপুরাতন প্রেমের কথা আন্তরিক ভাবে ফুটে উঠেছে। বিদ্যাপতির অপূর্ণতার আধারেই চণ্ডীদাসের প্রেমের অপার মহিমা বিস্তার লাভ করে। সেক্ষেত্রে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেমের অসীম ব্যঞ্জনায় বিমুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র ভানুসিংহের পদাবলী বা প্রবন্ধাদিতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেই ক্ষান্ত হননি, কবিতাতেও সক্রিয় হয়েছেন। বৈষ্ণবতত্ত্বকথাকে তাঁর মতো এমন সহজ করে ইতিপূর্বে আর কেউ বলেননি। পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলনসাধনের কথা কত ভাবেই না ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। সেখানে প্রেমের বিস্তারে বৈষ্ণব পদাবলীর আবেদন সহজেই অবৈষ্ণবদের মনেও সৌরভ ছড়িয়ে দেয়।

'সোনার তরী' (১৮৯৪) কাব্যের বৈষ্ণবকবিতা'য় সেই প্রেমের কথাই প্রথমে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান' বলে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন কবি। সেখানে রাধার প্রেমের একাত্মতায় কবিদের বিস্ময়কর সৃষ্টির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ চিরন্তন প্রেমের কথাই স্মরণ করেছেন। কবির ভাষায় : 'সত্য করে কহো মোরে হে বৈষ্ণব কবি, / কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,/ কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান/ বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান,/ রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে?' সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই দেবতা ও প্রিয় একাকার হয়ে ওঠে। কবির ভাষায় : 'দেবতারে যাহা দিতে পারি, দেই তাই/ প্রিয়জনে প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই/ তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা!/ দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।' রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর কবিত্বের প্রতি তীব্র অনুরাগী হয়েই শুধু ভানুসিংহ হয়ে ওঠেননি, তার সঙ্গে বৈষ্ণবতত্ত্বের যোগও নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ছিল। গাছের উপরের ফুলফলের দৃষ্টি থেকে মাটির মূলের অন্তর্দৃষ্টি তাঁর আপনাতেই প্রসারিত হয়েছিল। এজন্য অবৈষ্ণব হয়েও তিনি যেভাবে ভানুসিংহ ঠাকুরের মধ্যে আত্মগোপন থেকে আত্মপ্রকাশ করে ক্রমশ তাঁর আত্মস্থ প্রকৃতিকে সাহিত্যের নানা শাখাপ্রাশাখায় সবুজ করে তুলেছেন, তা তাঁর দিগন্তবিস্তারী সৃষ্টিশীলতারই পরিচয়বাহী। অন্যদিকে বৈষ্ণব পদাবলীকে আধুনিক পরিসরে তিনি শুধু পুনর্জন্মই দেননি, তার বনেদিয়ানাকেও নতুন করে প্রাণিত করেছেন। সেক্ষেত্রে বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কই অনন্য ইতিহাস রচনা করেছে, যা নীরবে নিভৃতে আমাদের পথ দেখিয়ে চলে অবিরত, বিস্ময় জাগিয়ে রাখে নিরন্তর। **সমাপ্ত**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার আগরতলা শিক্ষা ভবনে এবিভিপি পক্ষে এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

NO.F.1-07/NHM/SDMO/BLG/RKS/2019-20
GOVERNMENT OF TRIPURA
OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL MEDICAL OFFICER
BISHALGARH, SEPAHIJALA TRIPURA

Expression of Interest

The interested local vendors or dealers or distributer or agency or Cooperatives are hereby requested to submit the rate of quotation for supply of different drugs & consumables mentioned in Meeting minutes vide No. F.1-07/NHM/SDMO/BLG/RKS/2019-20/1953-54 dated 22.09.2025 on rate contract basis for the period of one year for Bishalgarh SDH The date of submission is from **11.10.2025 to 15.10.2025** upto 2 pm and selection of quotation is on **15.04.2024 at 3:30pm**.
The details may be collected from the office of the undersigned.

Sd/-
**Sub-Divisional Medical Officer,
Bishalgarh
SDH, Sepahijala**

ত্রিপুরা সরকার
কিল্লা আই.সি.ডি.এস প্রজেক্ট
উদয়পুর,গোমতী ত্রিপুরা

মেমো নং ৬(৩)/আই.সি.ডি.এস/কিল্লা/২০০৮/২৬৪(৭) তারিখ ০৭/১০/২০২৫

নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

কিল্লা আই.সি.ডি.এস প্রজেক্টের অধীনে নিম্নলিখিত এডিসি ভিলেজ গুলির বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র গুলিতে শূন্য পদ অনুযায়ী অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীও অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা নিয়োগ করা হইবে।নিম্নে বিশদ বিবরন দেওয়া হল :-

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	এডিসি ভিলেজের নাম	কেন্দ্রের নাম	পদের নাম	শূন্য পদের সংখ্যা
১	কিল্লা আর.ডি ব্লক	পূর্ব খুপিলং	খুপিলং সাধু কামি অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার	অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা	১
২	কিল্লা আর.ডি ব্লক	দক্ষিন বড়মুড়া	নিত্য বাজার অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার	অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও সহায়িকা	১/১
৩	কিল্লা আর.ডি ব্লক	আঠারভোলা	বড় বাড়ী মলসম পাড়া ও বিশু চন্দ্র পাড়া	অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা	২

আগামী ২১-১০-২০২৫ ইং হইতে ৩১-১০-২০২৫ ইং পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১১ ঘটিকা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত কিল্লা আই.সি.ডি.এস প্রজেক্ট অফিসে আবেদন পত্র জমা নেওয়া হবে। আরও বিশদ ভাবে জানার জন্য কিল্লা আই.সি.ডি.এস প্রজেক্ট অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
ICA/D-1109/25

জুবিন গার্গ মৃত্যু মামলা

গায়কের দুই নিরাপত্তারক্ষী গ্রেফতার, পুলিশি হেফাজতে ৫ দিনের জন্য পাঠানো হল

গৌহাটি, ১০ অক্টোবর : আসাম রাজ্যের প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী জুবিন গার্গের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় নতুন মোড় এসেছে। ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট শুক্রবার গায়কের দুই ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী নন্দেশ্বর বরা ও পরেশ বৈশ্যকে গ্রেফতার করেছে। এই নিয়ে মামলায় মোট গ্রেফতারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৭।

বিশেষ তদন্তকারী দল টানা চারদিন ধরে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পর গ্রেফতার করা হয়। পরে দুই পিএসও-কে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পেশ করা হয়, যেখানে সিটতাদের ১৪ দিনের হেফাজতের আবেদন জানায়। তবে আদালত ৫ দিনের পুলিশি হেফাজত মঞ্জুর করে।

সূত্রের খবর, ৭ই অক্টোবর নন্দেশ্বর ও পরেশকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়, আর্থিক দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগ ওঠার পরেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সিআইডি এর তদন্তে উঠে এসেছে, গায়কের অর্থের সাথে জড়িত বড় মাপের লেনদেনের প্রমাণ। প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে, নন্দেশ্বর বরার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রায় ৭০ লক্ষ এবং পরেশ বৈশ্যের অ্যাকাউন্টে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার ডিজিটাল লেনদেনের হদিস পাওয়া গেছে।

এই টাকা জুবিন গার্গের ব্যক্তিগত অর্থ থেকে অনৈতিকভাবে স্থানান্তরিত হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। সিটএখন খতিয়ে দেখছে, ওই দুই নিরাপত্তারক্ষী সরাসরি গায়কের আর্থিক বিষয়ে জড়িত ছিলেন কি না এবং তারা কীভাবে অর্থ অপব্যবহার করেছেন।

অফিসিয়াল সূত্র জানায়, এই গ্রেফতারগুলি জুবিন গার্গের মৃত্যু সংক্রান্ত আর্থিক দিকগুলো বুঝতে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দিতে পারে।

এর আগে, জুবিন গার্গের কাজিন ও আসাম পুলিশ সার্ভিসের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট সন্দীপন গার্গকেও গ্রেফতার করে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়। জানা গেছে, ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে এক ইয়ট পার্টিতে অংশগ্রহণের সময় সাঁতার কাটতে গিয়ে জুবিন গার্গের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। সেই সফরে সন্দীপনও তার সঙ্গে ছিলেন এবং ইভেন্ট উপভোগ করতে গিয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, জুবিন গার্গ সিঙ্গাপুরে উত্তর---পূর্ব ভারতের একটি মিউজিক ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণের জন্য গিয়েছিলেন। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজ্যজুড়ে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

মুদ্রা পাচার মামলায় ইডির অভিযান: মন্ত্রীর অফিসসহ ১০টি জায়গায় তল্লাশি

কলকাতা, ১০ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের দুটি পৃথক মানি লন্ডারিং (অর্থপাচার) মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট শুক্রবার কলকাতা ও তার আশেপাশের এলাকায় একযোগে ১০টি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুর অফিসও।

তদন্তে সংশ্লিষ্ট দুইটি মামলার মধ্যে একটি বহু-কোটি টাকার পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত, এবং অন্যটি একটি ব্যাঙ্ক ঋণ জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে।

ইডি জানিয়েছে, সল্টলেকে দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুর অফিসে অভিযান চলছে পুরসভা নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির মামলার সূত্র ধরে। এর আগেও, ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে ইডি তাঁর বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নথি এবং মন্ত্রীর মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছিল।

অন্য যেসব এলাকায় ইডি-র তল্লাশি অভিযান চলছে তার মধ্যে রয়েছে কলকাতার নিউ আলিপুর, দক্ষিণ কলকাতার সারাত বোস রোড এবং শহরের উত্তরের নগরবাজার এলাকা। নিউ আলিপুরে এক প্রখ্যাত হাইকোর্টের আইনজীবীর বাড়িতে অভিযান চালানো হচ্ছে বলে জানা গেছে। প্রতিটি তল্লাশি অভিযানে ইডি-র কর্মকর্তাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে উপস্থিত রয়েছেন।

এই মামলায় সমান্তরাল তদন্ত চালাচ্ছে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন। সূত্রের খবর, সিবিআই ইতিমধ্যেই একটি নতুন চার্জশিট দাখিলের প্রস্তুতি শুরু করেছে। তদন্তে উঠে এসেছে এক রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তির পুত্রের নাম, যাকে ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। যদিও এখনও তার নাম প্রকাশ্যে আসেনি, তবে সিবিআইয়ের পরবর্তী চার্জশিটে তার উল্লেখ থাকতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে।

পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তের গোড়াপত্তন হয়েছিল সিবিআইয়ের একটি এফআইআর-এর ভিত্তিতে। ইডির আবেদনের প্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দেয় যে, এই নিয়োগ দুর্নীতি শুধু স্কুল শিক্ষক নিয়োগেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভায়ও নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। এই রায়ের ভিত্তিতেই তদন্তের পরিধি আরও বিস্তৃত হয়েছে এবং এখন তা ছড়িয়ে পড়ছে রাজ্যের একাধিক প্রশাসনিক স্তরে।

সব মিলিয়ে, ইডির একাধিক দফায় তল্লাশি এবং সিবিআইয়ের সক্রিয়তা থেকে স্পষ্ট যে, পশ্চিমবঙ্গের পুরসভা নিয়োগ কেলেঙ্কারি একটি গভীর রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরছে। দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুর অফিসে ফের তল্লাশি সেই ইঙ্গিতই বহন করে। তদন্তে আগামী দিনে আরও প্রভাবশালী রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক ব্যক্তিত্বদের নাম উঠে আসতে পারে বলে ধারণা করছেন গোয়েন্দা মহল।

প্রক্সি দ্বারা পুনরুজ্জীবন: ভারতে সম্প্রসারণের জন্য ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের অবকাঠামোকে কাজে লাগাচ্ছে ইসলামিক স্টেট

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর: ভারতে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়া জঙ্গি সংগঠন ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের পুরনো অবকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে দেশজুড়ে নিজেদের কার্যক্রম জোরদার করছে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ইসলামিক স্টেট। গোয়েন্দা সংস্থার সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, আইএস ধীরে ধীরে ভারতের ভেতরে নিজেদের উপস্থিতি শক্তিশালী করছে, আর এর পেছনে রয়েছে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের পুরনো গোপন ঘাঁটি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা।মহারাষ্ট্র এটিএস এবং পুনে পুলিশ সম্প্রতি একটি সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে যে তথ্য হাতে পেয়েছে, তা আরও গভীর উদ্বেগের বিষয়। 'পুনে ইসলামিক স্টেট' মামলার তদন্তে জানা যায়, কন্ডওয়ায় অবস্থিত আশোক মিউজ সোসাইটির একটি ফ্ল্যাটে আইএস সদস্যরা গোপন ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল। উল্লেখযোগ্যভাবে, এটি সেই একই জায়গা যেখানে ২০০৮ সালে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের 'কন্টোল রুম' প্রথমবারের মতো গোয়েন্দা সংস্থার নজরে আসে। একজন ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো কর্মকর্তার মতে, ২০০৮ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। তবে ২০১২ সালের পর থেকে সংগঠনটির কার্যক্রম ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকে। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের শীর্ষ নেতা ইয়াসিন ভাটকলের পাকিস্তানের আইএসআই-এর সঙ্গে দ্বন্দ্বের ফলে সংগঠনটির ভেতরে বিভাজন শুরু হয়। ভাটকল অভিযোগ করেন, তাকে এবং তার সঙ্গীদের মাঠে প্রাণ ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয়েছে, যখন প্রতিষ্ঠাতা রিয়াজ ও ইকবাল ভাটকল নিরাপদে করাচিতে বিলাসবহুল জীবন যাপন করছিলেন। এর ফলে সংগঠনটির কার্যক্রমে ভাটা পড়ে। এই সময়ই ইসলামিক স্টেট সিরিয়া ও ইরাকে উত্থান শুরু করে এবং তাদের 'খিলাফত প্রতিষ্ঠা'র বার্তা বহু উগ্রপন্থী যুবককে আকৃষ্ট করে। ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের অনেক সদস্য তখন আইএসে যোগ দেয়। এর মধ্যে অন্যতম ছিল শাফি আরমার, যিনি সিরিয়ায় চলে যান এবং ভারতের আইএস শাখার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের পুরনো সন্ত্রাসী পরিকাঠামো নতুন জঙ্গি সংগঠনদের জন্য একটি 'তৈরি করে রাখা' প্ল্যাটফর্ম, যেটিকে পুনরায় সক্রিয় করে দ্রুত সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালানো সম্ভব।

সবরিমালা সোনা কেলেঙ্কারি: ৪৭৫ গ্রাম সোনা নিখোঁজ, অপরাধ মামলা দায়েরের নির্দেশ কেরালা হাইকোর্টের

কোচি, ১০ অক্টোবর সবরিমালা মন্দিরের দ্বারপালকা (দ্বাররক্ষক) মূর্তিগুলোর সোনার পাত প্রলেপে চাঞ্চল্যকর গরমিল ধরা পড়েছে। শুক্রবার কেরালা হাইকোর্ট এই ঘটনার উপর কড়া অবস্থান নিয়ে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠনের নির্দেশ দিয়েছে এবং অবিলম্বে অপরাধমূলক মামলা রুজু করার নির্দেশ দেয়।

হাইকোর্টে দেবস্বম বিভাগের নজরদারি শাখার তরফে সিলবন্দি খামে জমা দেওয়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। চিফ ভিজিল্যান্স ও সিকিউরিটি অফিসার ব্যক্তিগতভাবে রিপোর্টটি বিচারপতি রাজা বিজয়ারাঘবন এবং বিচারপতি কেভি জয়কুমার সমন্বিত বেঞ্চের কাছে জমা দেন। বেঞ্চ জানায়, ২০১৯ সালে মন্দিরের দ্বারপালক মূর্তিগুলোর সোনার প্রলেপ দেওয়ার সময় প্রায় ৪৭৪.৯৯ গ্রাম সোনা নিখোঁজ হয়। বিষয়টিকে "মন্দির সম্পত্তির সঙ্গে বড় ধরনের অনিয়ম" হিসেবে আখ্যা দেয় আদালত।

প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ২০১৯ সালে দেবস্বম কমিশনারের নির্দেশে সোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল উন্নিকৃষ্ণণ পোত্তিকে। কিন্তু মজার বিষয়, সেই সময় রেকর্ড করা মহাজারে (বিবরণপত্র) সোনার কথা না লিখে কপার শিট (তামার পাত) বলে উল্লেখ করা হয়, যা স্বয়ং মন্দিরের তন্ত্রি (পুরোহিত) স্বাক্ষরিত।

পরে দেখা যায়, বেঙ্গালুরুর স্মার্ট ক্রিয়েশন্স নামক একটি সংস্থায় পাঠানো ১৪টি মূর্তিতে সোনার প্রলেপ ছিল, কিন্তু পোত্তির নির্দেশে তা খুলে নেওয়া হয়। পরে হিসেব মিলিয়ে দেখা যায়, প্রায় আধা কেজি সোনা নিখোঁজ।

সবরিমালা মন্দিরে সোনার প্রলেপ কেলেঙ্কারির তদন্তে উঠে এসেছে একের পর এক বিস্ময়কর তথ্য, যা প্রশাসনিক ত্রুটি এবং স্বচ্ছতার অভাবকে নগ্ন করে দিয়েছে। তদন্তে জানা যায়, বেঙ্গালুরুর সংস্থা স্মার্ট ক্রিয়েশন্স যে সোনা ফেরত পাঠিয়েছিল, তা উন্নিকৃষ্ণণ পোত্তি দেবস্বম বোর্ডে জমা দেননি। মূর্তিগুলি প্লেটিংয়ের জন্য চেন্নাই পাঠানো হলেও দেবস্বম কমিশনারকে কিছু জানানো হয়নি, এমনকি আদালতের অনুমতিও নেওয়া হয়নি। আরও চমকপ্রদ বিষয় হল, প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রায় ৪.৫ কেজি সোনার গরমিল ধরা পড়ে, সঙ্গে ছিল ৩৯ দিনের অস্বাভাবিক বিলম্ব। তদন্ত চলাকালীন একটি মূর্তির পাথরের বেদি উদ্ধার হয় পোত্তির বোনের বাড়ি থেকে, যা আরও সন্দেহ জোরালো করে। পাশাপাশি, পোত্তির লেখা একটি চিঠিতে অন্য একটি মূর্তির সোনা পুনর্ব্যবহারের প্রস্তাব দেওয়া হয়, যদিও বাস্তবে এমন কোনও অতিরিক্ত মূর্তি ছিল না বলে নিশ্চিত করেছে ভিজিল্যান্স।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কেরালা হাইকোর্ট কড়া ভাষায় মন্তব্য করে একে গুরুতর প্রশাসনিক ব্যর্থতা বলে চিহ্নিত করেছে এবং একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, প্রতি দুই সপ্তাহ অন্তর তদন্তের অগ্রগতি রিপোর্ট জমা দিতে হবে এবং ছয় সপ্তাহের মধ্যে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করতে হবে। ভিজিল্যান্স রিপোর্ট রাজ্যের পুলিশ প্রধানের কাছে হস্তান্তর করতে বলা হয়েছে, যিনি সিটকে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরুর নির্দেশ দেবেন।

সবরিমালার মতো একটি পবিত্র ধর্মীয় স্থানে সোনা-সংক্রান্ত এ ধরনের কেলেঙ্কারি কেবল ভক্তদের বিশ্বাসে আঘাতই নয়, বরং প্রশাসনের গাফিলতিরও উদাহরণ। হাইকোর্টের তৎপরতায় আশা করা যায়, এই ঘটনার সত্য উদঘাটন হবে এবং দোষীদের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা যাবে। ঘটনাটি কেরালার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতার অভাব নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে।

পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর: নির্বাচন কমিশনের আশ্বাস, নিরাপত্তা লঙ্ঘন হলে কড়া পদক্ষেপ

কলকাতা, ১০ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে প্রস্তুতি তুঙ্গে। নির্বাচন কমিশনের এক কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল রাজ্যের পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়া জেলার জেলা স্তরের নির্বাচন আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসে বৃহস্পতিবার।

এই বৈঠকে কমিশনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, সংশোধন প্রক্রিয়ার ময়দানে কোনও নির্বাচনী আধিকারিকের নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে কড়া ব্যবস্থানেওয়া হবে। বিশেষত, বুথ স্তরের আধিকারিকরা, যাঁরা মাঠে সরাসরি কাজ করবেন, তাঁদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের প্রেক্ষিতে এই আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের উপ নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী-র নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে, কমিশন স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়, "একটিও নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না। রাজ্য সরকারের দায়িত্ব হবে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

অন্যদিকে, প্রতিটি বিএলও এবং জেলা নির্বাচন আধিকারিককে জানানো হয়েছে, সার প্রক্রিয়ায় কোনো ধরনের শৃঙ্খলাভঙ্গ বা গাফিলতির অভিযোগ উঠলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একইসঙ্গে কমিশনের তরফে আশ্বাস, সম্পূর্ণ সংশোধন প্রক্রিয়া জুড়ে কড়া নজরদারি বজায় রাখা হবে।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল-এর বিরুদ্ধে অপ্রমাণিত দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী নাম না করেই বলেন, "একজন অফিসার রয়েছেন যিনি অনেকদিন ধরে এখানে রয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ রয়েছে। সময় হলে সব জানাবো।

তিনি-র কাছে দাবি জানান, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ধরনের মন্তব্যের বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হোক। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের অফিস ও বাসভবনে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হোক।

The Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online percentage/ item rate e-tender from the eligible Central & State Public Sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/ CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 22/10/2025 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADIN	TIME AND DATE OF OPENING OF	DOCUMENT DOWNLOADIN G AND BIDING	CLASS OF BIDDER
1	2nd Call Repairing of Dysfunctional Boys Toilet in 14(Fourteen) nos Schools under Dukli, Lefunga and Hezamara Blocks, West District, Secondary Level under Samagra Shiksha during the year 2025-26 PNIeT No-108/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26 DNIeT No-50/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26	Rs.21,00,000.00	Rs.42000.00	90 days	Up to 3PM 22/10/2025	At 23/10/2025 Hrs on 11am.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	2nd call Construction of 15 Nos Ramp with Handrail sanctioned during 2025-26 under Secondary Level under Samagra Shiksha Scheme under West Tripura District PNIeT No-109/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26 DNIeT No-51/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26	Rs.12,22,494.00	Rs.24,449.00	90 days				

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.
ICA/C/2525/25

**(Er.B Ch. Das)
Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura.**

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 16/EE-JRN/PWD/2025-26 Dated: 07-10-2025

The Executive Engineer, Jirania Division, PWD(R&B) Jirania invites on behalf of the 'Government of Tripura percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 15-10-2025 for the following work:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No: 70/B/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2025-26	₹ 6,53,499.00	₹ 13,070.00	90(Ninety) Days	Appropriate Class
2	DNIe-T No: 71/B/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2025-26	₹ 14,36,065.00	₹ 28,721.00	90(Ninety) Days	Appropriate Class
3	DNIe-T No: 57/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2025-26 (2nd Call).	₹ 24,12,975.00	₹ 48,260.00	120(One Hundred Twenty) Days	Appropriate Class

Bid document can be seen in the website https://tripuratenders.gov.in. W.e.f 08-10-2025 to 15-10-2025.
Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 15-10-2025 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 15-10-2025 up to 15.30 Hrs
Document Downloading and Bidding at Application: https://tripuratenders.gov.in.
Class of tenderer :- Appropriate Class.
Bid Fee: Rs. 1,000 each, Non refundable
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in.
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*
ICA/C/2529/25

**For and on behalf of the Governor of Tripura
ExecutiveEngineer
Jirania Division, PWD(R&B) Jirania,
West Tripura eejirania@gmail.com**

**TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION
AGARTALA**

NOTIFICATION

No.F.10(1-4)-Rectt./TPSC/2016(Part) Dated, 05 October, 2025
Ref.:-Commission's Advt. No. 04/2016 dated 30.04.2016, Addendum dated 09.07.2019 and Notification dated 24.02.2020, 08.07.2020, 24.08.2020, 22.09.2020, 01.09.2025 & 02.09.2025.
It is for information of all concerned that the Commission's Notification dated 24.02.2020 is republished herewith.
For further information please visit www.tpsc.tripura.gov.in time to time.

**(S. Mog)
Secretary,
Tripura Public Service Commission.**

বৈরাবি—সাইরাং রেলপথ উদ্বোধনের পর ৪,০০০-র বেশি ইনার লাইন পারমিট (আইএলপি) ইস্যু মিজোরামে

আইজল, ১০ অক্টোবর : বৈরাবি—সাইরাং রেলপথ চালুর পর মিজোরামে ইনার লাইন পারমিট (আইএলপি) সংগ্রহে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। মিজোরাম পুলিশ জানিয়েছে, গত ১৩ই সেপ্টেম্বর থেকে ট্রেন চলাচল শুরু হওয়ার পর থেকে ইতিমধ্যে ৪,১০০-র বেশি পারমিট ইস্যু হয়েছে।

সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, নতুন রেল পরিষেবা মিজোরামে প্রবেশের ভ্রমণপথে বড় পরিবর্তন এনেছে। এর ফলে কৈলাসিব জেলার বৈরেংটে চেক-গেটে সড়কপথে প্রবেশকারী যাত্রী ও যানবাহনের সংখ্যা প্রায় ৩০—৪০ শতাংশ কমে গেছে। পাশাপাশি, মিজোরাম ও পার্শবর্তী রাজ্যগুলির মধ্যে চলাচলকারী ম্যাক্সিক্যাব গাড়ির সংখ্যাও হ্রাস পেয়েছে।

রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে. সাপকাংগার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক পর্যালোচনা বৈঠকে জানানো হয়, আইজল সংলগ্ন সাইরাং রেল স্টেশনের চারটি কাউন্টার থেকে ৪,০৬৪টি আইএলপি ইস্যু হয়েছে। এখানে মোট ১৪ জন পুলিশ সদস্য নিয়োজিত রয়েছেন। কৈলাসিব জেলার পুলিশ সুপার ডেভিড এইচ. লালথাংলিয়ানা জানান, তার জেলায় চারটি রেল স্টেশন থেকে মাত্র ৩৮টি পারমিট ইস্যু হয়েছে। তবে, রাজ্যের অন্যতম ছাত্র সংগঠন মিজো জিরলাই পাউল (এমজেডপি) উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছে, প্রকৃত যাত্রীসংখ্যার তুলনায় আইএলপি ইস্যুর পরিসংখ্যান যথাযথ নয়। এমজেডপি সভাপতি সি. লালরেমরুয়াতা বলেন, বহু যাত্রী স্টেশন থেকে পারমিট ছাড়াই বেরিয়ে যাচ্ছেন।

শুক্রবার ক্ষেত মজদুর ইউনিয়নের উদ্যোগে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়।

কাজের সন্ধান

৩,০৭৩ কেন্দ্রীয় সাব-ইন্সপেক্টর নিয়োগ
অনলাইনে আবেদন, আগরতলায় পরীক্ষা

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। যোগ্যতা গ্র্যাজুয়েট। বিএ, বিএসসি, বিকম, বিবিএ ইত্যাদি স্নাতক পাশ হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। এককথায়, বিএসএফ, সিআইএসএফ ইত্যাদি কেন্দ্রীয় পুলিশে প্রায় তিন হাজার সাব-ইন্সপেক্টর ও অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর নিয়োগ করা হবে। এই মুহূর্তে ৩,০৭৩ শূন্যপদ পূরণের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স, ইন্দো-টিবেটান বর্ডার পুলিশ, সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স, সশস্ত্র সীমাবল এবং দিল্লি পুলিশে সাব-ইন্সপেক্টর ও অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর পদে ৩,০৭৩ জন তরুণ-তরুণী নিচ্ছে। মহিলারাও আবেদন করতে পারেন। পাঁচটি ফোর্সের প্রতিটি বাহিনীতেই মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট কোটা রয়েছে। প্রার্থীবাছাই করবেন স্টাফ সিলেকশন কমিশন। রিক্রুটমেন্ট অফ সাব-ইন্সপেক্টর ইন দিল্লি পুলিশ, সিএপিএফ এক্সামিনেশন-২০২৫ পরীক্ষার মাধ্যমে।

আবেদন করতে হবে কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। আবেদন করা যাবে ১৬ অক্টোবর রাত ১১টার মধ্যে। এরজন্য প্রার্থীর একটি বৈধ ইমেল আইডি থাকতে হবে। আবেদন করবেন দুটি পার্টে। পার্ট-ওয়ানে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করবেন। সাবমিট করার আগে নিজের দেওয়া যাবতীয় তথ্য ভালভাবে দেখে নেবেন। এটি পরে আর পরিবর্তন করা যাবে না। সাবমিট করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি ভাল করে লিখে রাখবেন। এবার ওপরের ওয়েবসাইট থেকে চালান ডাউনলোড করবেন। ডাউনলোড করা চালানের মাধ্যমে নির্ধারিত ফি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায় জমা দেবেন। নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমেও ফি জমা দেওয়া যাবে। সংরক্ষিত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ফি-তে ছাড় রয়েছে, তবে অনলাইনে আবেদনের যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। আবেদনের ফি দেওয়ার তথ্য এবং পার্ট-ওয়ানের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ছাড়া পার্ট-টুয়ের রেজিস্ট্রেশন করা যাবে না। পার্ট-টুয়ের রেজিস্ট্রেশন করতে বসার আগে নিজের ফটো (৮ বিট, জেপিজি ফর্ম্যাটে) এবং সই (৮ বিট, জেপিজি ফর্ম্যাটে) স্ক্যান করে রাখবেন। ফটোর ক্ষেত্রে ৪-১২ কেবি এবং ১০০বাই১২০ পিক্সেলের মধ্যে এবং সই ১-১২ কেবি এবং ১৪০বাই৬০ পিক্সেলের মধ্যে হতে হবে। দরখাস্ত পূরণ বা সাবমিশনের ব্যাপারে তাঁদের রিজিওনাল অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্তপাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফিপাঠানো, লিখিতপরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্র আগরতলা (কোড নং - ৫৬০১)। এছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য পরীক্ষা কেন্দ্র ও কোড নং হলো : গুয়াহাটি (দিশপুর) (৫১০৫), ইটানগর (৫০০১), ইম্ফল (৫৫০১), শিলং (৫৪০১), আইজল (৫৭০১), কোহিমা (৫৩০২), চুড়াচাঁদপুর (৫৫০২)। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - ই/১৩/২০২৫-সি-২।

সাব-ইন্সপেক্টর শূন্যপদের বিভাজনগুলি হল: ক্রমিক (এ) : দিল্লি পুলিশে সাব-ইন্সপেক্টর (এক্সিকিউটিভ) পুরুষ পদে মোট শূন্যপদ ১৪২টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৬৩, ইডব্লিউএস ১৫, ওবিসি ৩৫, এসসি ১৯, এসটি ১০টি। ক্রমিক (বি) : দিল্লি পুলিশে সাব-ইন্সপেক্টর (এক্সিকিউটিভ) মহিলা পদে মোট শূন্যপদ ৭০টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৩২, ইডব্লিউএস ৭, ওবিসি ১৭, এসসি ৯, এসটি ৫টি। ক্রমিক (সি) : কেন্দ্রীয় আর্মড পুলিশ ফোর্সে সাব-ইন্সপেক্টর (জিডি) পদে মোট শূন্যপদ ২,৮৬১টি। এর মধ্যে : সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স বা সিআরপিএফ-এ : মোট শূন্যপদ ১০২৯টি। এরমধ্যে থেকে পুরুষ: ১০০৬টি (অসংরক্ষিত ৪০৭, ইডব্লিওএস ১০১, ওবিসি ২৭২, এসসি ১৫১, এসটি ৭৫)। মহিলাঃ ২৩টি (অসংরক্ষিত ১০, ইডব্লিওএস ২, ওবিসি ৬, এসসি ৩, এসটি ২)। এক্স-সার্ভিসম্যান ১০৩টি। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বা বিএসএফ-এ : মোট শূন্যপদ ২২৩টি। এরমধ্যে থেকেপুরুষ: ২১২টি (অসংরক্ষিত ৮৭, ইডব্লিওএস ২১, ওবিসি ৫৭, এসসি ৩১, এসটি ১৬)। মহিলাঃ ১১টি (অসংরক্ষিত ৪, ইডব্লিওএস ১, ওবিসি ৩, এসসি ২, এসটি ১)। এক্স-সার্ভিসম্যান ২২টি। ইন্ডো-তিব্বত বর্ডার পুলিশ বা আইটিবিপি-তে : মোট শূন্যপদ ২৩৩টি। এরমধ্যে থেকেপুরুষ: ১৯৮টি (অসংরক্ষিত ৮৫, ইডব্লিওএস ১৮, ওবিসি ৫২, এসসি ৩২, এসটি ১১)। মহিলাঃ ৩৫টি (অসংরক্ষিত ১৫, ইডব্লিওএস ৩, ওবিসি ৯, এসসি ৬, এসটি ২)। এক্স-সার্ভিসম্যান ২৩টি। সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স বা সিআইএসএফ-এ : মোট শূন্যপদ ১২৯৪টি। এরমধ্যে থেকেপুরুষ: ১১৬৪টি (অসংরক্ষিত ৪৭৩, ইডব্লিওএস ১১৬, ওবিসি ৩১৪, এসসি ১৭৫, এসটি ৮৬)। মহিলাঃ ১৩০টি (অসংরক্ষিত ৫৩, ইডব্লিওএস ১৩, ওবিসি ৩৫, এসসি ১৯, এসটি ১০)। এক্স-সার্ভিসম্যান ১৩০টি। সশস্ত্র সীমা বল বা এসএসবি-তে : মোট শূন্যপদ ৮২টি। এরমধ্যে থেকে পুরুষ: ৭১টি (অসংরক্ষিত ৩০, ইডব্লিওএস ৭, ওবিসি ১৪, এসসি ১৫, এসটি ৫)। মহিলাঃ ১১টি (অসংরক্ষিত ৬, ইডব্লিওএস ১, ওবিসি ৪)। এক্স-সার্ভিসম্যান ৮টি। সবক্ষেত্রেই যে কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক যোগ্যতার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন। যোগ্যতা গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য)। দিল্লি পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর পদের পুরুষ প্রার্থীদের লাইট মোটর ভেহিক্যাল চালানোর বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১-৮-২০২৫ তারিখের হিসেবে ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। তফশিলি প্রার্থীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মে বয়সের ছাড় পাবেন। শারীরিক মাপজোক হতে হবে পুরুষপ্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় অন্তত ১৭০ (তফশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১৬২.৫ ও পার্বত্য অঞ্চলের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৬৫) সেমি, বুকের ছাতি না-ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৮০ ও ৮৫ সেমি (তফশিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৭৭ ও ৮২ সেমি)। মহিলাদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় অন্তত ১৫৭ (তফশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১৫৪ ও পার্বত্য অঞ্চলের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৫৫) সেমি। সবক্ষেত্রেই ওজন হতে হবে উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সবক্ষেত্রেই দৃষ্টিশক্তি হতে হবে চশমা ছাড়া উভয় চোখে ৬/৬ এবং ৬/৯। ভাঙা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, শিরাস্ফীতি, তীর্যক চাউনি থাকলে আবেদন করবেন না। রং চেনার উচ্চ ক্ষমতা থাকা দরকার। মূল মাইনে পে মেট্রিক্স লেভেল ৬ অনুযায়ী ৩৫,৪০০ থেকে ১,১২,৪০০ টাকা। সঙ্গে কেন্দ্রীয় পুলিশ নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য ভাতা সমূহও রয়েছে। প্রার্থিবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, শারীরিক মাপজোকের পরীক্ষা, ইন্টারভিউ ও ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে। কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েজ ভিত্তিকে। দুটি পেপারে পরীক্ষা হবে। পেপার-ওয়ানের পরীক্ষা শুরু হবে অক্টোবর থেকে। দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। ২০০ নম্বরের পরীক্ষা, সময় পাবেন ২ ঘণ্টা। নেগেটিভ মার্কিং আছে। লিখিত পরীক্ষায় সফল প্রার্থীদের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় ডাকা হবে। পরীক্ষার বিস্তারিত জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **স্পেশালিস্ট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১৭১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়সঃ ২৩-৩৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ অক্টোবর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **স্টেশন কন্ট্রোলার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৩৬৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়সঃ ২০-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে **হেড-কনস্টেবল, ড্রাইভার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। এস.এস.সি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ৭৩৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ অক্টোবর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ডিসেম্বরে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে **হেড-কনস্টেবল অপারেটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। এস.এস.সি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ৫৫২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ অক্টোবর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ডিসেম্বরে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি - স্পোর্টস কোটা** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৫৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে, দক্ষ ক্রীড়াবিদ হতে হবে। বয়সঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ অক্টোবর, পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে **সাব-ইন্সপেক্টর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। এসএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদঃ ২৮৬১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়সঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ অক্টোবর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নভেম্বর/ ডিসেম্বরে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে **সাব-ইন্সপেক্টর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। এসএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদঃ ২১২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়সঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ অক্টোবর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নভেম্বর/ ডিসেম্বরে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদঃ ৪৭৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ডিপ্লোমা, বিই/ বিটেক, এমএসসি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ অক্টোবর, পরীক্ষা ৮ ফেব্রুয়ারি, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * রেল মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১৭৬৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে, বয়সঃ অনুর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ অক্টোবর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে **হেড কনস্টেবল, দিল্লি পুলিশ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ অক্টোবর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ডিসেম্বর/ জানুয়ারিতে, আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * কেন্দ্রীয় প্রযুক্তি মন্ত্রকের অধীনে **ম্যানেজার, প্রজেক্ট অ্যাসোসিয়েট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৬৪৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ অনুর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ অক্টোবর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে **কনস্টেবল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। এসএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদঃ ৭৫৬৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে, বয়সঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ অক্টোবর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ডিসেম্বর/ জানুয়ারিতে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * ত্রিপুরায় শিক্ষা দপ্তরের অধীনে **গ্র্যাজুয়েট টিচার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টিআরবিটি পরিচালিত টেট পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ৭০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট নম্বর সহ গ্র্যাজুয়েট/ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পাশ, সঙ্গে বিএড পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ অক্টোবর, লিখিত পরীক্ষা ৭ ডিসেম্বর, কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১৭১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২৩-৩৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ অক্টোবর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **স্টেশন কন্ট্রোলার (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৩৬৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২০-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **হেড-কনস্টেবল, ড্রাইভার (প্রতিরক্ষা মন্ত্রক),**
এস.এস.সি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ৭৩৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ অক্টোবর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ডিসেম্বরে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **হেড-কনস্টেবল, অপারেটর (প্রতিরক্ষা মন্ত্রক),**
এস.এস.সি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ৫৫২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ অক্টোবর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ডিসেম্বরে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি - স্পোর্টস কোটা (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৫৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে, দক্ষ ক্রীড়াবিদ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ অক্টোবর,
পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সাব-ইন্সপেক্টর (কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক),**
এসএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ২৮৬১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ অক্টোবর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নভেম্বর/ ডিসেম্বরে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সাব-ইন্সপেক্টর (কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক),**
এসএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ২১২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ অক্টোবর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নভেম্বর/ ডিসেম্বরে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ৪৭৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই/ বিটেক, এমএসসি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ অক্টোবর,
পরীক্ষা ৮ ফেব্রুয়ারি, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১৭৬৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনুর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ অক্টোবর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **হেড কনস্টেবল, দিল্লি পুলিশ (কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৫০৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ অক্টোবর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ডিসেম্বর/ জানুয়ারিতে, আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার, প্রজেক্ট অ্যাসোসিয়েট (কেন্দ্রীয় প্রযুক্তি মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৬৪৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ অনুর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ অক্টোবর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **কনস্টেবল (কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক),**
এসএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ৭৫৬৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ অক্টোবর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ডিসেম্বর/ জানুয়ারিতে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **গ্র্যাজুয়েট টিচার (ত্রিপুরা),**
টিআরবিটি পরিচালিত টেট পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ৭০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট নম্বর সহ গ্র্যাজুয়েট/ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পাশ, সঙ্গে বিএড পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ অক্টোবর,
লিখিত পরীক্ষা ৭ ডিসেম্বর, কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসে ৪৭৪ নিয়োগ
লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলায়

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স এন্ড টেলিকমিউনিকেশন — যে-কোনও একটি বিষয়ে গ্র্যাজুয়েটরাই ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারেন। শর্তসাপেক্ষে ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারেন। অবশ্যই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, আবেদন করতে হবে অনলাইনের মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পদের জন্য ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন ২০২৬ সালের ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে ৪৭৪ শূন্যপদে তরুণ-তরুণী নিচ্ছে। প্রার্থী বাছাই করা হবে দুটো পরীক্ষার মাধ্যমে, প্রথমে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা এবং পরে মেন পরীক্ষার মাধ্যমে। এককথায়, ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৪৭৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ডিগ্রি/ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং/ এমএসসি/ মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ, বয়সঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ অক্টোবর, লিখিত পরীক্ষা ৮ ফেব্রুয়ারি, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে।

ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস পরীক্ষার ক্ষেত্রে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন — যে-কোনও একটি বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারেন। এক্ষেত্রে নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, যাঁরা এবছর ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা দেবেন বা দিয়েছেন তাঁরাও আবেদনের যোগ্য। বয়স হতে হবে ১-১-২০২৬ তারিখের হিসেবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর পর্যন্ত বয়সের ছাড় পাবেন। নিয়োগ হবে এইসব ক্যাডারে: (১) ইন্ডিয়ান রেলওয়ে সার্ভিস (২) ইন্ডিয়ান রেলওয়ে স্টোরস সার্ভিস, (৩) ইন্ডিয়ান অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিজ সার্ভিস (৪) সেন্ট্রাল ওয়াটার ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস গ্রুপ-'এ' (৫) এইই ইন বর্ডার রোড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস গ্রুপ-'এ' (৬) ইন্ডিয়ান ডিফেন্স সার্ভিস গ্রুপ-'এ' ... এধরণের ২৮টি সার্ভিসে। সবক্ষেত্রেই প্রার্থীবাছাই করবেন ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন ২০২৬ সালের ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমে হবে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬, দেশের এইসব কেন্দ্রগুলিতে: আগরতলা, কলকাতা, কটক, দিসপুর, গ্যাংটক, রাঁচি, পাটনা, গুয়াহাটি, আইজল, শিলং, পোর্ট ব্লেয়ার ইত্যাদি। অর্থাৎ সারা দেশ জুড়েই পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করেও দেখে নিতে পারেন। আবেদন করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ্ অন করে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে ফোনে/সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। ইউপিএসসি'র ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস পরীক্ষার জন্য অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১৬ অক্টোবর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবি (৪০ কেবির মধ্যে, জেপিজি/ জেপিইজি ফর্ম্যাটে) ও সই (৪০ কেবির মধ্যে, জেপিজি/ জেপিইজি ফর্ম্যাটে) স্ক্যান করে রাখবেন, পরে তা আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে মোট ৫০০ নম্বরের ২টি পেপারে। প্রশ্নপত্র হবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ ভিত্তিক। সময় পাবেন ২ ঘণ্টা ও ৩ ঘন্টা হিসেবে মোট ৫ ঘন্টা। সবক্ষেত্রেই প্রশ্ন হবে হিন্দি অথবা ইংরিজিতে। নেগেটিভ মার্কিং আছে। এই পরীক্ষায় সফল হলে মোট শূন্যপদের ১২ থেকে ১৩ গুণ প্রার্থীকে মেন পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের মেন পরীক্ষা নেওয়া হবে সেপ্টেম্বর/ অক্টোবর মাসে। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের সময় প্রিলি পরীক্ষার নম্বর ধরা হবে না। নম্বর সহ বিস্তারিত সিলেবাস পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

অনলাইনে ১৭৬৩ জন এপ্রেন্টিস
পরীক্ষা ছাড়াই রেলে নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা এই মুহূর্তে প্রায় ১২,০০০টি হলেও এনসিআর বা নর্থ সেন্ট্রাল রেলওয়েতে ১,৭৬৩টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, অধিক নম্বর এবং আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ অক্টোবর। বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর জন্য পরে ডাকা হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা নর্থ সেন্ট্রাল রেলওয়ে বা উত্তর মধ্য রেলের প্রয়াগরাজ, ঝাঁসী, আগ্রা ডিভিশনের যে-কোনও একটির উদ্দেশ্যে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। অন্য রেলওয়ের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন ১৭ অক্টোবরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ১৭ অবেটোবর। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে প্রায় ১২,০০০ জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কোনও রকম লিখিত পরীক্ষা বা কম্পিউটার ভিত্তিক প্রয়োজন নেই। পরীক্ষা ছাড়াই রেলওয়েতে নিয়োগের এটি একটি দারুন সুযোগ। মেরিটের ভিত্তিতে প্রথমে বাছাই করে নেওয়া হবে এবং পরবর্তী সময়ে কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই নিয়োগ দেওয়া হয়। ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১৬-০৯-২০২৫-এর হিসেবে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। সাধারণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে জন্মতারিখ হতে হবে ১৬-০৯-২০০১ থেকে ১৬-০৯-২০১০ এর মধ্যে। বয়সের উধর্বসীমায় ওবিসি-দের ক্ষেত্রে ৩ বছর, এসসি ও এসটি-দের ক্ষেত্রে ৫ বছর, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষমদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ১০ বছর এবং এক্স-সার্ভিসম্যানদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ১০ বছরের ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর -আরআরসি/ এনসিআর/ অ্যাক্টএপ্রেন্টিস ০১/ ২০২৫। তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — প্রয়াগরাজ ডিভিশনে মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টে মোট আসন ৭০৩টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২৮৭টি, ওবিসি'র জন্য ১৮৮টি, এসসি'রজন্য ১০৫টি, এসটি'র জন্য ৫৩টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৭০টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে এক্স-সার্ভিসম্যান ১৮টি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ১০টি আসন সংরক্ষিত। এক্ষেত্রে ফিটার ট্রেডে মোট আসন ৫৮১টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২৩৭টি, ওবিসি'র জন্য ১৫৬টি, এসসি'র জন্য ৮৭টি, এসটি'র জন্য ৪৩টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৫৮টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে এক্স-সার্ভিসম্যান ১৭টি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ১০টি আসন সংরক্ষিত। একই ডিভিশনে ওয়েল্ডার ট্রেডে মোট আসন ২২টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৯টি, ওবিসি'র জন্য ৬টি, এসসি'র জন্য ৩টি, এসটি'র জন্য ২টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ২টি আসন সংরক্ষিত। এক্ষেত্রে কার্পেন্টার ট্রেডে মোট আসন ১৬টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৭টি, ওবিসি'র জন্য ৪টি, এসসি'র জন্য ৩টি, এসটি'র জন্য ১টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১টি আসন সংরক্ষিত। ঝাঁসী ডিভিশনে মোট আসন ৪৯৭টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২০২টি, ওবিসি'র জন্য ১৩৪টি, এসসি'র জন্য ৭৬টি, এসটি'র জন্য ৩৬টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৪৯টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে এক্স-সার্ভিসম্যান ১৫টি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ১৮টি আসন সংরক্ষিত। এক্ষেত্রে ফিটার ট্রেডে মোট আসন ২৪০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৯৭টি, ওবিসি'র জন্য ৬৫টি, এসসি'র জন্য ৩৬টি, এসটি'র জন্য ১৮টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ২৪টি আসন সংরক্ষিত। এরমধ্যে এক্স-সার্ভিসম্যান ৭টি এবং শারীরিকপ্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ১০টি আসন সংরক্ষিত। আগ্রা ডিভিশনে মোটআসন ২৯৬টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১২২টি, ওবিসি'র জন্য ৭৯টি, এসসি'রজন্য ৪৬টি, এসটি'রজন্য ১৯টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৩০টি আসন সংরক্ষিত। এরমধ্যে এক্স-সার্ভিসম্যান ৬টিএবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ১২টি আসন সংরক্ষিত। এক্ষেত্রে ফিটার ট্রেডে মোটআসন ৮০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৩২টি, ওবিসি'রজন্য ২২টি, এসসি'রজন্য ১২টি, এসটি'রজন্য ৬টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৮টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে এক্স-সার্ভিসম্যান ২টি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ২টি আসন সংরক্ষিত। প্রতিটি ডিভিশনেই ফিটার, ইলেকট্রিশিয়ান, ওয়েল্ডার, কার্পেন্টার ইত্যাদি ১৪টি ট্রেডে নিয়োগ করা হচ্ছে। অন্যান্য ডিভিশন বা ওয়ার্কশপের ট্রেড ও ক্যাটেগরী অনুযায়ী আসন সংখ্যার আরও বিস্তারিত বিভাজন জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে লগঅন করে দেখে নিতে হবে।

শুক্রবার ত্রিপুরা যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

পাকিস্তানকে নতুন আমরম সরবরাহ নয় শুধুমাত্র রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি: জানাল যুক্তরাষ্ট্র

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর: পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক প্রতিরক্ষা চুক্তি সংশোধন নিয়ে চলমান বিভ্রান্তির প্রেক্ষিতে, ভারতের মার্কিন দূতাবাস একটি স্পষ্টীকরণ বিবৃতি জারি করেছে।

এতে বলা হয়েছে, সংশোধিত ফরসাইন মিলিটারি সেলস (এফএমএস) চুক্তির আওতায় নতুন আমরম (অ্যাডভান্সড মিডিয়াম-রেঞ্জ এয়ার-টু-এয়ার মিসাইল) সরবরাহের কোনো পরিকল্পনা নেই।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভুল ও বিভ্রান্তিকর সংবাদ প্রতিবেদন সত্ত্বেও, এই চুক্তি সংশোধনের কোনো অংশই পাকিস্তানকে নতুন আমরম সরবরাহের জন্য নয়। এটি শুধুমাত্র পূর্বে সরবরাহকৃত অস্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ, খুচরো যন্ত্রাংশ ও লজিস্টিক সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ একটি রুটিন চুক্তি সংশোধনের ঘোষণা দেয়, যাতে কয়েকটি দেশের জন্য আমরম মিসাইলের রক্ষণাবেক্ষণ ও খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহের কথা উল্লেখ ছিল।

এই তালিকায় পাকিস্তানের নাম থাকায় একাধিক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে দাবি ওঠে যে, ইসলামাবাদকে নতুন মিসাইল সরবরাহ করা হচ্ছে।

কিন্তু ইউএস এম্বাসি স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়, "এই রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তির আওতায় পাকিস্তানের বর্তমান সামরিক সক্ষমতায় কোনো রকম উন্নয়ন বা আধুনিকীকরণ হচ্ছে না। এটি শুধুমাত্র তাদের বিদ্যমান অস্ত্রভাণ্ডারের রুটিন রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, সংশোধিত চুক্তি মূলত রেথিয়ন প্রকল্পএর আওতাধীন এই প্রকল্পের আওতায় একাধিক দেশ রয়েছে এবং পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি ঘিরেই জল্পনা তৈরি হয়েছিল।এই ঘটনায় দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

কারণ, মার্কিন-চীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাশাপাশি ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের প্রেক্ষাপটেও ওয়াশিংটনের ইসলামাবাদ সম্পর্ক নিয়ে নজরদারি চলছে।

তবে মার্কিন প্রশাসনের এই স্পষ্ট বার্তায় বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এটি কোনো নতুন অস্ত্র সরবরাহের সিদ্ধান্ত নয়, বরং পুরনো অস্ত্র ব্যবস্থার কার্যকারিতা বজায় রাখার একটি রুটিন পদক্ষেপ।

বিষাক্ত কাশির সিরাপে শিশু মৃত্যু: সর্বোচ্চ আদালত উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি খারিজ

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে বিষাক্ত কাশির সিরাপ সেবনে একাধিক শিশুর মৃত্যুর ঘটনার প্রেক্ষিতে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলা শুক্রবার খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি ডি.ওয়াই. চন্দ্রচূড়ের স্থলাভিষিক্ত প্রধান বিচারপতি বি.আর. গাভাই এবং বিচারপতি কে. বিনোদ চন্দ্রনের ডিভিশন বেঞ্চ এই রায় দেয়।

আবেদনকারী আইনজীবী বিশাল তিওয়ারির কাছে প্রধান বিচারপতি জানতে চান, তিনি এতদিনে কতগুলি পিআইএল দায়ের করেছেন। উত্তরে তিওয়ারি বলেন, ৮ থেকে ১০টি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছি। এরপরই আদালত মামলাটি খারিজ করে দেন।

সুনির্দিষ্ট অভিযোগে বলা হয়েছিল, গত সেপ্টেম্বর মাসের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত অন্তত ১৪ জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে, যাদের বেশিরভাগই মহারাষ্ট্রের নাগপুর এবং মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়ারা জেলার বাসিন্দা।

ওই শিশুরা তামিলনাড়ুর ওষুধ 'কোল্ডরিফ কফ সিরাপ' সেবন করেছিল।

মধ্যপ্রদেশ সরকারের ল্যাব রিপোর্টে সিরাপে ডাইথিলিন গ্লাইকল-এর উপস্থিতি ধরা পড়ে। এটি একটি শিল্পপ্রযুক্তিতে ব্যবহৃত বিষাক্ত দ্রাবক, যা ওষুধে ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

তবে শুনানির সময়, আদালতে উপস্থিত সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতা জানান, রাজ্য সরকারগুলি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় তদন্তের কোনও প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন, ''তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশসহ অন্যান্য রাজ্য ব্যবস্থা নিচ্ছে। রাজ্যগুলোর উপর আমাদের আস্থা রাখা উচিত।''

তথাপি, পিআইএল-এ দাবি করা হয়েছিল, এত বড় বিপর্যয়ের পরেও কেন্দ্র সরকার কিংবা কেন্দ্রীয় ওষুধ মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থা সময়মতো জাতীয় পর্যায়ে ওষুধ প্রত্যাহারের নির্দেশ দেয়নি। এতে বিষাক্ত ওষুধ বাজারে অবাধে বিক্রি হয়েছে।

আবেদনে গাম্বিয়া ও উজবেকিস্তানে ডিইজি-যুক্ত ভারতীয় সিরাপের কারণে শতাধিক শিশুর মৃত্যুর ঘটনাও তুলে ধরা হয়। বলা হয়, এটি কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়, বরং অবহেলা, নিয়ন্ত্রক ব্যর্থতা এবং একটি পচন ধরা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার পরিণতি।

পিআইএল-এ একটি জাতীয় বিচারিক কমিশন অথবা বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের দাবি জানানো হয়, যার নেতৃত্বে থাকবেন সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। কমিটির কাজ হবে বিষাক্ত সিরাপ তৈরির প্রক্রিয়া, নিয়ন্ত্রণ, পরীক্ষা ও বিতরণ নিয়ে তদন্ত করা এবং দেশের ওষুধ নিরাপত্তা ব্যবস্থার সংস্কারে সুপারিশ করা।

এছাড়াও, সিবিআই-এর মাধ্যমে তদন্তের দাবি জানানো হয় শিশু মৃত্যুর ঘটনাগুলি নিয়ে। সমস্ত রাজ্যে দায়ের হওয়া এফআইআর একত্র করে একক তদন্তের আওতায় আনার আবেদনও জানানো হয়।

প্রসঙ্গত, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ইতিমধ্যেই মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের স্বাস্থ্য দফতরের সচিবদের কাছে নোটিশ পাঠিয়েছে। ড্রাগস কন্ট্রোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া (ডিসিজিআই) এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রককে বিষয়টি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরুর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

তবে সুপ্রিম কোর্ট মনে করছে, এই মুহূর্তে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার যথাযথ পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং অতিরিক্ত হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। তাই আদালত মামলাটি খারিজ করে দেয়।

'আফগানিস্তানের অগ্রগতি ও উন্নয়নে ভারতের গভীর আগ্রহ': তালিবান সরকারের সঙ্গে প্রথম আনুষ্ঠানিক সাক্ষাতে জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর: ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর শুক্রবার আফগানিস্তানের তালিবান-নিয়ন্ত্রিত সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এটি ২০২১ সালে তালিবান কাবুলের দখল নেওয়ার পর দুই দেশের মধ্যে প্রথম উচ্চপর্যায়ের আনুষ্ঠানিক বৈঠক। নয়াদিল্লিতে মুত্তাকিকে স্বাগত জানিয়ে জয়শঙ্কর বলেন,আমরা আপনাকে এবং আপনার প্রতিনিধি দলকে ভারতে স্বাগত জানাই। এই সফর আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পাহেলগামের হামলা ও আফগানিস্তানে সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের সময় আমাদের মধ্যে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। তবে সরাসরি সাক্ষাৎ সবসময়ই আলাদা গুরুত্ব বহন করে।

তিনি আরও বলেন, ভারত একটি প্রতিবেশী দেশ ও আফগান জনগণের মঙ্গলকামী হিসেবে আফগানিস্তানের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে গভীর আগ্রহ রাখে।

এই বৈঠকের সময় একটি বড় কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন জয়শঙ্কর। তিনি জানান, কাবুলে ভারতের কারিগরি মিশনের স্তর উন্নীত করে সম্পূর্ণ দূতাবাসে রূপান্তর করা হবে। ভারত আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও স্বাধীনতার প্রতি সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা আফগানিস্তানের জাতীয় উন্নয়ন ও এই অঞ্চলের স্থিতিশীলতা এবং সহনশীলতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে, " বলেন জয়শঙ্কর।

উল্লেখযোগ্য যে, আমির খান মুত্তাকি জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা তালিকাভুক্ত তালিবান নেতাদের একজন। তবে এই সফরের জন্য তিনি সাময়িক ভ্রমণ ছাড় পত্র পেয়েছেন। নয়াদিল্লি সফরের আগে তিনি রাশিয়ায় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন যেখানে ভারত, চীন, পাকিস্তান, ইরান ও মধ্য এশিয়ার প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্লেষকদের মতে, ভারতের এই পদক্ষেপ তালিবান প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথে একটি বড় পদক্ষেপ। যদিও ভারত এখনও তালিবান সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়নি, তবে এই কূটনৈতিক অগ্রগতি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে যে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও কৌশলগত স্বার্থে দিল্লি আফগানিস্তানের সঙ্গে নতুনভাবে যোগাযোগ গড়ে তুলতে আগ্রহী।

ভারতে কাবুলে দূতাবাস পুনরায় চালুর ঘোষণা

তালিবানের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করবে ভারত: এস. জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং স্বাধীনতার প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে শুক্রবার ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর ঘোষণা করেন, কাবুলে ভারতের কারিগরি মিশনকে দূতাবাসের মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে। তিনি জানান, আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি'র ভারত সফর দুই দেশের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও গভীর করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে জয়শঙ্কর বলেন, ভারত আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং স্বাধীনতার প্রতি পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা শুধু আফগানিস্তানের জাতীয় উন্নয়নেই নয়, গোটা অঞ্চলের স্থিতিশীলতা এবং সহনশীলতাও নিশ্চিত করে। তিনি আরও জানান, ভারত অতীতের প্রকল্পগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও অসম্পূর্ণ প্রকল্পগুলির সমাপ্তিতে সহযোগিতা করবে। আফগানিস্তানের উন্নয়নমূলক অন্যান্য চাহিদা সম্পর্কেও আলোচনা হবে।

জয়শঙ্কর বলেন, কোভিড মহামারীর সময় থেকে আফগানিস্তানের স্বাস্থ্যখাতে ভারতের সহায়তা অব্যাহত রয়েছে। এবার আমরা ছয়টি নতুন প্রকল্পে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। সঙ্গে ২০টি অ্যাম্বুলেন্স উপহার হিসেবে দেওয়া হবে, যার মধ্যে পাঁচটি আজই হস্তান্তর করা হবে। এছাড়াও আফগান হাসপাতালগুলিতে এমআরআই এবং সিটি স্ক্যান যন্ত্র সরবরাহ, টিকাদান কর্মসূচির জন্য ভ্যাকসিন এবং ক্যানসারের ওষুধ দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন তিনি।

আফগান শরণার্থীদের জোরপূর্বক প্রত্যাবাসনের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে জয়শঙ্কর বলেন, "তাদের মর্যাদা ও জীবিকা নিশ্চিত করা জরুরি। ভারত তাদের আবাসন গঠনে সাহায্য করবে এবং অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করে পুনর্বাসনেও সহযোগিতা করবে। একইসাথে তিনি জানান, আফগানিস্তানে খাদ্য সহায়তা চালু থাকবে এবং আজই আরও একটি চালান কাবুলে পৌঁছাবে।

ভারত-আফগানিস্তানের বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদারে উভয়ের আগ্রহ প্রকাশ করে জয়শঙ্কর বলেন, কাবুল-দিল্লির মধ্যে অতিরিক্ত বিমান পরিষেবা চালু হওয়া ইতিবাচক পদক্ষেপ। আফগান ছাত্রদের জন্য ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ আরও বাড়ানো হবে। পাশাপাশি আফগান ক্রিকেটের উন্নয়নে ভারত আরও সক্রিয় ভূমিকা নেবে।

তিনি বলেন, আমাদের শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি আফগান যুবকদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। নতুন ভিসা মডিউল চালু হওয়ায় এখন চিকিৎসা, ব্যবসা ও শিক্ষার জন্য বেশি সংখ্যক ভিসা প্রদান করা হচ্ছে।"

পাহেলগাম সন্ত্রাসী হামলার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে জয়শঙ্কর বলেন, ''সীমান্ত পেরিয়ে সন্ত্রাসবাদ আমাদের উভয় দেশের জন্য হুমকি। এই বিষয়ে আমাদের সহযোগিতা বাড়াতে হবে। আফগানিস্তানের পক্ষ থেকে ভারতের নিরাপত্তা উদ্বেগকে গুরুত্ব দেওয়া এবং একাত্মতা প্রকাশ করায় আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি বলেন, আফগানিস্তানের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় আগ্রহের ভিত্তিতে ভারত সহযোগিতা করতে আগ্রহী। আফগানিস্তানে খনিজ অনুসন্ধানে ভারতীয় কোম্পানিগুলিকে আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়টিও প্রশংসনীয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

আসাম-মেঘালয় সীমান্ত সংঘর্ষে প্রাণহানি শান্তির আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমার

ইমফল, ১০ অক্টোবর : আসাম-মেঘালয় সীমান্তে ফের রক্তাক্ত সংঘর্ষ। বৃহস্পতিবার পশ্চিম কার্বি আংলং জেলায় সংঘটিত এক সহিংস ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে. সাংমা শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছেন।

শুক্রবার মণিপুরে দুই দিনের সফরের সময় ইমফলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী সাংমা বলেন, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক।

এটি আসাম ও মেঘালয়ের দীর্ঘদিনের সীমান্ত বিবাদের প্রতিফলন। আমরা আসামের সঙ্গে নিয়মিত সংলাপে রয়েছি সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য। আমি সকলের কাছে আহ্বান জানাচ্ছিসহিংসতা নয়, শান্তিপূর্ণ সংলাপের মাধ্যমেই সমাধান আসতে পারে।

ঘটনাটি ঘটে লাপাংআপ অঞ্চল সংলগ্ন এলাকায়। অভিযোগ, মেঘালয়ের কিছু কৃষক একটি বিতর্কিত অঞ্চলে ধান কাটতে গেলে আসামের তাপাত গ্রামের বাসিন্দারা তা আটকাতে যান। এতে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং তা রূপ নেয় সহিংস সংঘর্ষে। এই ঘটনায় কার্বি জনগোষ্ঠীর এক ব্যক্তি নিহত হন, আহত হন বহু। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ধান কাটার সময় এই ধরনের সংঘর্ষের আশঙ্কা আমরা আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। তাই দুই রাজ্যের পুলিশ বাহিনী আগেভাগে মোতায়েন ছিল। দু'পক্ষকেই শান্ত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। তবুও, এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। আসাম ও মেঘালয়ের মধ্যে ১২টি বিতর্কিত সীমান্ত অঞ্চল রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সাংমা জানান, এর মধ্যে ৬টি অঞ্চল নিয়ে ইতিমধ্যেই সমঝোতা হয়েছে। তিনি বলেন, গত ৫০ বছরে কোনো সরকার এতদূর এগোতে পারেনি। আমরা বাকিগুলোর সমাধানের দিকেও অগ্রসর হচ্ছি।

তিনি আরও বলেন, চাষাবাদের মরসুমে প্রতিবছরই দুই রাজ্যের কৃষকদের সমস্যায় পড়তে হয়। আমরা স্থানীয়ভাবে আলোচনা, সম্প্রদায় নেতাদের সম্পৃক্ততা এবং শান্তি কমিটির মাধ্যমে বিষয়গুলো মেটানোর চেষ্টা করি।

মুখ্যমন্ত্রী সাংমা সকলকে সংযম বজায় রাখতে এবং সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অনুরোধ জানান।তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণ উপায়ে এগোলে সরকারও স্থায়ী সমাধানের পথে ভালোভাবে কাজ করতে পারবে। সহিংসতা কেবল আমাদের পিছিয়ে দেয়।

বর্তমান সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে আসাম ও মেঘালয় প্রশাসনের মধ্যে আবারও সমন্বয় ও আলোচনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা, বহু বছরের পুরনো এই সীমান্ত বিবাদ অবশেষে একটি শান্তিপূর্ণ ও স্থায়ী সমাধান পাবে।

দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগে নিখোঁজ দ্বিতীয় ভারতীয় সেনার দেহ উদ্ধার

শ্রীনগর, ১০ অক্টোবর : দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার গাডোল জঙ্গলে নিখোঁজ দ্বিতীয় প্যারা-কমান্ডো সেনার দেহ উদ্ধার করা হয়েছে শুক্রবার সকালে। প্রবল তুষারঝড় ও প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে তাঁরা পাঁচদিন আগে অপারেশনের সময় নিখোঁজ হন।

চিনার কোর জানিয়েছে, ৬ ও ৭ অক্টোবর মধ্যরাতে দক্ষিণ কাশ্মীরের কিশতওয়ার রেঞ্জে একটি অপারেশন চলাকালীন সেনা দল তীব্র তুষারঝড় ও 'হোয়াইট আউট' পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। তখন থেকেই দুই সেনার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

এরপর থেকেই জোরকদমে সার্চ অ্যান্ড রেস্কিউ অপারেশন শুরু করে ভারতীয় সেনা, নিরাপত্তা বাহিনী ও জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ। বৃহস্পতিবার প্রথম সেনার দেহ উদ্ধার হয়। আজ শুক্রবার সকালে পাওয়া গেল দ্বিতীয় সেনার দেহও। বর্তমানে কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ নির্মূলের লক্ষ্য নিয়ে একযোগে কাজ করছে সেনাবাহিনী, কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী ও জম্মু কাশ্মীর পুলিশ। শুধুমাত্র সন্ত্রাসবাদীদের হত্যা নয়, তাদের ওভারগ্রাউন্ড কর্মী সহানুভূতিশীল এবং অর্থ জোগানদাতাদের বিরুদ্ধেও চলছে অভিযান।

বিশেষ করে মাদক পাচারকারী, হাওয়ালা অর্থ লেনদেনকারী এবং সন্ত্রাসে অর্থ জোগান দেওয়ায় যুক্ত অপরাধীরা রয়েছে নজরদারিতে। কারণ, এই অবৈধ কার্যকলাপের মাধ্যমেই কাশ্মীরে সন্ত্রাসের অর্থনৈতিক ভিত মজবুত হয়।

লাইন অফ কন্ট্রোল :৭৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ, মূলত বারামুলা, কুপওয়ারা, বান্দিপোরা ও আংশিকভাবে জম্মু জেলায় বিস্তৃত। আন্তর্জাতিক সীমান্ত :২৪০ কিলোমিটার, জম্মু বিভাগের জম্মু, সাম্বা এবং কাঠুয়া জেলায় অবস্থিত। সীমান্ত এলাকায় সেনা ও বিএসএফ কড়া নজরদারি চালাচ্ছে, যাতে অনুপ্রবেশ ও অস্ত্র-মাদক পাচার রোখা যায়।

স্পেনকে ন্যাটো থেকে বহিষ্কারের ইঙ্গিত ট্রাম্পের প্রতিরক্ষা খরচ না বাড়ানোর কারণে ক্ষোভ

ওয়াশিংটন, ১০ অক্টোবর: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্পেনের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন, প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় না বাড়ানোর জন্য ''স্পেনকে ন্যাটো থেকে বের করে দেওয়া উচিত।''ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার স্টাব-এর সঙ্গে হোয়াইট হাউসে এক যৌথ বৈঠকের সময় তিনি এই মন্তব্য করেন। ট্রাম্প বলেন, তাদের (স্পেনের) কোনো অজুহাত নেই এই খরচ না বাড়ানোর জন্য। ওদের জন্য ন্যাটোতে থাকার দরকার কী? হয়তো স্পেনকে ন্যাটো থেকে বের করে দেওয়া উচিত, স্পষ্ট করে বলছি।

তিনি আরও বলেন, তোমাদের স্পেনের সঙ্গে কথা বলা দরকার। জানতে হবে তারা কেন এত পিছিয়ে আছে। ওদের বলতে হবে, সময় এসেছে দায়িত্ব নেওয়ার।

চীনা বার্তা সংস্থা শিনহুয়া জানিয়েছে, ট্রাম্পের চাপে চলতি বছরের জুনে ন্যাটোর ৩২ সদস্য দেশ একমত হয় যে ২০৩৫ সালের মধ্যে নিজেদের জিডিপির ৫ শতাংশ প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করতে হবে। এটি এখন পর্যন্ত ন্যাটোর জন্য সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী প্রতিরক্ষা লক্ষ্য।

তবে স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ স্পষ্টভাবে এই লক্ষ্যের বিরোধিতা করে বলেছেন, এই ধরনের উচ্চ খরচ আমাদের কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণা ও বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ। তিনি বলেন, ''মাদ্রিদকে এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।স্পেন বর্তমানে ন্যাটো সদস্যদের মধ্যে প্রতিরক্ষা খাতে জিডিপির তুলনায় সবচেয়ে কম ব্যয়কারী দেশগুলির অন্যতম।

জুন মাসে ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, যদি স্পেন এই ৫ প্রতিরক্ষা ব্যয়ের লক্ষ্যে সায় না দেয়, তাহলে ওয়াশিংটন মাদ্রিদের বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্পেনের কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও উত্তপ্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

ফিলিপাইনের মিন্দানাও অঞ্চলে ৭.৬ মাত্রার ভয়াবহ ভূমিকম্প সুনামির সতর্কতা জারি

ম্যানিলা, ১০ অক্টোবর: ফিলিপাইনের মিন্দানাও অঞ্চলের দাবাও ওরিয়েন্টাল প্রদেশে আজ সকালে ৭.৬ মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। স্থানীয় সময় সকাল ৯:৪৩টায় (গ্রিনউইচ মান সময় ০১:৪৩) এই ভূমিকম্পটি অনুভূত হয় বলে জানিয়েছে ফিলিপাইন ইনস্টিটিউট অব ভলকানোলজি অ্যান্ড সিসমোলজি।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল ম্যানায় শহরের পূর্ব দিকে প্রায় ৬২ কিলোমিটার দূরে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে। এটি ছিল একটি টেকটোনিক ভূমিকম্প এবং এতে পরবর্তীতে একাধিক আফটারশক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রাথমিকভাবে মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা এবং ইউরোপিয়ান-মেডিটেরেনিয়ান সিসমোলজিক্যাল সেন্টার ভূমিকম্পটির মাত্রা ৭.৪ হিসেবে রেকর্ড করলেও, পরে ফিলিপাইনের ভূমিকম্প গবেষণা সংস্থা তা সংশোধন করে ৭.৬ বলে জানায়।

ফিলিপাইন ইনস্টিটিউট অব ভলকানোলজি অ্যান্ড সিসমোলজি জানিয়েছে, উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে এক মিটার পর্যন্ত উচ্চতার সুনামি ঢেউ আছড়ে পড়তে পারে এবং তা কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী হতে পারে। তাই উপকূলীয় বাসিন্দাদের উচ্চভূমিতে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল থেকে ৩০০ কিলোমিটার (১৮৬ মাইল) ব্যাসার্ধের মধ্যে থাকা উপকূলীয় এলাকায় 'ঝুঁকিপূর্ণ সুনামি ঢেউ' দেখা দিতে পারে। ভূমিকম্পের ফলে এখন পর্যন্ত কোনো প্রাণহানি বা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ স্থানীয়দের সতর্ক থাকতে এবং সরকারি নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ জানিয়েছে।

উল্লেখ্য, ফিলিপাইন প্রশান্ত মহাসাগরীয় 'রিং অফ ফায়ার'-এর উপর অবস্থিত হওয়ায় এই অঞ্চলে প্রায়ই ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটে থাকে।

সোনামুড়া মহকুমায় সিপিআইএমের ৭৮তম গোলাঘাটি শহীদ দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি ,কাঠালিয়া, ১০ অক্টোবর: শুক্রবার সোনামুড়া মহকুমায় সিপিআইএম দল একাধিক স্থানে যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭৮তম গোলাঘাটি শহীদ দিবস পালিত হয়েছে। প্রতিটি স্থানে শহীদ স্মৃতিচারণ ও শ্লোগানমুখর পরিবেশে দিনটি উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানটি শুরু হয় পতাকা উত্তোলন ও শহীদদের প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং এক মিনিট নীরবতা পালন দিয়ে। এরপর অনুষ্ঠিত হয় সংক্ষিপ্ত আলোচনা। ঘটনাটি বিভিন্ন জায়গায় পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কাঠালিয়া অঞ্চল কমিটির পক্ষ থেকে পার্টি অফিসের সামনে জাঁকজমকপূর্ণভাবে সকালবেলা কর্মসূচি পালিত হয়। এতে নেতৃত্ব দেন অঞ্চল সম্পাদক কৌশিক চন্দ, প্রবীণ নেতা নকুল মল্ল ও ননী পালসহ প্রায় ৪০ জন নারী-পুরুষ। থলিবাড়ি অঞ্চল কমিটি কালীখলা বাজারে এই দিবস উদযাপন করে। এতে নেতৃত্ব দেন অঞ্চল সম্পাদক পবিত্র দেববর্মা ও প্রবীণ নেতা বিষ্ণু ত্রিপুরা।রবীন্দ্রনগর অঞ্চল অফিস প্রাঙ্গণেও ব্যাপক অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে নেতৃত্ব দেন অঞ্চল সম্পাদক মিজান মিয়া ও মোঃ হানিফ, ইমরান হোসেন, কিরিট চক্রবর্তী, শিবলাল সাহা, ঢানু মিয়া সহ অন্যান্যরা।সোনামুড়া শহর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা কমিটির সদস্য নারায়ণ চক্রবর্তী, অহিদুর রহমান, অধীর ভৌমিকসহ একঝাঁক নেতাকর্মী। সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অধীর ভৌমিক উপস্থিত নেতাকর্মীদের প্রতি আগামী দিনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবিলায় সংগঠনকে শক্তিশালী করে প্রতিবাদে সোচ্চার থাকার আহ্বান জানান।মেলাঘর সিপিআইএম অঞ্চল অফিস প্রাঙ্গণেও পতাকা উত্তোলন, শহীদ বেদীতে শ্রদ্ধা জানানো ও এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করা হয়। এ সময় পরিস্থিতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন প্রবীণ নেতা গৌরাঙ্গ ঠাকুরতা, সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য দিনেশ দাস ও ইন্দ্রজিৎ সাহা।নলচর সিপিআইএম অফিস প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতেও পতাকা উত্তোলন, শহীদ স্মৃতিচারণ ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়। সিপিআইএম সোনামুড়া মহকুমা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য তপন দাস উপস্থিত নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে শক্তিশালী ও সংহত আন্দোলনের আহ্বান জানান।সব মিলিয়ে সোনামুড়া মহকুমায় নানা প্রান্তে ব্যাপক অংশগ্রহণে ৭৮তম গোলাঘাটি শহীদ দিবস যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়েছে, যেখানে দলীয় নেতাকর্মীরা একজোট হয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবিলার সংকল্প ব্যক্ত করেন।

কলমক্ষেত ডাকাতি ও হত্যা মামলায় আরেক অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঠালিয়া, ১০ অক্টোবর: যাত্রাপুর থানার অন্তর্গত কালী কৃষ্ণনগর সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা থেকে কলমক্ষেত ডাকাতি ও হত্যা মামলার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে রিপন মিয়া (২২) নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে সোনামুড়া থানার পুলিশ। রিপন মিয়ার পিতা মালো মিয়া, বাড়ি কলমক্ষেত। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই অভিযান সোনামুড়া থানা ও যাত্রাপুর থানা পুলিশের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হয়। অভিযুক্তকে আটক করে বর্তমানে পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে এবং আজ তাকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, সোনামুড়া থানা ও মেলাঘর থানার সংযোগস্থল ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মোহনভোগ ব্লকের ঘ্রানতলী গাঁও সভার ৪ নং ওয়ার্ডের কলমক্ষেত এলাকায় এক দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা ঘটেছিল ৫ অক্টোবর গভীররাতে। সশস্ত্র ডাকাতের দল হামলা করেছিল এলাকার শান্তি রঞ্জন দাসের বাড়িতে। তাদের হামলায় নিহত হয়েছিলেন বাড়ির ৮৫ বছর বয়সী বৃদ্ধ শান্তির রঞ্জন দাস। মারাত্মকভাবে জখম হয়েছিল উনার সহধর্মিনী নমিতা দাস। তারপর ডাকাতের দল নগদ অর্থ সহ স্বর্ণালংকার হাতিয়ে নেয়। তারপর নমিতা দাস হামাগুড়ি দিয়ে প্রতিবেশী নারায়ণ দাসের বাড়িতে গিয়ে গোটা ঘটনা জানায়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

উদয়পুরে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস -২০২৫ অনুষ্ঠিত

।নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১০ অক্টোবর: আজ উদয়পুর গোমতী জেলা পরিষদ অফিসের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হলো আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস -২০২৫। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের অর্থ, পরিকল্পনা, সমন্বয় এবং তথ্য দপ্তরের মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা পরিষদের জেলা সভাধিপতি দেবল দেবরায়, কাকরাবন- শালগরা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, উদয়পুর পুর পরিষদের পুর পিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা বিজন চক্রবর্তী, গোমতি জেলা সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের উপ-অধিকর্তা সনজিৎ রূপিণীসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। অনুষ্ঠানে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জলন করেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথি বৃন্দ।

মুখ্য আলোচনা করেন রাজ্যের অর্থ ,পরিকল্পনা, সমন্বয় দপ্তরের মন্ত্রী প্রনজিৎসিংহ রায়। রাজ্যের অর্থ ,পরিকল্পনা, সমন্বয় দপ্তরের মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় প্রবীণ নাগরিকদের সম্মান এবং তাদের ভরণ পোষণ সম্পর্কিত বিস্তৃত তথ্য তুলে ধরেন।

এছাড়াও উল্লিখিত বক্তারা প্রত্যেকেই আদর্শ সমাজ গঠনে প্রবীণ নাগরিকদের সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের সুস্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেওয়া প্রত্যেকটি ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। গোমতি জেলা পরিষদের কনফারেন্স হলে কানায় কানায় পরিপূর্ণ প্রবীণ নাগরিক, মহাবিদ্যালয়,বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ,দপ্তরের কর্মচারীবৃন্দ সবাই আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উপলক্ষে উপস্থিত প্রবীণদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। পরবর্তী সময়ে জেলা শ্রেষ্ঠ ৯০ ঊর্ধ প্রবীণ সম্মাননা পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় টেপানিয়া ব্লকের ছাতারিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আব্দুল মালেকের হাতে। সম্মাননা দশ হাজার টাকার চেক এবং উত্তরীয় পরিয়ে তাদের সম্মানিত করা হয়। জেলা শ্রেষ্ঠ কর্মজীবন সম্মান পেয়েছেন ৭০ বছর উর্ধ কিল্লা ব্লকের পূর্ব কুপিলং গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিপদ জমাতিয়া, যিনি একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং জমাতিয়া হদার সদস্য।জেলা শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সৃজন সম্মানে সম্মানিত করা হয় কাকড়াবন ব্লকের দক্ষিণ রানী গ্রাম পঞ্চায়েতের ষাট বছরের উর্ধ বিমল মুরাসিং- যিনি রামায়ণ, মহাভারত এবং বৈষ্ণবীয় সঙ্গীত ককবরক ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। এছাড়া জেলা শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সাহসিকতা সম্মাননা প্রদান করা হয় কাকরাবন ব্লকের গুপ্ত দেববর্মাকে।উনি একজন প্রাক্তন সৈনিক। সৈনিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কর্মজীবনে সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পরও দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন হোম বা বৃদ্ধাশ্রম থেকে আগত প্রবীণ নাগরিকদের সম্মাননা দেয়া হয়। বিশ্ব প্রবীণ দিবস হিসেবে অনুষ্ঠানে আগত ষাট ঊর্ধ ব্যক্তিদের সমাজ কল্যাণ এবং সমাজ শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে সম্মানিত করায় উপস্থিত সকলেই আপ্লুত হয়ে পড়েন। আগামী দিনেও এই ধরনের অনুষ্ঠান জারি থাকবে বলে সমাজ কল্যাণ এবং সমাজ শিক্ষা দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে।

জিএসটি হার কমানোয় স্বস্তি সদর গ্রামীণ জেলার উদ্যোগে সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন ওবিসি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান তাপস মজুমদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর: সদর গ্রামীণ জেলা কমিটির উদ্যোগে শুক্রবার খয়েরপুর সদর গ্রামীণ জেলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো এক সাংবাদিক সম্মেলন। কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে বিভিন্ন পণ্যের ওপর জিএসটি হার কমানো নিয়ে এই সম্মেলনে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সদর গ্রামীণ জেলার সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক, ওবিসি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান তাপস মজুমদার, প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি অমিত নন্দি সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ। এদিন ওবিসি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান তাপস মজুমদার জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে গরিব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ আর্থিকভাবে উপকৃত হবেন। তিনি বলেন, “জিএসটির হার কমানোয় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কমেছে। ফলে বাজারে স্থিতিশীলতা ফিরবে এবং মানুষের দৈনন্দিন ব্যয়ভার কিছুটা হলেও হ্রাস পাবে।” তাপস মজুমদার আরও বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে জিএসটি হ্রাসের এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এতে দেশজুড়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসবে এবং অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তারা জানান, সরকারের এই পদক্ষেপ জনসাধারণের স্বার্থে একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। পাশাপাশি তাঁরা আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতেও সাধারণ মানুষের স্বার্থে এরকম জনমুখী সিদ্ধান্ত গ্রহণ অব্যাহত থাকবে।

স্কুলছাত্রী অপহরণ পলাতক অভিযুক্ত

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে যায়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলেও মেয়েটি বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। ব্যাপক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে না পেয়ে ওই রাতেই মেলাঘর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মেয়েটির বাবা।

কিন্তু অভিযোগ দায়েরের পর বেশ কয়েক দিন পেরিয়ে গেলেও পুলিশ এখনো পর্যন্ত নাবালিকা মেয়েটিকে উদ্ধার করতে পারেনি। ফলে পরিবারের মধ্যে তীব্র উদ্বেগ ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। শুক্রবার মেয়েটির বাবা আবারও মেলাঘর থানায় গিয়ে পুলিশের সঙ্গে দেখা করে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত সুজিত দেব পূর্বে রাজ্যের বাইরে কাজ করতেন। সম্প্রতি রাজ্যে ফিরে এসে নাবালিকাকে অপহরণের সুযোগ খুঁজছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। অবশেষে শারদীয়া দুর্গোৎসবের দশমীর দিন সে সুযোগ কাজে লাগিয়ে নাবালিকা মেয়েটিকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

ঘটনায় নলচর এলাকা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। মেলাঘর থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের সন্ধানে তল্লাশি জোরদার করা হয়েছে এবং শীঘ্রই নাবালিকাকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তদন্তকারী আধিকারিক।

২৩ অক্টোবর বন্‌ধের ডাক

● প্রথম পাতার পর

করতে হবে। বেআইনি বিদেশী অনুপ্রবেশ রুখতে অবিলম্বে ত্রিপুরায় ইনার লাইন পারমিট ’ চালু করতে হবে। স্বাক্ষরিত ’ ত্রিপাক্ষিক তিপ্রাসা চুক্তি’ অবিলম্বে কার্যকরী করতে হবে। ককবরক ভাষা রোমান হরফে লেখার জন্য অবিলম্বে সরকারি ঘোষণা করতে হবে। অবৈধ তথা জাল ’তপসিলি জাতি ও তপসিলি জনজাতি শংসাপত্র’ অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। বিগত ২০২৪ ইং সনের সেপ্টেম্বর মাসের ৪ তারিখ ভারত সরকার, ত্রিপুরা রাজ্য সরকার ও এ.টি.টি.এফ, এন.এল.এফ.টি এর মধ্যে যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছিল, তা অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে।

জওয়ানের রহস্য মৃত্যু ঃ চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

সপ্তম ব্যাটালিয়নের হেডকোয়ার্টারের ব্যারেকের মধ্যে। মৃত জওয়ানের নাম নরেশ কচ্ছপ, তাঁর বাড়ি ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে। ঘটনার পর মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জিবি হাসপাতালের মর্গে নিয়ে আসা হয়েছে।

ব্যাটালিয়নের এক আধিকারিক সূত্রে জানা গেছে, মৃত টিএসআর জওয়ানের নাম নরেশ কচ্ছপ, তাঁর বয়স ৫৯ বছর। তিনি কিছুদিন ধরে শারীরিক অসুস্থতার কারণে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক ৯টা নাগাদ ব্যারেকের মধ্যে আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। সাথে সাথে অন্যান্য জওয়ানেরা বিষয়টি আধিকারিকদের জানান। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

চিকিৎসকের প্রাথমিক অনুমান, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তবে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হবে। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ বিমানে করে তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য ঝাড়খন্ডে পাঠানো হবে। সেখানে তাঁর পরিবারের লোকজন উপস্থিত থাকবেন। এই ঘটনায় ব্যাটালিয়নের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জামাতাকে খুনের অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

সঙ্গে মিল না থাকলেও সন্তানকে দেখতে প্রায়শই সে শ্বশুরবাড়িতে যায়। গতকাল দুপুরেও সন্তানকে দেখতে শ্বশুর বাড়িতে গেছিলেন সুমন পাল। মৃতের ভাইয়ের দাবি, সেখানে তাকে বিষ মিশানো মাদক পান করানো হয়।। তারপরেই কিছুটা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাকে বাড়িতে এনে দিয়ে যায় তার শশুর। তারপরেই অসুস্থ হয়ে পড়ে সুমন। তড়িঘড়ি তাকে সিধাই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখান থেকে তাকে জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়।। চিকিৎসক জানায় তার শরীরে বিষক্রিয়া হয়েছে। পরবর্তীতে আজ সকালে মৃত্যু হয় সুমনের। তার পরিবারের দাবি শশুর বাড়িতে বিষ পান করিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনায় প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়ে এর সঠিক তদন্ত দাবি করবেন বলে জানিয়েছেন মৃতের পরিবার।

সমৃদ্ধ ত্রিপুরা

● প্রথম পাতার পর

দশক ধরে এমবিবি কলেজ লেক সংলগ্ন স্থানগুলিতে অনেক সময়ই অসামাজিক কাজ হত। বর্তমান সরকার এই এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের মাধ্যমে এলাকাটিকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছে। এই জায়গাটি বৃদ্ধ বৃদ্ধা সহ প্রতিটি মানুষের প্রাতভ্রমণের, শিশুদের খেলার, ছাত্রছাত্রীদের মানসিক বিকাশের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। শিক্ষা, সাহিত্য, ক্রীড়া সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমবিবি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের রাজ্যে ও রাজ্যের বাইরে সুনাম রয়েছে। এই জায়গাটিরও বিশেষ ঐতিহ্য রয়েছে। আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় রাজন্য স্মৃতি বিজরিত স্থানগুলির পুনরুদ্ধার করে নতুন রূপ দেওয়া হচ্ছে। প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে আমাদের দেশকে বিশ্ব মানচিত্রের শীর্ষে নিয়ে যাওয়ার কাজ করছেন। রাজ্য সরকারও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাজ্যকে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যাওয়ার কাজ করছে। তবে মানুষের সহযোগিতা ছাড়া রাজ্য সরকারের একার পক্ষে সমৃদ্ধ ত্রিপুরা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই রাজ্য সরকারকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে মুখ্যমন্ত্রী সবার প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার কলেজ লেইক সৌন্দর্য্যায়ণে রূপায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আগরতলা শহরের জল নিকাশী ব্যবস্থার উন্নয়নে ১৭টি জায়গায় নতুন পাম্প মেশিন বসানো হয়েছে। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে নতুন ভাবে গড়ে তোলার কাজ করছে। কলেজ লেকের সৌন্দর্য্যায়ণ তারই অঙ্গ। তিনি রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রগুলির উন্নয়নের কথাও তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আগরতলা স্মার্ট সিটি লিমিটেডের সিইও ডা. শৈলেশ যাদব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত, পুরনিগমের ইস্ট জোনের চেয়ারম্যান সুখময় সাহা, রাজ্যের এডভোকেট জেনারেল শক্তিময় চক্রবর্তী, পুরনিগমের সিইও দিলীপ কুমার চাকমা, আগরতলা স্মার্টসিটি লিমিটেড এডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান ডা. দিলীপ দাস প্রমুখ। উদ্বোধনের পর মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ কলেজ লেক এলাকা ঘুরে দেখেন। উল্লেখ্য, বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে ৩৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

প্রতিবাদের ঝড়ে টালমাটাল রাজ্য

● প্রথম পাতার পর

৩০০ টাকা এবং ভোকেশনাল ফি অপরিবর্তিত রেখে মোট ফি দাঁড়িয়েছে ৩৭৫ টাকা।

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পূর্বে পরীক্ষার ফি ছিল ১৬০ টাকা এবং প্র্যাকটিক্যাল ফি ৭৫ টাকা, মোট ২৩৫ টাকা। এখন পরীক্ষার ফি বাড়িয়ে ৪০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, প্রতিটি প্র্যাকটিক্যাল বিষয়ে ৭৫ টাকা করে ফি দিতে হবে।

রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে রেজিস্ট্রেশন ফি ১১০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২১০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

অপরদিকে, ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে তীব্র বিতর্কের মধ্যে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি শিক্ষা ক্ষেত্রে ”নৈরাজ্য” ও ”দুর্নীতি”র একাধিক অভিযোগ তুলে সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। আজ কংগ্রেস ভবন থেকে প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই সংক্রান্ত গুরুতর অভিযোগগুলি সামনে আনা হয়।

প্রদেশ কংগ্রেসের অভিযোগ, রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা এখন সম্পূর্ণ নৈরাজ্যের শিকার এবং লাগামহীন দুর্নীতিতে ভরে গেছে। তারা অভিযোগ করে যে শিক্ষা দপ্তর ও টিবিএসই এখন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) ’দুর্নীতির আখড়ায়’ পরিণত হয়েছে। ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্তকে শিক্ষা ব্যবসায় রূপান্তর-এর একটি অংশ হিসেবে আখ্যা দিয়ে কংগ্রেস প্রশ্ন তুলেছে, যখন দেশের অন্যান্য রাজ্যে শিক্ষা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করার দাবি উঠছে, তখন ত্রিপুরায় কেন ফি বৃদ্ধি করা হলো? দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষক স্বল্পতা চলছে। কংগ্রেস অভিযোগ করে, সরকার মাঝে মধ্যে বিজ্ঞাপন দিয়ে ”চাকরি মেলার নামে তামাশা” করে, কিন্তু শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে কোনো উদ্যোগ নেই। তাদের মতে, ১০৩২৩ জন শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করার পর তাদের পুনর্বহাল বা রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি সরকার।

এদিনের বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, ”বিদ্যাজ্যোতি” বা ”পিএম শ্রী” স্কুলের নাম করে রাজ্যের স্কুল শিক্ষাকে বেসরকারি মডেলে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে বলে কংগ্রেস অভিযোগ করে। এছাড়াও, বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হচ্ছে এবং স্কুল ইউনিফর্ম বিতরণেও দুর্নীতি হচ্ছে বলে অভিযোগ তাদের।

প্রদেশ কংগ্রেসের আরো অভিযোগ, মানুষ সচেতন হলে সচেতন রাজনৈতিক দর্শন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না, এই চিন্তাভাবনা থেকেই সরকার পরিকল্পিতভাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিতে চাইছে।

প্রদেশ কংগ্রেস অবিলম্বে পরীক্ষার বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে। একই সঙ্গে তারা রাজ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্ত দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার তদন্তের দাবি তুলেছে। কংগ্রেস হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে, সরকার তাদের দাবি পূরণ না করলে তারা বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলবে।

অন্যদিকে, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সাম্প্রতিক ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাঙালী ছাত্র যুব সমাজ শুক্রবার এক শক্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। এদিন তারা প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়েছে, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার আবেদন ফি, রেজিস্ট্রেশন ফি, প্র্যাকটিক্যাল ফি, রিভিউ ফি, সেন্টার ফি সহ অন্যান্য পরীক্ষার ফি পূর্বের তুলনায় কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাঙালী ছাত্র যুব সমাজের দাবি, হঠাৎ এবং অযৌক্তিকভাবে এ ধরনের ফি বৃদ্ধি শিক্ষার্থীদের উপর নতুন আর্থিক বোঝা চাপাচ্ছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, “সরকার ক্ষমতায় আসার আগে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিপ্লব আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। মোবাইল বিতরণ, বছরে ৫০ হাজার চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি। শিক্ষাক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে২০০০ স্কুল বন্ধ, হাজার হাজার শূন্যপদ, বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।”

বিজ্ঞপ্তিতে অভিযোগ করা হয়েছে, “সরকার শিক্ষাকে বেসরকারীকরণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরীক্ষার ফি এমনভাবে বাড়িয়েছে যে তা শিক্ষার অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার ফি যেখানে আগে ছিল ১৩০ টাকা, এখন তা করা হয়েছে ৩০০ টাকা। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফি যেখানে ছিল ১৬০ টাকা, এখন তা বেড়ে হয়েছে ৪০০ টাকা। এই ধরনের বৃদ্ধি শিক্ষার্থীদের জন্য সহনীয় নয়।”

বাঙালী ছাত্র যুব সমাজ দাবি জানিয়েছে, ফি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ন্যূনতম সীমা ১০-২০ টাকা হওয়া উচিত এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদ যেন অবিলম্বে এ অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে। তারা শিক্ষাকে বেসরকারীকরণের হাত থেকে রক্ষা করার আহ্বান জানিয়েছে এবং শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির দাবিও তুলেছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, “শিক্ষার্থীদের উপর অযৌক্তিক বোঝা আর চাপ বৃদ্ধি আমাদের সমাজ ও দেশের ভবিষ্যতের জন্য ক্ষতিকর। আমরা আশা করি, সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের কণ্ঠস্বরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের দাবি মেনে নেবে।”

তিন নেশাকারবারীকে

● প্রথম পাতার পর

ঘটনার পর এলাকাবাসীরা একত্রিত হয়ে ঘোষণা করেন, নেশা ব্যবসায়ীদের আর এই গ্রামে ঠাঁই দেওয়া হবে না। তাঁরা প্রশাসনের কাছে দাবি জানান, ধৃতদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক এবং এলাকাকে সম্পূর্ণ নেশামুক্ত ঘোষণা করা হোক।

গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই প্রয়াস এখানেই থামবে না। ভবিষ্যতেও এলাকায় নেশা বিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে। তাঁদের কথায়, “নেশার কবলে পড়ে এলাকার যুব সমাজ ধ্বংসের পথে এগোচ্ছে, তাই এখনই সচেতন ও সক্রিয় হওয়া জরুরি।”

নেশার বিরুদ্ধে এই সামাজিক উদ্যোগে স্থানীয় মহলে প্রশংসার ঝড় উঠেছে। প্রশাসনকেও এ বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

ভুয়ো খবর ছড়ানোর

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগে নীতীশ দেব জানান, তিনি একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং পাশাপাশি একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সক্রিয় সদস্য। দীর্ঘদিন ধরে সমাজে নেশা বিরোধী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত তিনি। তাঁর দাবি, পরিকল্পিতভাবে তাঁর সামাজিক ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে ও সম্মানহানি ঘটাতে মিথ্যা খবরটি প্রচার করা হয়েছে।

তিনি বলেন, “কোনও দায়িত্বশীল সংবাদকর্মী এভাবে ভুয়া ও ভিত্তিহীন খবর প্রকাশ করতে পারেন না। আমার ব্যক্তিগত সম্মান ক্ষুণ্ণ করার জন্যই এই কূটচাল। আমি প্রশাসনের কাছে ন্যায়বিচার দাবি করছি।”

এদিকে, ধর্মনগর থানার ওসি মীনা দেববর্মা জানান, অভিযোগটি গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা হয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, “যে বা যারা সামাজিক মাধ্যমে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধর্মনগর শহরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এলাকাবাসীর একাংশের মত, ভুয়া খবর ছড়িয়ে নির্দোষ ব্যক্তিদের মানহানি ঘটানো এখন উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে, যা রুখতে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

লোকসভার স্পিকারের

● আটের পাতার পর

আরোপ করে শ্রী বিরলা অভিভাবকদের আহ্বান জানান, আপনাদের সন্তানদের মাতৃভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করান। এটাই ভারতের জীবন্ত পরিচয় ভবিষ্যতের প্রজন্মে পৌঁছে দেবে।

শ্রী বিরলা অস্ট্রেলিয়ান সেনেটের প্রেসিডেন্ট হার এক্সেলেন্সি মিজ সু লাইনসের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নেন। ২০২০ সালের কম্প্রিহেনসিভ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ অনুসারে ভারত-অস্ট্রেলিয়া সম্পর্কের বিস্তারকে স্বাগত জানানো হয়। শ্রী বিরলা ভারতের ডিজিটাল সংসদ’, বহুভাষিক এআই-চালিত সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তিনির্ভর সংসদীয় স্বচ্ছতা বৃদ্ধির উদ্যোগগুলোর ওপর আলোকপাত করেন।

তিনি মিজ লাইনসকে ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠেয় ২৮তম কমনওয়েলথ স্পিকার্স কনফারেন্স -এ অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানান।বার্বাডোসের স্পিকার মি. হোল্ডারের সঙ্গে পৃথক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে জাতিসংঘ, জি-৭৭, এবং ক্যারিকম- এর মতো ফোরামে যৌথ কণ্ঠস্বর এবং ন্যায়সঙ্গত সংস্কারের প্রতি প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত হয়। আলোচনায় উদীয়মান প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে সংসদকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। শ্রী বিরলা মি. হোল্ডারকেও ২৮তম যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান।

কমনওয়েলথ সম্মেলনের ফাঁকে শ্রী বিরলা জ্যামাইকার স্পিকার মিজ জুলিয়েট হোলনেস এবং জাম্বিয়ার স্পিকার মিজ নেলি মুত্তি-র সঙ্গে পৃথক বৈঠকে অংশ নেন। আলোচনা হয় -এর সহায়তায় সংসদীয় স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ এবং নিয়মিত সংসদীয় প্রতিনিধিদল বিনিময় নিয়ে। শ্রী বিরলা দুই নেতাকেই ২৮তম তে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান।

তিনি উল্লেখ করেন, ভারত ও জাম্বিয়ার বন্ধুত্ব শুধু ঐতিহাসিক নয়, এটি ভবিষ্যতের পথ নির্মাণেও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সংসদীয় প্রযুক্তি ব্যবস্থায় ভারতের অগ্রগতি অন্য দেশগুলোর জন্য অনুপ্রেরণা হতে পারে।

লোকসভার স্পিকারের এই বার্বাডোস সফর ভারত-বার্বাডোস দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। গণতন্ত্র, উন্নয়ন এবং প্রযুক্তিনির্ভর সংসদ গঠনের লক্ষ্যে উভয় দেশের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ভবিষ্যতে আরও ফলপ্রসূ হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর

● আটের পাতার পর

দীপ্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স সকলের পছন্দের এমন একটি গয়না প্রতিষ্ঠানের নাম যারা এই আলো, খুশি আর আনন্দ উৎসবের সময়কে আরো বিশেষ করে তুলতে ক্রেতাদের জন্য রেখেছে সুন্দর উপহার আর অফুরান শুভেচ্ছা।

‘আলো ও আনন্দের উৎসব’কে স্বাগত জানিয়ে, ‘চমক ভরা ধনতেরাস’-এর একুশতম সংস্করণের বিশেষ প্রিভিউ আজ অনুষ্ঠিত হল এক ঐতিহ্যবাহী প্রদীপ তৈরী করার শিল্পীর কর্মশালায় আপাত ভাবে অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকা জায়গাকে আলোকিত করতে এবং দীপাবলিকে সত্যিকার অর্থে ‘আলোর উৎসব’ করে তোলার ক্ষেত্রে মৃৎশিল্পী সমাজের অবদানের বিষয়ে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে এই আয়োজন করা হয়।

এবছরের ‘চমক ভরা ধনতেরসের’ বিশেষ কালেকশন গুলো উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট লাইফ কোচ ও নৃত্যগুরু অলকানন্দা রায়, পাশে ছিলেন অর্পিতা সাহা ও রূপক সাহা, শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর দুই ডিরেক্টর। এদিনের অনুষ্ঠানে এসে অলকানন্দা রায় বলেন, ”দীপাবলিকে সত্যিকারের আলোর উৎসব করে তুলতে ঐতিহ্যবাহী মৃৎ শিল্পীদের অবদানকে সামনে আনার এই অর্থবহ উদ্যোগের অংশ হতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত। এই সুন্দর উদ্যোগের জন্য শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-কে অভিনন্দন জানাই।”

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, ”আমাদের উদ্দেশ্য ছিল মাটির যে প্রদীপ দিয়ে আমরা দীপাবলির উদযাপন করি , তাকে নতুন করে চেনা শুধু শুভ আলোর প্রতীক হিসেবে নয়, বরং সেই শিল্পীদের অবদানকে চিনে নেওয়া, যাঁরা আমাদের ঘরকে আলোকিত করেন, অথচ নিজেরাই থেকে যান অন্ধকারে।” তিনি আরো বলেন, ”এ উদ্যোগ মূলত এক শ্রদ্ধাঞ্জলি সেই শুভ মাটিকে, যার থেকে প্রদীপ তৈরি হয় এবং সেই দক্ষ শৈল্পিক হাতকে, যা তাকে আকার দেয়।”

আরেক ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা বলেন, ”ধনতেরাস মানেই ধন-সম্পদের দেবীকে ঘরে আমন্ত্রণ জানানোর উৎসব। আমরা ২০ বছর আগে চমক ভরা ধনতেরাস-এর সূচনা করেছিলাম। আমাদের গ্রাহকদের জন্য এটি ছিল সোনা ও হীরের গয়না কেনার এক সুবর্ণ সুযোগ, যা আসলে পরিবারে সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির প্রতীক।”

তিনি আরও যোগ করেন, ”বিগত বছরগুলিতে চমক ভরা ধনতেরাস-এর আকার ও পরিসরে অনেকটাই বেড়ে উঠেছে। সোনার ও হীরের গয়নার উৎসবের পাশাপাশি আকর্ষণীয় অফার ও লাকি ড্র-র মাধ্যমেও গ্রাহকদের মন জয় করে এসেছে।” সব শেষে, অর্পিতা ও রূপক সাহা বলেন, ”আমরা আমাদের প্রিয় গ্রাহকদের ভালোবাসা ও আস্থার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমরা ডিজাইন, কারিগরি ও সুলভ মূল্যের উৎকর্ষ বজায় রাখব যেন তাঁদের প্রত্যাশা সবসময় পূরণ করতে পারি।” ”চমক ভরা ধনতেরাস” অফারটি শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স- এর ত্রিপুরার (আগরতলা, ধর্মনগর ও উদয়পুর) সব ক’টি শোরুম এবং কলকাতার সব (গড়িয়াহাট, বেহালা ও বারাসাত) শোরুমেও ১০ থেকে ১২ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত চলবে। উৎসবের দিনগুলো আপনাদের জীবনে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠুক। এই আলোর উৎসব পরিপূর্ণতা পাক, এটাই কামনা করি। সকলকে আলোর উৎসবের অফুরন্ত শুভেচ্ছা ও চমকভরা ধনতেরাসে আমন্ত্রণ জানিয়ে অনুষ্ঠানটির সুন্দর পরিসমাপ্তি হয়।

ভিনু মানকর ট্রফিতে ত্রিপুরা আজ হায়দ্রাবাদের মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ভিনু মানকর ট্রফি ক্রিকেটে ত্রিপুরা আগামীকাল হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে খেলবে। দ্বিতীয় ম্যাচের মাথায় প্রথম জয়ের স্বাদ পেতে চাইছে ত্রিপুরা দল হায়দ্রাবাদ কে হারিয়ে। হায়দ্রাবাদ দল কিন্তু প্রথম ম্যাচে ২৮ রানের ব্যবধানে কর্নাটকের কাছে পরাজিত হয়ে পয়েন্ট খুয়েছিল। এদিকে ত্রিপুরা দলও হিমাচল প্রদেশের কাছে একানব্বই রানে হেরে পয়েন্ট তালিকায় ছেলেদের অনূর্ধ ১৯ এক দিবসীয় ক্রিকেট তথা ভিনু মানকর ট্রফিতে এলিট গ্রুপ ডি বিভাগে ছয় দলের মধ্যে ষষ্ঠ স্থানে অবস্থান করছে। প্রথম ম্যাচে হায়দ্রাবাদ পরাজিত হলেও তাদের অবস্থান রান রেট এর বিচারে চতুর্থ স্থানে। টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলায় আগামীকাল এই ডি গ্রুপে ছত্তিশগড় খেলবে হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে এবং চন্ডিগড় মুখোমুখি হবে কর্ণাটকের বিরুদ্ধে। প্রথম রাউন্ডের খেলা শেষে পয়েন্ট তালিকায় হিমাচল প্রদেশ শীর্ষে রয়েছে। দ্বিতীয় শীর্ষে ছত্তিশগড় এবং কর্নাটকের অবস্থান তৃতীয় স্থানে।

ত্রিপুরার মহিলা ক্রিকেটাররা আজ কর্নাটকের বিজয় রথ থামাতে মরিয়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে চাইছে ত্রিপুরার সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট দল। আগামীকাল (শনিবার) ত্রিপুরার প্রতিপক্ষ কর্ণাটক স্টেট ক্রিকেট এসোসিয়েশন। কর্ণাটকের সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটাররা কিন্তু পরপর দুই ম্যাচ জয়ী হয়ে তৃতীয় জয় অর্থাৎ হ্যাটট্রিকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে। ত্রিপুরা প্রথম ম্যাচে হরিয়ানার কাছে ৭৬ রানে পরাজিত হলেও দ্বিতীয় ম্যাচে হায়দ্রাবাদ কে ৪৮ রানে হারিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর বড় মাপের রসদ পেয়েছিল। পক্ষান্তরে কর্ণাটক পর পর দুই ম্যাচে যথাক্রমে হিমাচল প্রদেশ কে আট উইকেটে এবং অন্ধ্রকেও ৮ উইকেটে পরাজিত করে ৪-৪ করে ৮ পয়েন্ট পেয়ে এলিট গ্রুপ সি বিভাগে প্রথম সারিতে দ্বিতীয় শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে। ত্রিপুরার অবস্থান আপাতত পঞ্চম স্থানে রয়েছে। আগামীকাল তৃতীয় রাউন্ডের খেলায় এই গ্রুপে ছত্তিশগড় খেলবে উড়িষ্যার বিরুদ্ধে। হিমাচল প্রদেশ খেলবে হরিয়ানার বিরুদ্ধে। অপর ম্যাচে অন্ধ্র খেলবে হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে।

রাজ্য ভিত্তিক স্কুল হকি ও টেবিল টেনিসের সমাপ্তি আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা। আগামীকাল সম্পন্ন হচ্ছে স্কুল হকি ও টেবিল টেনিস টুর্নামেন্ট। পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছিল তিন দিনব্যাপী রাজ্যভিত্তিক স্কুল হকি ও টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা চলবে আগামীকাল শনিবার পর্যন্ত। দুইটি ইভেন্টের মধ্যে হকি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগরতলার দশরথ দেব হকি গ্রাউন্ডে, আর টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এন.এস.আর.সি.সি-র টেবিল টেনিস হল-এ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, আন্তর্জাতিক জিমন্যাস্ট প্রদশ্রী দীপা কর্মকার, রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উপ-অধিকর্তা দিলীপ দেবনাথ সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। অনুষ্ঠানে বক্তারা রাজ্যের ক্রীড়া উন্নয়নে তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণের গুরুত্বের ওপর জোর দেন এবং খেলোয়াড়দের শুভেচ্ছা জানান। তিন দিনব্যাপী এই আসরে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। আগামীকাল প্রতিযোগিতার শেষ পর্যায়ে মাঠেই বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে।

গিলকে অধিনায়ক করায় ভুল দেখছেন না সৌরভ মুখ খুললেন রোহিতদের ভবিষ্যৎ নিয়েও

রোহিত শর্মাকে সরিয়ে শুভমান গিলকে অধিনায়কত্ব। ভারতীয় ক্রিকেটের এই 'যুগবদলে'র সিদ্ধান্তকে সমর্থনই করলেন প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক তথা প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলছেন, শুভমান টেস্টে ভালো করেছে, সেজন্য ওডিআই ক্যাপ্টেন্সি পেয়েছে। তাছাড়া সাতাশের বিশ্বকাপ পর্যন্ত আদৌ বিরাট এবং রোহিত খেলতে পারবেন কিনা, সেটা নিয়েও সন্দিহান প্রাক্তন অধিনায়ক।

রোহিত শর্মা। প্রশ্নাতীতভাবে সাদাবলের ক্রিকেটে ভারতের সর্বকালের সেরা অধিনায়কদের মধ্যে অন্যতম। মাত্র আটমাসের মধ্যে দেশকে দুটি আইসিসি ট্রফি দিয়েছেন তিনি। অথচ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিজয়ের অব্যবহিত পরেই তাঁকে ছেঁটে ফেলা হল অধিনায়কত্ব থেকে। বদলে তরুণ শুভমান গিলের উপর আস্থা রাখার কথা বলছে বিসিসিআই। লক্ষ্য ২০২৭ বিশ্বকাপ। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে বিতর্ক কম হচ্ছে না। ক্রিকেট মহলের একাংশের বক্তব্য, এটা রোহিতের সঙ্গে অন্যায়। যদিও বোর্ডের এই সিদ্ধান্তে কোনও ভুল দেখছেন না প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি।

তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হল, সৌরভ যখন বিসিসিআই সভাপতি ছিলেন তখনই রোহিতের নেতৃত্বপ্রাপ্তি। বিরাট কোহলিকে সরানো নিয়ে সেসময় কম বিতর্ক হয়নি। সবটা তিনিই সামলেছেন। আবার যখন ভারতীয় ক্রিকেটে নেতৃত্ববদল নিয়ে বিতর্ক, তখন সৌরভ বোর্ডেরই পাশে দাঁড়ালেন। এক বেসরকারি সংস্থার অনুষ্ঠানে তিনি বললেন, ''রোহিতকে সরিয়ে শুভমানকে আনার সিদ্ধান্তে ভুল দেখছি না। শুভমান টেস্টে ভালো করেছে, সেজন্য ওয়ানডে অধিনায়কত্ব পেয়েছে। ওর মধ্যে প্রচুর প্রতিভা রয়েছে।'' প্রাক্তন বোর্ড সভাপতির বিশ্বাস, এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে রোহিতের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছেন বিসিসিআই কর্তারা।

২০২৭ বিশ্বকাপে এখনও বছর দুয়েক। অধিনায়কত্বহীন রোহিত, বা বিরাট আদৌ ওই টুর্নামেন্টে খেলবেন তো? সন্দিহান সৌরভ নিজেও। তিনি বলছেন, '' ২০২৭ সালে রোহিতের বয়স ৪০ হবে। সেটা স্পোর্টসের বিচারে কম নয়।'' বিরাট বা রোহিতকে বিশ্বকাপ খেলতে হলে ফিট থাকতে হবে। ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে হবে। ওরা কতটা ফিট থাকে সেটার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে বলেই মত মহারাজের।

খেলা শুরুর আগেই শুভমনকে জড়িয়ে ধরলেন গম্ভীর, হাত মেলালেন জাডেজা-বুমরাহেরা, কী করলেন ভারত অধিনায়ক

তখন সবে টস শেষ হয়েছে। প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দলের কাছে ফিরেছেন শুভমন গিল। হঠাৎ দেখা গেল, শুভমনকে জড়িয়ে ধরলেন প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর। এসে হাত মেলালেন রবীন্দ্র জাডেজা, জসপ্রীত বুমরাহ, অক্ষর পটেলরা। শুভমনও শুরুতে খানিকটা অবাক হয়ে যান। পরে অবশ্য হাসি ফোটে তাঁর মুখে। ঠিক কী হয়েছিল ভারতীয় দলে?

উল্লাসের কারণ, শুভমনের টস জয়। ভারতের টেস্ট অধিনায়ক হওয়ার পর এটি তাঁর সাত নম্বর টেস্ট। আগের ছ'টি টেস্টে টস হেরেছিলেন শুভমন। সপ্তম টেস্টে প্রথম বার টস জিতেছেন। সেই কারণেই দলের প্রত্যেকে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। দেখে মনে হচ্ছিল, খেলতে নামার আগেই ম্যাচ জিতে গিয়েছে ভারত।

অধিনায়ক হিসাবে ইংল্যান্ডের মাটিতে পাঁচটি টেস্ট খেলেছেন শুভমন। পাঁচটি টেস্টেই ভুল 'কল' করেছিলেন তিনি। তাতে অবশ্য সিরিজ হারতে হয়নি। ২-২ সিরিজ ড্র করে ফিরেছে ভারত। কয়েক দিন আগে অহমদাবাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধেও টস হারেন শুভমন। অবশ্য আড়াই দিনে খেলা জিতে যায় ভারত।

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে উঠে শুভমন জানিয়েছিলেন, যত দিন তিনি ম্যাচ জিতছেন, তত দিন টসের বিষয়ে খুব একটা ভাববেন না। কিন্তু মনের কোথাও নিশ্চয় খচখচ করছিল তাঁর। অবশেষে সেটা দূর হল। দিল্লিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শুভমন। প্রথম ইনিংসেই বড় রান করে নিতে চাইছেন তিনি। এখন দেখার, টস জেতার পর শুভমনের সিদ্ধান্তের দাম ব্যাটারেরা দিতে পারেন কি না।

মেসির সামনেই ডার্বি! কলকাতায় এসে ইস্ট-মোহন দ্বৈরথ দেখবেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা

চোদ্দ বছর পর কলকাতা মাতাতে আসছেন লিওনেল মেসি। অন্যান্য কর্মসূচির সঙ্গে কলকাতা ডার্বিও উপভোগ করবেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। জানা গিয়েছে, মেসির কলকাতা সফর উপলক্ষে মাঠে নামবে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান। দুই দলের তারকা একাদশের ম্যাচে হাজির থাকবেন এলএমটেন। বিশেষ ডার্বির বিজয়ীদের হাতে পুরস্কারও তুলে দেবেন তিনি।

দেশের জার্সিতে অধিনায়কত্বের সূচনাটা ১৪ বছর আগে ভারতীয় ফুটবলের রাজধানীতে করেছিলেন মেসি। অবশ্য তখনও বিশ্ব ফুটবলের অবিসংবাদিত মহানায়ক হয়ে ওঠেননি আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। কয়েকটা ব্যালন ডি'অর জিতলেও সর্বকালের সেরার তালিকায় শীর্ষস্থানীয় হননি মেসি। ১৪ বছর পর ফের সেই যুবভারতীতে ফিরতে চলেছেন লিওনেল মেসি। এবার বিশ্বজয়ী হিসাবে, সর্বকালের অন্যতম সেরা হিসাবে। তবে এবার ম্যাচ খেলবেন না মেসি, যোগ দেবেন 'গোট কনসার্টে'। যে কনসার্ট আয়োজন করা হচ্ছে আর্জেন্টাইন মহাতারকার সম্মানে।

১৩ ডিসেম্বর, কলকাতার যুবভারতীতে গোট কনসার্ট আয়োজিত হবে।

ওইদিনই খেলা হবে মিনি ডার্বি। ১১ জন করে ফুটবলার থাকবেন দুই দলেই।

মোহনবাগান মেসি অল স্টার্স বনাম ইস্টবেঙ্গল মেসি অল স্টার্সের এই ম্যাচে দুই দলের সেরা দেশি-বিদেশি তারকারা খেলবেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। জয়ী দলকে বিশেষ পুরস্কার দেবেন মেসি স্বয়ং। গোটা ডার্বি ম্যাচও দেখবেন তিনি।

উল্লেখ্য, মেসির কলকাতা আগমন ঘিরে ফুটবলপ্রেমীদের উন্মাদনার পারদ চড়তে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে গোট কনসার্টের টিকিট। অ্যাপ থেকে কাটা যাবে এই গোট কনসার্টের টিকিট।

টিকিট শুরু হচ্ছে ৩৮৩৫ টাকা থেকে।

সর্বোচ্চ মূল্যের টিকিটের দাম ১৪, ৭৫০ টাকা। এই টিকিট থাকলে বসা যাবে ভিআইপি-তে। মেসি দর্শনকে কেন্দ্র করে যে মঞ্চ ভাবা হয়েছে, তাতে উপস্থিত থাকবেন অবশ্যই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানেই মঞ্চ ভাগ করে নিতে পারেন অমিতাভ বচ্চন। এবার গোট কনসার্টের জৌলুস আরও বাড়িয়ে দেবে এই মিনি ডার্বি।

রোহিত-কোহলির উপর 'শর্ত' চাপাল বোর্ড!

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজে রয়েছেন। কিন্তু তার পর আর কত দিন ভারতের জার্সিতে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি খেলবেন, তার নিশ্চয়তা নেই। ২০২৭ সালের এক দিনের বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন দেখছেন দুই ক্রিকেটার। তবে তার জন্য ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক 'শর্ত' মানতে হবে রোহিত ও কোহলিকে।

জানা গিয়েছে, বোর্ড চাইছে ঘরোয়া ক্রিকেটে মন দিন রোহিত ও কোহলি। অস্ট্রেলিয়ার পর ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজ রয়েছে ভারতের। তার পর নিউ জিল্যান্ড সিরিজ রয়েছে। সেই দুই সিরিজের মাঝে এক মাসের বেশি সময় রয়েছে। সেই সময় চলবে বিজয় হজারে ট্রফি। সেখানেই খেলতে হবে রোহিত ও কোহলিকে।

ভারতের প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ফিট থাকলে ও খেলার সুযোগ থাকলে কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা ক্রিকেটারদের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে হবে। রোহিত, কোহলিকেও সেটাই করতে হবে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে বোর্ডের এক কর্তা বলেন, "৬ ডিসেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শেষ এক দিনের ম্যাচ। নিউ জিল্যান্ড সিরিজ শুরু ১১ জানুয়ারি। মাঝে পাঁচ সপ্তাহ ফাঁকা। এই সময়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে হবে রোহিত, কোহলিকে।"

সেই সময় বিজয় হজারে চলবে। ঘরোয়া ক্রিকেটের এই এক দিনের প্রতিযোগিতায় খেলতে হবে রোহিত, কোহলিকে। ওই কর্তা বলেন, "বিজয় হজারে শুরু হচ্ছে ২৪ ডিসেম্বর। ভারতের দুই সিরিজের মাঝে বিজয় হজারের ছ'টা ম্যাচ হবে। তার মধ্যে অন্তত তিনটে ম্যাচ খেলতে হবে রোহিতকে। কোহলিকেও সেটাই করতে হবে। দিল্লির হয়ে বিজয় হজারেতে অন্তত তিনটে ম্যাচ খেলতে হবে ওকে। তবেই বিশ্বকাপের জন্য ওদের নাম ভাবা হবে।"

এর আগেও ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রায় জোর করে খেলানো হয়েছিল রোহিত ও কোহলিকে। গম্ভীরের নির্দেশের পর গত মরসুমে একটি করে রঞ্জি খেলেছিলেন দু'জনে। এ বার এক দিনের দলে জায়গা ধরে রাখার জন্যেও একই শর্ত মানতে হবে ভারতের দুই ক্রিকেটারকে। এখন দেখার, বোর্ডের কথা মেনে বিজয় হজারেতে রোহিত, কোহলিকে দেখা যায় কি না।

'চেজরা কি আদৌ দেশের জার্সিতে খেলতে চায়?', ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিমকে আক্রমণ লারার

অধুনা ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট মূর্তিমান পরিহাসে পরিণত হয়েছে। নিজেদের অতীত গরিমাকে পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে। এই মুহূর্তে দু'টেস্টের সিরিজ খেলতে ভারতে এসেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আহমেদাবাদে প্রথম টেস্ট তিন দিনও পেরোয়নি। তার মধ্যেই ইনিংসে টেস্ট হেরেছেন রস্টন চেজরা। নয়াদিল্লিতে ১০ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা দ্বিতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতলে, সেটাই অত্যাশ্চর্য হবে। অন্তত ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ব্রায়ান লারার কথাবার্তা শুনে মনে হবে না, তিনি কোনও আশার আলো দেখছেন।

"আমি ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট অধিনায়ক রস্টন চেজ-সহ বাকিদের প্রশ্ন করতে চাই, আদৌ তোমাদের হৃদয়ে ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা রয়েছে তো? তোমরা কি সত্যিই ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে খেলতে চাও? এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি তোমাদের খেলার ইচ্ছে থাকে, তা হলে ম্যাচ জেতার কোনও না কোনও রাস্তা ঠিক বেরিয়ে যাবে। তোমরা নিজেরাই বের করে ফেলবে," মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠানে চাঁচাছোলা ভাবে বলে দিয়েছেন লারা। যিনি বর্তমান ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটারদের কোনও রকম ওজর-আপত্তি শুনতেই চান না। "আজ থেকে তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে আমাদের দেশে ভালো ক্রিকেটীয় পরিকাঠামো ছিল না। ভিভ রিচার্ডস ভালো মাঠ পেতেন না প্র্যাকটিস করার জন্য। তাই বলে কি উনি গোটা দুনিয়া শাসন করেননি? খেলাটা আজ যা রয়েছে, আগেও তাই ছিল। আগেও পরিশ্রম করতে হত, আজও করতে হয়। তফাত হচ্ছে, প্যাশনে। আবেগে। তখন আমাদের মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে খেলার আবেগটা আলাদা রকম ছিল," সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন লারা। আহমেদাবাদে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট দেখতে কোনও দর্শকই আসেননি বলতে গেলে। প্রায় ফাঁকা মাঠে খেলা হয়েছে। 'ক্যারিবিয়ান প্রিন্স' সাফ বলে দিচ্ছেন, টেস্ট ক্রিকেটের 'বিগ থ্রি'-র বাইরে বাকিদের খেলায় দর্শককে মাঠে টেনে আনা, বর্তমানে সত্যি দুঃসাধ্য। চ্যালেঞ্জিং। "ভারত যখন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলে, কিংবা যখন ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজ বা অ্যাশেজ হয়, তখন খেলা দেখলে মনে হয়, টেস্ট ক্রিকেটের চেয়ে পৃথিবীতে ভালো আর কিছু হয় না। মাঠ গমগম করে। আমি নিজেই ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজে মাঠে ছিলাম। দেখেছি, লোকে কী উৎসাহ নিয়ে খেলা দেখছে। কিন্তু ক্রিকেটবিশ্বের দুর্বল দেশ বা যারা ভালো করছে না, তাদের খেলা হলে, লোককে মাঠে টেনে আনা এখন সত্যি কঠিন হয়ে যাচ্ছে। তবে কী জানেন, হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। তাতে আমি বিশ্বাসী নই। সমস্যা নিয়ে না পড়ে থেকে, সমস্যার সমাধান খুঁজতে আমি বেশি আগ্রহী," বলে দিয়েছেন লারা।

বিশ্বরেকর্ড মন্ধানার! বিশ্বকাপে ব্যাটে খরা চললেও নজির ভারতীয় ব্যাটারের

রেকর্ড বইয়ে নাম লেখালেন স্মৃতি মন্ধানা। চলতি এক দিনের বিশ্বকাপে ব্যাট হাতে বড় রান করতে পারেননি তিনি। তার পরেও বিশ্বরেকর্ড করেছেন তিনি। ২৮ বছরের পুরনো রেকর্ড ভেঙেছেন ভারতের বাঁহাতি ওপেনার।

মহিলাদের এক দিনের ক্রিকেট ইতিহাসে এক ক্যালেন্ডার বছরে সর্বাধিক রান করেছেন মন্ধানা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ২৩ রান করেছেন তিনি। সেই ইনিংসের পর চলতি ক্যালেন্ডার বছরে তাঁর রান ১৭ ম্যাচে ৯৮২। এর আগে এই রেকর্ড ছিল অস্ট্রেলিয়ার বেলিন্ডা ক্লার্কের। ১৯৯৭ সালে ১৬ ম্যাচে ৯৭০ রান করেছিলেন তিনি। সেই রেকর্ড ভেঙেছেন মন্ধানা।

এই তালিকায় প্রথম দশে ভারতের আরও দুই ব্যাটার রয়েছেন। ন'নম্বরে রয়েছেন দীপ্তি শর্মা। ২০১৭ সালে ২০ ম্যাচে ৭৮৭ রান করেছিলেন তিনি। সে বছর সেটাই ছিল সর্বাধিক রান। ২০১৭ সালেই মিতালি রাজ ১৯ ম্যাচে ৭৮৩ রান করেছিলেন। তিনি রয়েছেন ১০ নম্বরে।

চলতি বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বে এখনও অন্তত চারটি ম্যাচ খেলবেন মন্ধানা। ভারত যদি সেমিফাইনাল ও ফাইনাল খেলে তা হলে ম্যাচের সংখ্যা বাড়বে। অর্থাৎ, সকলের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে তাঁর। পরের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৮ রান করলেই প্রথম মহিলা ক্রিকেটার হিসাবে এক ক্যালেন্ডার বছরে এক দিনের ক্রিকেটে ১০০০ রানের রেকর্ড হবে মন্ধানার।

তবে বিশ্বকাপে মন্ধানা যে ফর্মে রয়েছেন তা চিন্তা বাড়াচ্ছে ভারতের। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে ৮ রান করেছিলেন তিনি। দ্বিতীয় ম্যাচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে করেছিলেন ২৩ রান। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেও ২৩ রান করেছেন মন্ধানা। তিনি খারাপ ফর্মে থাকায় বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত ৩০০ রান পার করতে পারেনি ভারত। আগের দুই ম্যাচে বোলারদের দাপটে জিতেছে তারা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেও বোলারেরা দাপট দেখাচ্ছেন। তাই বিশ্বরেকর্ড করলেও দ্রুত বড় রানে ফিরতে চাইবেন মন্ধানা।

ফর্ম নেই তবুও পাশে দল, অনুশীলনে সাইকে ব্যাটিং পাঠ শেখালেন ক্যাপ্টেন গিল

ইনিংস ৭, রান ১৪৭, সেঞ্চুরি ০, হাফসেঞ্চুরি ১। টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেক হওয়ার পর থেকে সাই সুদর্শনের ফর্ম বোধহয় রাহুগ্রস্ত বললেও কম বলা হয়। চেতেশ্বর পুজারা যে পজিশনে খেলতেন এর আগে, ব্যাটিং অর্ডারের সেই অভিজাত তিন নম্বর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সাইকে। কিন্তু ইংল্যান্ড সফরে তো বটেই। দেশের মাঠে দুর্বল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধেও রান পাচ্ছেন না তিনি। দেখতে গেলে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্টে ভারতের কোনও প্রতিপক্ষই নয়। চলতি যে টেস্ট সিরিজটা হচ্ছে, সেখানে ভারতের প্রতিপক্ষ একটাই --- ভারতের দুর্বলতা! হয়তো সেই কারণেই অনুশীলনে সাই সুদর্শনের সঙ্গে সময় কাটাতে দেখা গিয়েছে টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক শুভমান গিলকে। মোদ্দা কথা, অনুশীলনে সাইকে ব্যাটিং পাঠ শেখালেন ক্যাপ্টেন গিল।

আইপিএলে সাইয়ের টেম্পারামেন্ট, ব্যাটিং প্রশংসা পেয়েছিল। কিন্তু আইপিএল আর লাল বলের ক্রিকেট যে এক বস্তু নয়, খুব সম্ভবত বাঁ-হাতি ব্যাটার নিজেও বুঝতে পারছেন। ক্রিকেটলিখিয়েরা প্রশ্ন তুলছেন, দেশে যখন এত তরুণ একটা সুযোগের অপেক্ষায় বসে রয়েছে, তখন খামোখা অফ ফর্মের অমানিশায় ডুবে যাওয়া সাইকে টেনে যাওয়া হচ্ছে কেন? আগামী শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট। নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে। তার আগে ভারতের সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতেকেও সাই নিয়ে অস্বস্তিজনক প্রশ্নবাণের সামনে পড়তে হল।

''আমি নিশ্চিত যে, সাইও জানে চাপ বাড়ছে। অনেক ক্রিকেটারই সুযোগের অপেক্ষায় বসে রয়েছে। কিন্তু আমাদের সমর্থন ও পাচ্ছে। ক্যাপ্টেনের। কোচিং স্টাফের। আমরা নিশ্চিত যে, ওর কোনওভাবে মনে হচ্ছে না ওর পাশে কেউ নেই,'' সাংবাদিক সম্মেলনে বলছিলেন দুশখাতে। অন্যদিকে, অনুশীলনে সাই সুদর্শনকে ব্যাটিং টিপস দিতে দেখা গিয়েছে ভারতীয় অধিনায়ককে। এমনকী নিজে থ্রো-ডাউনও করেন। ব্যাটিং স্টান্টও পর্যন্ত বুঝিয়ে দেন। এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে, তাঁর প্রতি এখনও আস্থা অটুট ভারতীয় দলের।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে না পারলেও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে টিমে ফিরে আসবেন ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটার ঋষভ পন্থ। সেক্ষেত্রে তখন কি ধ্রুব জুরেলকে যদি তাঁর টেকনিকের কথা ভেবে শুধু ব্যাটার হিসেবে খেলানো হয়, চাপ তো বাড়বে সুদর্শনের উপর। ''সে তো বাড়বে। আমরা সম্প্রতি দেখেওছি, কতটা ভালো ফর্মে রয়েছে ধ্রুব। আমার ধারণা সাইও জানে, কতটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে ও রয়েছে। ভারতের হয়ে খেললে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাপ নিয়েই এগোতে হবে আপনাকে,'' বক্তব্য দুশখাতের। তাছাড়া দ্বিতীয় টেস্টে যে দল অপরিবর্তিত থাকতে চলেছে, সেই আভাসও দেন টিম ইন্ডিয়ার সহকারী কোচ।

'ব্যাটিং ভেঙে পড়লেও তো ২৫০ রান করেছি'! দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরে অদ্ভুত যুক্তি ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীতের

নিজেদের ব্যর্থতা কি মানতে পারছেন না হরমনপ্রীত কৌর? দেখতে পাচ্ছেন না কোথায় সমস্যা হচ্ছে দলের? বুঝতে পারছেন না এই হারের দায় কাদের? তা হলে এমন অদ্ভুত যুক্তি কেন দিচ্ছেন তিনি? দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে রিচা ঘোষ ছাড়া ব্যর্থ ভারতের ব্যাটিং। জঘন্য বল করেছেন বোলারেরাও। তবু হারের পর অদ্ভুত যুক্তি শোনা গেল ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীতের মুখে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ভেঙে পড়েছিল ভারতের ব্যাটিং। ১০২ রানে পড়ে যায় ৬ উইকেট। সেখান থেকে দলকে টেনে তোলেন রিচা। ৭৭ বলে ৯৪ রান করেন তিনি। ম্যাচ শেষে হরমনপ্রীত বলেন, "দুটো দলই ভাল খেলেছে। আমাদের ব্যাটিং ভেঙে পড়লেও তো ২৫০ রান করেছি। সেটা কম নয়। তবে শেষ দিকে ক্লোয়ি ও ডি'ক্লার্ক দেখিয়েছে, এই পিচ ব্যাটিংয়ের পক্ষে কতটা ভাল। ওরা যোগ্য দল হিসাবে জিতেছে।" হরমনপ্রীতের কথা থেকেই স্পষ্ট, পিচে জুজু ছিল না। সেই কারণেই ৮১ রানে ৫ উইকেট পড়ে যাওয়ার পরেও ২৫২ রান তাড়া করে জিতেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। তা হলে তাঁরা কেন পারলেন না? সেটা কি ব্যাটিং ব্যর্থতা নয়? যদি তাই হবে, তা হলে এই হারের দায় তো সম্পূর্ণ তাঁদের। সেই দায় কেন নিলেন না ভারত অধিনায়ক? কেন অজুহাত দিতে হল তাঁকে? হরমনপ্রীত অবশ্য স্বীকার করে নিয়েছেন যে দায়িত্ব নিয়ে ব্যাট করতে পারেননি তাঁরা। ব্যস ওইটুকুই। ব্যাটিং ব্যর্থতা নিয়ে আর কোনও শব্দ খরচ করেননি তিনি। ভারত অধিনায়ক বলেন, "টপ অর্ডার হিসাবে দায়িত্ব নিয়ে আমরা ব্যাট করতে পারিনি। তবে এটা লম্বা প্রতিযোগিতা। এই ম্যাচটা আমাদের ভাল যায়নি। তবে তার মধ্যেই বেশ কিছু ইতিবাচক দিক রয়েছে। অনেক কিছু শিখেছি। সেই শিক্ষা নিয়ে এগোতে চাই।" সবচেয়ে বড় ইতিবাচক বিষয় হল রিচার ইনিংস। নইলে লড়াই করার জায়গাতেই যেতে পারত না ভারত। রিচার প্রশংসা শোনা গিয়েছে হরমনের গলায়। তিনি বলেন, "যে ভাবে ও বড় শট মারছিল, তা দেখে খুব আনন্দ হচ্ছিল। ওর বড় শট আমাদের এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিল।" তার পরেও তো জিততে পারলেন না। বিশ্বকাপে প্রথম হারতে হল। পরের ম্যাচেই প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া। এখন দেখার, কতটা শিক্ষা নিয়ে সেই ম্যাচে নামতে পারেন হরমনপ্রীতেরা।

রিয়াং জনজাতি গোষ্ঠীর তথ্য নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে সত্যের প্রতিফলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা বলেছেন যে, রিয়াং জনজাতি গোষ্ঠী রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনজাতি গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। ত্রিপুরী জনজাতি গোষ্ঠীর পরেই এই রাজ্যে তাদের বসবাস। বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম পাহাড় থেকে অনেক আগেই তারা ত্রিপুরায় এসেছিলেন। এরমধ্যে বেশিরভাগ রিয়াং জনজাতি ত্রিপুরায় থাকেন। আর কিছু অংশ আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য মিজোরাম ও আসামে থাকেন। ত্রিপুরীদের সঙ্গে তাদের ভাষাগত অনেক মিল আছে। তা সত্ত্বেও তাদের সংস্কৃতি, রীতিনীতি ও জীবনযাত্রা কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। গত বুধবার দক্ষিণ জেলার শান্তিরবাজার মহকুমার বকাফা আশ্রম ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল মাঠে আয়োজিত ৩৩তম রাজ্যভিত্তিক হজাগিরি উৎসব ২০২৫ এর উদ্বোধনে রিয়াং জনজাতিদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি পরম্পরা নিয়ে আলোচনা কালে এবিষয়ে আলোকপাত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা। যদিও সম্প্রতি কিছু স্বার্থান্বেষী মহল থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে বিকৃত ও অসত্য বলে প্রচারের চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু ঐতিহাসিক রেকর্ড এবং জনজাতিদের নিয়ে গবেষণা করা লেখকদের লিখিত তথ্য ও বক্তব্য থেকে এটাই নিশ্চিত করে যে মুখ্যমন্ত্রী সেদিন কোন অসত্য কথা বলেন নি। বিশিষ্ট জনজাতি লেখক ও গবেষক সুরেন দেববর্মণের লিখিত 'ত্রিপুরার আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতি' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাসকারী অন্যান্য উপজাতিয় জনগোষ্ঠীদের মতোই রিয়াং জনগোষ্ঠী বহিরাগত। কিন্তু শতাব্দীকাল থেকে এরা ত্রিপুরার অধিবাসী। তাই কোন সুদূরকালে রিয়াংরা এ রাজ্যে এসেছিল তা বর্তমানে স্মরণ করা দুসাধ্য। সত্যি কথা বলতে কি, এ রাজ্যে বর্তমানকালের অধিবাসীদের আগমনের সন-তারিখ কোথাও লিপিবদ্ধ করা হয়নি। শুধু অনুমানভিত্তিক গল্প-কাহিনীতে যুগে যুগে এদের আগমনের তথ্য জানা যায়। রিয়াংদের এদেশে আগমনের ইতিহাসও তাই অনুমানভিত্তিক।

বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, রিয়াংরা পুরাকালে সমুদ্র উপকূলে এবং অধুনা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কর্ণফুলী নদীর তীরবর্তী স্থানে ছিল। কিন্তু সেখানে অভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য বসতবাটি পরিত্যাগপূর্বক এ রাজ্যে অনুপ্রবেশ করতে বাধ্য হয়। রাজমালায় বর্ণিত আছে যে, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গোবিন্দমাণিক্যের (১৬৬০ খ্রিঃ এবং ১৬৬৭ খ্রিঃ) আমলে রিয়াংদের এ রাজ্যে প্রথম আগমন ঘটে। জনশ্রুতি অনুসারে-গোবিন্দমাণিক্যের মহিষী রাণী গুণবর্তী দেবী রিয়াংদের দত্তক গ্রহণ করেছিলেন। তাই রিয়াংরা পরবর্তীকালে রাজাদের অনুগ্রহভাজন হয়ে উঠেছিল।

সুরেন দেববর্মণের লিখিত বইতে এও উল্লেখ রয়েছে যে রিয়াংদের পূর্বনিবাস বার্মাদেশের শান রাজ্যে ছিল। সেখান থেকে ক্রমশ উত্তর-পশ্চিমমুখো পার্বত্য চট্টগ্রাম অতিক্রম করে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রত্নমাণিক্যের আমলে ত্রিপুরায় আগমন করে।

ত্রিপুরা সরকার পরিচালিত ট্রাইব্যাল রিসার্চ এন্ড কালচারাল ইনস্টিটিউটের জানিয়েছে, রিয়াং সম্প্রদায় প্রথমে বার্মার (বর্তমান মায়ানমার) শান প্রদেশ থেকে চট্টগ্রাম পাহাড়ি অঞ্চলে এসেছে এবং পরে ত্রিপুরার দক্ষিণ অংশে স্থানান্তরিত হয়েছে।

ঐতিহাসিক তথ্য থেকে প্রাপ্ত সূত্রে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে যে কোথাও ভুল তথ্য ছিল না তাতে কোন সংশয় নেই।

এদিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা তিপ্রা মথা বিধায়ক ফিলিপ কুমার রিয়াং, এমডিসি ভব রঞ্জন রিয়াং এবং তিপ্রা মথা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যোত কিশোর মানিক্য দেববর্মার বক্তব্য ইতিহাসকে বিকৃত করে এবং মিথ্যাচার ছড়ানোর অপচেষ্টা বলেও ঐতিহাসিক তথ্য থেকে মনে করা হচ্ছে। রিয়াং সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি ঐতিহ্য নিয়ে তাদের বিতর্ক সৃষ্টির প্রচেষ্টা ভিত্তিহীন এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাস বোঝার অভাবকে প্রতিফলিত করছে বলে মনে করছেন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ।

ধানক্ষেতে গরু প্রবেশের প্রতিবাদে দায়ের কোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১০ অক্টোবর: গরু ধানের জমিতে ঢুকে ফসল নষ্ট করার প্রতিবাদ করায় এক ব্যক্তিকে দায়ের কোপে গুরুতর জখম করার অভিযোগ উঠল। আহতের হাতের তিনটি আঙুল কেটে পড়ে যায় ঘটনাস্থলেই। শুক্রবার সকালে কমলপুর থানার অন্তর্গত মহাবীর পঞ্চায়েতের নতুন বাগান গ্রামে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকাল প্রায় ৯টার সময় গৌতম নায়েক নামে এক যুবকের ধানের জমিতে প্রতিবেশী সুদাম তাঁতির গরু প্রবেশ করে এবং ধানগাছ খেতে শুরু করে। বিষয়টি দেখে গৌতম নায়েক সুদাম তাঁতিকে ডেকে গরু নিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে প্রথমে বচসা এবং পরে হাতাহাতি শুরু হয়।

অভিযোগ, এক পর্যায়ে উত্তেজিত সুদাম তাঁতি ধারালো দা এনে গৌতম নায়েকের উপর আক্রমণ চালায়। তিনি মাথায় কোপ পড়া থেকে বাঁচতে হাত তুলে রক্ষা করতে গেলে তাঁর বাম হাতের তিনটি আঙুল কেটে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত কমলপুর বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয়রা অভিযুক্ত সুদাম তাঁতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে এবং অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে বলে জানা গেছে।

লোকসভার স্পিকারের বার্বাডোস সফর এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

বার্বাডোস, ১০ অক্টোবর: বার্বাডোসের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে লোকসভার স্পিকার ৬৯তম কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি কনফারেন্সের ফাঁকে লোকসভার স্পিকার ওম বিরলার নেতৃত্বে একটি ভারতীয় সংসদীয় প্রতিনিধিদল (আইপিডি) বার্বাডোসের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি পরিদর্শন করেছে। প্রতিনিধিদলকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান বার্বাডোসের হাউস অফ অ্যাসেম্বলির স্পিকার হিজ এক্সেলেন্সি মি. আর্থার হোল্ডার। এই সফরে, আইপিডি সদস্যরা এবং বার্বাডিয়ান আইনপ্রণেতারা পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আদান-প্রদান এবং আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মগুলিতে অংশীদারিত্ব বাড়ানোর লক্ষ্যে আলোচনা করেন।

বার্বাডোস হাউস অফ অ্যাসেম্বলির স্পিকার হিজ এক্সেলেন্সি মি. আর্থার হোল্ডার ভারতীয় প্রতিনিধিদলকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। পরিদর্শনের সময় শ্রী ওম বিরলা বার্বাডোস সংসদের সেই ঐতিহাসিক স্পিকারের চেয়ারটি প্রত্যক্ষ করেন, যা ১৯৬৬ সালে বার্বাডোসের স্বাধীনতা উপলক্ষে ভারত সরকার উপহার দিয়েছিল। ভারতীয় সেগুন কাঠে নির্মিত, খোদাই করা চেয়ারটির গায়ে লেখা আছে, ফ্রম দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া টু দ্য পিপল অব বার্বাডোস যা দুই দেশের গভীর বন্ধন ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার এক চিরন্তন প্রতীক।

শ্রী বিরলা এই চেয়ারটিকে ভারত-বার্বাডোস বন্ধুত্বের এক জীবন্ত উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করেন এবং বলেন, এই চেয়ার শুধু একটি আসন নয়; এটি দুই গণতান্ত্রিক দেশের অভিন্ন মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক। সফরের সময় ভারত ও বার্বাডোসের আইনপ্রণেতারা গণতন্ত্র, শিক্ষা, সংস্কৃতি, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি এবং প্রযুক্তি খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফলপ্রসূ আলোচনা করেন। দুই পক্ষই আগামী দিনে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও গভীরতর করার জন্য নিয়মিত সংসদীয় বিনিময়ের ওপর জোর দেন। বার্বাডোসে বসবাসরত ভারতীয় প্রবাসীদের সঙ্গে এক আন্তরিক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে অংশ নেন শ্রী ওম বিরলা। তিনি প্রবাসীদের কঠোর পরিশ্রম, সততা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, আপনারা ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছেন; আপনাদের কাজের মাধ্যমে ভারতের ভাবমূর্তি বিশ্বজুড়ে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, কীভাবে প্রবাসীরা দিওয়ালি, হোলি, নবরাত্রি এবং গণেশ চতুর্থীর মতো উৎসব উদযাপনের মাধ্যমে বার্বাডোসে এক উদাহরণযোগ্য সাংস্কৃতিক সহাবস্থান সৃষ্টি করেছেন। রামায়ণ ও মহাভারতের নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, ধর্ম, সত্য ও কর্তব্য — এই মূলনীতি প্রবাসীদের জীবনে আলোর পথ দেখাচ্ছে।

নতুন প্রজন্মকে ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে সংযুক্ত রাখার গুরুত্ব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

"অপারেশন সিন্দুর" থিমে তেলিয়ামুড়ায় কালীপূজা, প্রস্তুতি পর্ব শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১০ অক্টোবর: অন্যান্য বছরের মতো এবছরও তেলিয়ামুড়া শহরে শুরু হয়েছে ঐতিহ্যবাহী কালীপূজার প্রস্তুতি। 'তেলিয়ামুড়া রিফরমার্স সোসাইটি'র উদ্যোগে এবছর নেতাজীনগর স্কুল মাঠ প্রাঙ্গণে পূজার আয়োজন করা হচ্ছে "অপারেশন সিন্দুর" নামের এক ব্যতিক্রমী থিমকে কেন্দ্র করে। সমাজে ইতিবাচক ও গৌরবান্বিত বার্তা তুলে ধরাই এই থিমের মূল উদ্দেশ্য বলে জানিয়েছেন সোসাইটির সদস্যরা।

শুক্রবার খুঁটি পূজার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হলো পূজার প্রস্তুতি পর্বের। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রিফরমার্স সোসাইটির সদস্যবৃন্দ, এলাকাবাসী ও অসংখ্য ভক্ত-দর্শনার্থী। পূজার সূচনার মুহূর্তে ভক্তদের মধ্যে ছিল উচ্ছ্বাস ও উৎসবের আমেজ।

ক্লাব সূত্রে জানা গেছে, এবছরের পূজার বাজেট প্রায় আট লক্ষাধিক টাকা। শুধুমাত্র থিম নয়, পূজার দিনগুলোতে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচিরও আয়োজন করা হবে। এইসব আয়োজনের মাধ্যমে সমাজে ঐক্য, মানবতা ও সহমর্মিতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়াই সোসাইটির লক্ষ্য।

তেলিয়ামুড়া শহরে রিফরমার্স সোসাইটির কালীপূজা বরাবরই দর্শনার্থীদের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে ওঠে। মনোমুগ্ধকর সাজসজ্জা, চিন্তাশীল থিম ও সুশৃঙ্খল আয়োজনে এই পূজা ইতিমধ্যেই শহরের অন্যতম সেরা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এবছরও তার ব্যতিক্রম হবে না বলে আশা প্রকাশ করেছেন আয়োজক ও এলাকাবাসী।

বাংলাদেশী মহিলা ও ভারতীয় টাউট আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর: আগরতলা বাধারঘাট রেল স্টেশনে রুটিন চেকিং চলাকালে জিআরপি থানার পুলিশ এক বাংলাদেশী মহিলা ও একজন ভারতীয় টাউটকে আটক করেছে। পুলিশের খবর অনুযায়ী, সন্দেহজনক আচরণে তাদেরকে আটক করা হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদে বিভিন্ন তথ্য হাতে আসে।গ্রেফতারকৃত মহিলার নাম আশা দাস, তিনি বাংলাদেশের রংপুর জেলার বাসিন্দা। তার কাছ থেকে ভারতীয় সীমান্তে প্রবেশের বৈধ কোনো কাগজপত্র পাওয়া যায়নি, যার ফলে তাকে অবৈধভাবে দেশে প্রবেশের অভিযোগে আটক করা হয়েছে। অপরদিকে, দীপ ঘোষ নামের এক ভারতীয় টাউটকেও আটক করা হয়েছে।

শুক্রবার স্বর্ণকমল জুয়েলাসের পক্ষে ধনতেরাস নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

আন্তর্জাতিক প্রবীণ নাগরিক দিবস পালিত ঊনকোটি জেলায় সম্মানিত চার প্রবীণ নাগরিক, পুরস্কৃত তিন দুর্গাপূজা কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১০ অক্টোবর: আজ ঊনকোটি জেলা ভিত্তিক আন্তর্জাতিক প্রবীণ নাগরিক দিবস পালিত হলো কৈলাসহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে। জেলার সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ নাগরিক, সমাজকর্মী এবং প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা।

জানা গেছে, ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার ৫৬৪ জন প্রবীণ নাগরিককে সরকারীভাবে প্রতি মাসে ২,০০০ টাকা করে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রায় ২০ থেকে ২৫ জন প্রবীণ নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও দপ্তরের কর্মীদের উপস্থিতিতে পূর্ণ হয় সভাগারটি।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই অতিথিদের উত্তরীয়, ব্যাজ ও গোলাপ ফুলের স্টিক দিয়ে বরণ করা হয়। এরপর প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় দিবসটির।

মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, সদস্য বিমল কর, বিশিষ্ট সমাজসেবক অরুণ সাহা, ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মফস্বর আলী, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ড. তমাল মজুমদার, জেলা শিক্ষার অধিকারী প্রশান্ত কিলিকদার, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের জেলা আধিকারিক বিদ্যাসাগর দেববর্মা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে জেলার চারজন নির্বাচিত প্রবীণ নাগরিককে শাল, চাঁদর, মানপত্র, ছাতা এবং পাঁচ হাজার টাকার চেক দিয়ে সম্মাননা প্রদান করা হয়। এছাড়াও, ঊনকোটি জেলার তিনটি সেরা দুর্গাপূজা কমিটিকে সংবর্ধনা জানানো হয়। প্রথম পুরস্কার: কুমারঘাটের চিত্তরঞ্জন ক্লাব মানপত্র ও ২০,০০০ টাকার চেক। দ্বিতীয় পুরস্কার: কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ আশ্রম মানপত্র ও ১৫,০০০ টাকার চেক। তৃতীয় পুরস্কার: কাঞ্চনবাড়ির ইন্ডিয়া ক্লাব মানপত্র ও ১০,০০০ টাকার চেক। সমগ্র অনুষ্ঠানটি ছিল প্রবীণ নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের এক অনন্য দৃষ্টান্ত, যা সমাজে আন্তঃপ্রজন্ম বন্ধন ও সামাজিক মূল্যবোধের বার্তা বহন করে।

মন্ত্রী রতন লাল নাথের সহানুভূতিপূর্ণ উদ্যোগ

শোকাহত পরিবার ও অসুস্থ প্রাক্তন উপপ্রধান খোঁজখবর নিলেন, পাশে থাকার আশ্বাস

আগরতলা, ১০ অক্টোবর: বিদ্যুৎ, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ আজ দুই পরিবারের বাড়িতে গিয়ে সহানুভূতি ও মানবিকতার নিদর্শন রাখলেন।

তিনি একদিকে শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন, অন্যদিকে এক অসুস্থ প্রাক্তন পঞ্চায়েত উপপ্রধান এর পাশে দাঁড়িয়ে আশ্বাস প্রদান করেন।

প্রথমে মন্ত্রী নাথ পূর্ব নোয়াগাঁও এডিসি ভিলেজের অন্তর্গত উড়াবাড়ি গ্রামে তাঁর দীর্ঘদিনের সহযোদ্ধা প্রয়াত শুকুরাম দেববর্মার বাড়িতে যান। সেখানে তিনি প্রয়াতের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং তাঁদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান।

মন্ত্রী শুকুরাম দেববর্মার অবদান স্মরণ করে বলেন, তিনি ছিলেন এক নিবেদিতপ্রাণ ও বিশ্বস্ত সহকর্মী, যিনি আজীবন মানুষের কল্যাণে কাজ করে গেছেন। তাঁর স্মৃতি ও কর্ম সর্বদা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় থাকবে।

এরপর মন্ত্রী বিজয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান অরুণ ভৌমিকের বাড়িতে যান, যিনি বর্তমানে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন। মন্ত্রী কিছু সময় তাঁর সঙ্গে কাটান এবং তাঁকে মানসিকভাবে দৃঢ় থাকার পরামর্শ দেন। তিনি আশ্বাস দেন যে রাজ্য সরকার তাঁর চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সাহায্য করবে। এই উপলক্ষে মন্ত্রী, অরুণ ভৌমিকের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারকে শক্তি ও সাহস জোগানোর প্রার্থনা করেন। মন্ত্রী রতন লাল নাথ আশ্বাস প্রদান করে বলেন, রাজ্য সরকার সর্বদা মানুষের পাশে থাকবেযে কোনো বিপদের সময়ে, যে কোনো পরিস্থিতিতে।

ইন্টারন্যাশনাল কমনওয়েলথ পার্লামেন্টরি অ্যাসোসিয়েশনের কনফারেন্সে ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষের অংশগ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর: ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ বারবাডোজের রাজধানী ব্রিজটাউনে আজ চার দিনব্যাপী ৬৮তম ইন্টারন্যাশনাল কমনওয়েলথ পার্লামেন্টরি অ্যাসোসিয়েশনের কনফারেন্স শেষ হয়েছে। এতে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য হিসেবে রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল অংশগ্রহণ করেন। ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। সম্মেলনে রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল ত্রিপুরার সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের নানা দিক, উত্তরপূর্ব ভারতের সংসদীয় অভিজ্ঞতা ও সাফল্যের দৃষ্টান্ত তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন।

ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারে অসহায় স্ত্রীর আর্তনাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১০ অক্টোবর: সিঁথির সিঁদুর বাঁচাতে অসহায় এক স্ত্রীর আর্তনাদে কেঁপে উঠেছে চড়িলাম ব্লকের উত্তর ব্রজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কদমতলী চৌমুহনি এলাকা। ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত স্বামীর জীবন বাঁচাতে মুখ্যমন্ত্রীসহ রাজ্যের জনগণের কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন এক নিঃসন্তান গৃহবধূ রিঙ্কু দেবনাথ (৩০)।

তার স্বামী অনিল দেবনাথ (৪০), পেশায় রাজমিস্ত্রি। ২০১৭ সালে প্রথমবার ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত হন তিনি। তখন নিজের সামান্য সম্পত্তি বিক্রি করে এবং গ্রামের মানুষের কাছ থেকে সাহায্য সংগ্রহ করে কোনোরকমে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে অপারেশন করিয়ে জীবন ফিরিয়ে আনেন রিঙ্কু দেবনাথ। কিন্তু ভাগ্য যেন তাদের সঙ্গে নিষ্ঠুর খেলায় মেতেছে দুই মাস আগে আবারও অনিলের মাথাব্যথা শুরু হয়।

পরবর্তীতে আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে জানিয়েছেন, তার মস্তিষ্কে আবার দুটি নতুন টিউমার গজিয়েছে। চিকিৎসকেরা দ্রুত অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দিয়েছেন, না হলে রোগীকে বাঁচানো দুষ্কর হবে। কিন্তু অনিলের পরিবার এখন সম্পূর্ণ নিঃস্ব হাতে কোনো অর্থ নেই, এমনকি ধার করবার সামর্থ্যও শেষ। অসুস্থতার কারণে অনিল কাজও করতে পারছেন না।

স্বামীর চিকিৎসার টাকা জোগাড় করতে রিঙ্কু দেবনাথ এখন মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন। চোখে জল, হাতে প্রার্থনার ভঙ্গি নিয়ে তিনি সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড. প্রফেসর মানিক সাহার কাছে আবেদন জানিয়েছেন যেন সরকারিভাবে তাদের পাশে দাঁড়ানো হয়।

স্থানীয় মহল জানিয়েছে, এই দরিদ্র দম্পতির করুণ অবস্থা দেখে এলাকায় অনেকেই সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। তবে বড় অঙ্কের চিকিৎসা ব্যয় বহন করা তাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তাই দ্রুত সরকারি হস্তক্ষেপের দাবি তুলেছেন এলাকাবাসীরাও।

এই মানবিক আবেদন এখন স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে রাজ্য সরকারের কর্তা ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সবাই আশা করছেন, মুখ্যমন্ত্রী নিজে এই পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে এক প্রাণ বাঁচানোর উদ্যোগ নেবেন।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর চমক ভরা ধনতেরাস

আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে " চমক ভরা ধনতেরাস "। যা চলবে আগামী ১০ অক্টোবর থেকে ২২ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত। "ধনতেরাস" হল সম্পদ এবং সৌভাগ্যের দেবীকে বাড়িতে স্বাগত জানানোর উৎসব। স্বর্ণ ও হীরের গহনা কেনার মাধ্যমেই এই উৎসব উৎযাপন করার রীতি জ্জ দেবী ধন লক্ষ্মীর আশীর্বাদে এবং সোনা ও হীরে থেকে যে উজ্জ্বল ছটা বেরোয় তাতেই পরিবারের সুখ, শান্তি আর সৌভাগ্য আসে। তাই এই উৎসবের এক বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে।

"চমক ভরা ধনতেরাস" হল দীপাবলি উৎসবে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর সোনা ও হীরের গয়নার বার্ষিক প্রদর্শনী।

প্রতিবছরের মতো এবারও "চমক ভরা ধনতেরাসে' থাকছে এমনই কিছু বিশেষ ধরনের গয়নার সম্ভার যা ক্রেতাদের মন ছুঁয়ে যাবেই। তার সঙ্গে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় অফার। এই গয়নার সম্ভারের মধ্যে রয়েছে হাতে তৈরী সোনা ও হীরের গয়না, ঐতিহ্যপূর্ণ এবং হালফিলের আধুনিক ডিজাইনের বিয়ের গয়না যা সকলের নজর কাড়বে। চোখ ধাঁধানো অথচ সাধ্যের মধ্যে হীরের গয়না আর শ্যাম সুন্দর কোম্পানির নিজস্ব ডিজাইনার কালেকশন ও গ্রহরত্নের সম্ভারও তো আছেই। এছাড়া ক্রেতাদের জন্য থাকছে বিশেষ আকর্ষণীয় এক গুচ্ছ অফার এবং সুযোগ :

সোনার গয়না কেনাকাটায় মজুরিতে থাকছে প্রতি গ্রামে ৫২৫ টাকা ছাড়। হিরের গয়না তৈরির মজুরিতে থাকছে ১০০ ছাড়। প্রত্যেক কেনাকাটায় থাকবে নিশ্চিত উপহার এবং ১৫০০ টাকা পর্যন্ত্য বিশেষ ডিসকাউন্ট ভাউচার।

মেগা ড্র তে থাকছে ৫টি স্কুটি জেতার সুযোগ ! (শারদীয়া স্বর্ণসম্ভার ২০২৫ ও চমক ভরা ধনতেরাস ২০২৫ -এ যৌথ ভাবে এই পুরস্কার দেওয়া হবে) সঙ্গে থাকছে মাত্র ২৫ অগ্রিম দিয়ে সম্পূর্ণ গয়নার মূল্য নির্ধারণ করার সুযোগ উ সুযোগটি ৩১ অক্টোবর ২০২৫ অব্দি নেওয়া যাবে- যেখানে গয়না নেবার দিন সোনার দাম বেড়ে গেলে বর্ধিত দাম দিতে হবে না, কিন্তু সোনার দাম কমে গেলে কম দামেই গয়নার মূল্য নির্ধারিত হবে। এছাড়াও থাকছে অন্যান্য সুযোগ, পরিষেবা এবং সোনায় সোহাগা অফার (গয়না কেনার জন্য বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম) , পুরোনো সোনার গয়না বদল করে নতুন গয়না কেনার সুবিধা এবং সোনা ও রুপোর কয়েন সবই পাওয়া যায়। এছাড়া রুপোর বাসনপত্র ও রুপোর তৈরী পুজোর সামগ্রীও থাকছে।

সব মিলিয়ে এমন এক বিশেষ উপহার যা দীপাবলির উজ্জ্বল আলো আর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas